উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 5 September 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 109

হরিয়ানার ভোট দঙ্গলে এবার ভিনেশ-পুনিয়া

সাতের পাতায়

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হলেন রাহুল

এগারোর পাতায়

উত্তাল মেডিকেল

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নগ্ন ছবি ক্রমশ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। পরীক্ষা-কেচ্ছা, আর্থিক দুর্নীতি সহ একাধিক কেলেঙ্কারিতে নাম জড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ লবির। সেইসঙ্গে উঠে আসছে 'হুমকি প্রথা'-র অভিযোগ। মেদিনীপুর থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, ছবিটা একই। দুর্নীতি, পরীক্ষা কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এবার গর্জে উঠল উত্তরবঙ্গের পড়ুয়ারাও।

ছাত্রদের দাবি মেনে ডিনের পদত্যাগ

রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেবের সামনেই মেডিকেলের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার দিকে আঙুল তুললেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : হুমকি প্রথা বন্ধ করতে এবং টিএমসিপি ইউনিট ভাঙার দাবিতে বুধবার সকাল থেকে উত্তাল হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিনকে ঘেরাও করে রাখলেন পড়ুয়ারা। ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তর বিরুদ্ধে নম্বরে কারচুপি, পরীক্ষা হলে নকল করায় মদত দেওয়ারও অভিযোগ তুলেছেন পড়ুয়াদের একাংশ। হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জুনিয়ার চিকিৎসক সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পড়ুয়ারা এদিন রীতিমতো চাপ দিয়ে ডিন সন্দীপ সেনগুপ্তকে দিয়ে বিষয়টি স্বীকার করিয়েছেন। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ পড়ুয়াদের চাপে নতিস্বীকার করে পদত্যাগ করেন ডিন। তিনি বলছেন, 'আমি দায় স্বীকার করছি না। শুধু পড়ুয়াদের দাবি মেনে পদ থেকে সরে যাচ্ছি।' তাঁর সঙ্গেই পদত্যাগ করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন সুদীপ্ত শীল।

এরপর বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে আরজি কর ইস্যুতে মানববন্ধন তৈরি করেন চিকিৎসক পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, সারাদিনের আন্দোলনে নৈতিক জয় পেয়েছেন তাঁরা।

এদিন ক্যামেরার সামনে ডিন স্বীকার করেছেন, ডাঃ অভীক দে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের বর্তমান অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা, সাহিন সরকার মিলে

প্রবল বিক্ষোভের মুখে অধ্যক্ষও

তাঁকে ফোন করে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যেতে বলতেন। ঘটনার জেরে এদিন অধ্যক্ষের ঘরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায়। একসময় কলেজের অধ্যাপকদের একাংশ এসে পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ডিন সহ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সরব হন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং জুনিয়ার চিকিৎসকরা বুধবার দুপুরে একাধিক দাবিতে অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান। সেখানেই বেলা সাড়ে ১২টা থেকে ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষ সহ বাকিদের। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে গিয়ে বিক্ষোভে আটকে পড়েন শিলিগুড়ির মেয়র তথা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। ঘণ্টা দেড়েক ওই বিক্ষোভে আটকে পড়ুয়াদের কথা শুনতে হয় তাঁকে। পড়ুয়ারা দুপুর ২টা নাগাদ গৌতমকে চলে যেতে বললে মেয়র সেখান থেকে বেরিয়ে যান। তবে পড়ুয়াদের অভিযোগের সত্যতা রয়েছে বলেই মনে করছেন উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা গৌতম। মেডিকেল ছাড়ার আগে তাঁর বক্তব্য,

এরপর আটের পাতায়

বুধবার দিনভর

- বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ স্মারকলিপি দিতে অধ্যক্ষের ঘরে যান উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রেসিডেন্টস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং জুনিয়ার চিকিৎসকরা
- রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে গিয়ে বিক্ষোভের জেরে আটকে পড়েন গৌতম দেব
- দুপুর ২টো নাগাদ পড়ুয়ারাই তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন
- পড়ুয়াদের দাবি ছিল, অধ্যক্ষ এবং ডিনকে পদত্যাগ করতে হবে
- রাত অবধি বিক্ষোভ চললেও অধ্যক্ষ এবং ডিন পদত্যাগ করতে রাজি হননি

- রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ পদত্যাগ করেন ডিন সন্দীপ সেনগুপ্ত ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিন সুদীপ্ত শীল
- বিক্ষোভে পড়ুয়াদের পাশে এসে অভিযোগ করেছেন অধ্যাপকদের একাংশও
- নম্বর বাড়ানোর জন্য হুমকি, পরীক্ষার হলে নকল করতে দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ সামনে এনেছেন তাঁরা
- পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি মেনে ডাঃ অভীক দে-কে নিষিদ্ধ করেছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ

পরীক্ষা কেলেঙ্কারিতে সিলমোহর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য দপ্তরে উত্তরবঙ্গ লবির দাপটের কথা আগেই লিখেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসায় রীতিমতো হইচই শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা ডাঃ অভীক দে সহ টিএমসিপি ইউনিটের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে বেশি নম্বর পাইয়ে দেওয়া, হাউস স্টাফ নিয়োগ, পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দেওয়ার নামে তোলাবাজি, ভয় দেখানো, পিজিটিকে ধর্ষণের হুমকি সহ ২০টিরও বেশি লিখিত অভিযোগ এদিন অধ্যক্ষকে দিয়েছেন পড়ুয়ারা। এরপরেই একের পর এক পড়ুয়া থেকে অধ্যাপক নিজের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের কথা তুলে ধরেছেন।

চিকিৎসক পড়ুয়া শাহরিয়ার আলমের বক্তব্য, 'ডিন জেনেশুনে সাহিন সরকার সহ বাকিদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ আড়াল করতেন। অভীক দে'র মদতে সাহিন সরকার সহ বাকিরা অত্যাচার করে পড়ুয়াদের ওপর। তবু কেউ কিছু বলার সাহস দেখান না।'

মেডিকেলে কান পাতলেই অবশ্য শোনা যাচ্ছে, শুধু সাহিনরা নয়, এর পেছনে আরও অনেক মাথা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক প্রভাবশালী ডাক্তারের মদতেই দীর্ঘদিন এসব হয়ে আসছে। তাছাড়া অভিযুক্তদের অনেকেই দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পদাধিকারীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সেই ভয়েই এতদিন কেউ মুখ খোলার সাহস পাননি। এখন আন্দোলনে সবাই এককাট্টা হতেই একের পর এক ভয়ংকর অভিযোগ উঠে আসছে।

শুধু হুমকি নয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পরীক্ষায় টুকলি, বেশি নম্বর পাইয়ে পাশ করিয়ে দেওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, টিএমসিপি নেতা সোহম মণ্ডলের নম্বর কারসাজি করে বাড়ানো হয়েছে। অভিযুক্তর প্রথম বর্ষ থেকে চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষায় নম্বর বাড়ানো হয়েছে। চূড়ান্ত বর্ষের

একটি উত্তরপত্র ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হোয়াইটনার দিয়ে মুছে ৪৭ নম্বরকে ৯৩ করা হয়েছে। গাইনিকলজি, পেডিয়াট্রিক এবং সার্জারির পরীক্ষায় অভিযুক্তের নম্বর বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ। এর পেছনে অভীক দে'র মদত রয়েছে বলে দাবি চিকিৎসক পড়ুয়াদের। অধ্যক্ষও সবটা জানতেন বলেই দাবি করেছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও যে পরীক্ষা দুর্নীতি হয়েছে, তা ২৩ অগাস্ট প্রথম তুলে ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

এরপর আটের পাতায়

রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও লাভ হয়নি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ সেপ্টেম্বর : তাঁর প্রভাব এতটাই যে কোচবিহারে এমএসভিপি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনিই ছিলেন শেষকথা। মেডিকেলের অধ্যক্ষ তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হলেও তিনি তাঁদের 'পাত্তা' দিতেন না বলে অভিযোগ। রাজীব প্রসাদের সময়কালে এমজেএন মেডিকেলে দুজন অধ্যক্ষ দায়িত্ব সামলেছেন। দুজনের সঙ্গেই রাজীবের তিক্ততার ঘটনা মেডিকেলের অন্দরে সর্বজনবিদিত। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে 'বিশেষ সখ্য' থাকায় বিভিন্ন সময়ে অভিযোগ উঠলেও এমজেএন কর্তৃপক্ষও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিত না। নানা অভিযোগ নিয়ে মেডিকেলের অধ্যক্ষ তদন্ত কমিটি তৈরি করলেও সেখানে নাকি রাজীব প্রসাদ কোনও সহযোগিতাই করতেন না বলে অভিযোগ। অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেছেন, 'এর আগে রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার তদন্তের জন্য দু'একবার তদন্ত

এরপর আটের পাতায়

তাহাদের কথা

আরজি করে চাপা পড়ে উত্তরের শত যন্ত্রণা

দীপ সাহা

চারদিকে শুধু জল আর জল। 'ত্রাণ এসেছে'- খবর পেয়ে দিগভ্রান্তের মতো দলে দলে ছুটে আসছে মানুষ। সঙ্গী টিনের তৈরি ভেলা। হাত বাড়িয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার চরম কাকুতি, 'একটা রুটি দ্যান বাবু'। কেউ আবার চাইছেন, একমুঠো শুকনো চিঁড়ে।

একরাতের মধ্যে গঙ্গার জল ঘরছাড়া করে দিয়েছে মানুষগুলোকে। বাচ্চা, বুড়ো সকলেই এখন বাঁধের পাড়ে ত্রিপল টাঙিয়ে কোনওমতে আশ্রয়ে। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে চব্বিশ দিন। উত্তর চণ্ডীপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, হিরানন্দপুর, অশোকনগর কলোনি, বড় কার্তিকটোলা, চম্পানগর, জুলাব্বিটোলা, রাহাতপুর, কাশিমপুরের মতো গ্রামগুলোতে হাহাকার থামেনি এতটুকু। ছোট্ট দ্বীপের মতো ভূতনিকে বাঁচাতে আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা এককাট্টা হলেও নজর পড়েনি কলকাতার 'বাবু'দের।

পড়বেই বা কী করে! সমস্ত ক্যামেরার ফ্ল্যাশের ঝলকানি যে এখন আরজি করে। সঞ্জয় রায়, সন্দীপ ঘোষ, অভীক দে, আরও কত কত চরিত্র। টিআরপি বাড়ানোর এই তো মোক্ষম সময়! তাই রিমোট ঘুরিয়েও কলকাতার কোনও চ্যানেলে বা 'প্যানেলে' পাওয়া যায় না ভূতনির চরের দুর্গতদের কথা। স্থানীয় মিডিয়া হইচই করছে বটে, কিন্তু তাতে কী-ই বা আসে যায়! কলকাতার বড় মাথারা যে বড় খবর না পেলে মাথা ঘামান না।

গঙ্গা দু'ভাগ করে দিয়েছে বাংলাকে। থুড়ি, তিনভাগ। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও গৌড়বঙ্গ। গৌড়ের একটা অংশকে উত্তরে ধরে নিলে দু'ভাগ। সেটাই বেশি চর্চায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলে তা স্পষ্ট হয়। আরজি করে চাপা পড়ে যাওয়া উত্তরের যন্ত্রণা তুলে ধরে তাই নতুন করে উঠে আসছে বঞ্চনার প্রসঙ্গ। ভুল তো কিছু নয়।

ঠিক যতদিন ধরে বন্যা পরিস্থিতি ভূতনিতে, প্রায় ততদিন ধরে বাংলার চর্চায় আরজি কর। এক তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে রাজপথে গোটা বাংলার মানুষ। বেরঙিন আন্দোলনে লাগছে লাল-গেরুয়ার হালকা ছোঁয়া। সকলের দাবি দুটো, এক- আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দ্রুত শাস্তি, দুই- বাংলায় নারীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ধর্ষণ এবং নিরাপত্তার দাবিতে যখন এমন আন্দোলন চলছে, তখন নিঃশব্দে দু'ডজনেরও বেশি ধর্ষণ,

এরপর আটের পাতায়

একনজরে

আরজি কর শুনানি স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় অসুস্থ, তাই শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানির নতুন দিন ঘোষণা করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বুধবার এক নোটিশে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শুনানি করবেন না। চিকিৎসক খুনের মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার শুনানি না হলে আদালতের তরফে নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

মহারাষ্ট্রেও অপরাজিতা চান পাওয়ার

আরজি কর ঘটনার রেশ ধরে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪ পাশ হয়েছে। এবার এরাজ্যের ধাঁচে ধর্ষণবিরোধী বিল আনার দাবি উঠল মহারাষ্ট্রে। এক সাক্ষাৎকারে এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ার বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।'

বিস্তারিত সাতের পাতায়

নারী নিরাপত্তা চেয়ে মায়ের সঙ্গে পথে সন্তানরাও। শিলিগুড়িতে বুধবার রাতে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

উমার আবাহনেও নারী নির্যাতনের কাহিনী

পুজোর গন্ধ এসেছে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : কালো মেঘ সরিয়ে 'ঘুমন্ত বুদ্ধ'র জেগে ওঠা। আকাশে পেঁজা তুলোর ভেলা। মায়ের আগমনীর সুর সর্বত্র। উমাকে বরণ করতে প্রস্তুতি চলছে বাংলাজুড়েই, আরজি কর আবহতেও। রাজপথের আন্দোলনের মাঝেও আড়ালে পরিকল্পনা চলছে পরস্পরকে টেক্কা দেওয়ার। লড়াইয়ের মাঠে নেমে পড়েছে বিগ বাজেটের পুজোগুলি। সরাসরি না বললেও একাধিক ক্লাবের থিমে উঠে আসতে চলেছে 'নারী কাহিনী'।

বর্তমানে নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে 'সভ্য সমাজের ভিন্ন রূপ' থিমের মাধ্যমে পুজোর সিদ্ধান্ত সূর্য শিখা সমিতির। যদিও অনেকদিন আগের থেকেই নারী নির্যাতনের ওপরেই এবছরের পুজোর থিম করবেন বলে ঠিক করেছিলেন উদ্যোক্তারা। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই থিম আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও এক প্রতিবাদী ভাষাও হয়ে উঠেছে বলে জানাচ্ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি চয়ন গঙ্গোপাধ্যায়। ৫০তম বর্ষে শিলিগুড়ির শিল্পীরাই তৈরি করছেন মণ্ডপ। নারী নির্যাতনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে কিশোর সংঘও। তাঁদের থিম 'নারী, কারণ সম্মান সর্বোপরি'। মেয়েদের জীবনের নানা লড়াইকে মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে বলে জানাচ্ছেন পুজো কমিটির সভাপতি দেবব্রত দাস।

'চাই না হতে উমা' বিশেষ এই থিমে পুজোর আয়োজন করেছে ক্ষণিক সংঘ। ক্লাব সম্পাদক বান্টি দত্তের কথায়, 'অনেক সময়ই দেখা যায় অর্থের লোভে কন্যাসন্তানদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এই বেদনাদায়ক বিষয়টিকেই আমরা

মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরব।'

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের ৪৩তম বর্ষে বিশেষ থিম 'পাথরের প্রাণ'। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বাজেটে ২০ টন পাথর দিয়ে তৈরি হবে মণ্ডপ। এছাড়া নানা মডেল সহ পরিবেশরক্ষার বার্তা দিয়ে মণ্ডপে ১০ থেকে ১২ ফুটের গাছ থাকবে।

ঘোগোমালি জনশ্রী ক্লাবের ৫৫তম বর্ষের বিশেষ থিম 'তাপাতঙ্ক'। ধূমপানের ভয়াবহতা, ক্ষতি ও সাধারণ মানুষকে নেশা থেকে বিরত থাকার বার্তা দিতে চাইছে ক্লাবটি। ক্লাবের সম্পাদক প্রসেনজিৎ পালের কথায়, 'তাপাতঙ্ক থিমের মাধ্যমে নতুন কিছু করতে চাই। সমাজে ধূমপানবিরোধী একটি বার্তা ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ।' তাক লাগিয়ে দিতে চাইছে কলেজপাড়া পুজো কমিটিও। এবছরের থিম 'লাল মাটির লালন কথা'। এই থিমের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রা, ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হবে।

প্রতিবছর নিজেদের মণ্ডপসজ্জা ও বিশেষ থিমের মাধ্যমে শহরবাসীর মন কাড়ে অরুণোদয় সংঘ।

এরপর আটের পাতায়

মাটিগাড়ায় ধর্ষণ-খুনে দোষী সাব্যস্ত

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : এক তিলোত্তমাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় বিচার চাইছে গোটা বাংলা। এরই মাঝে মাটিগাড়ার স্কুল পড়ুয়া নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় এক বছরের মাথায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ (১) অনীতা মেহরোত্রা মাথুর সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

আদালতের এই রায় শোনার পরই মণিকোঠা ভিজে ওঠে নির্যাতিতার মায়ের। চোখের জল মুছতে মুছতেই মেয়ের ধর্ষক ও খুনির মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন। বিচার পাওয়ায় চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বাবা ও অন্য পরিজনেরাও। সকলেই চাইছেন, 'ফাঁসি হোক আব্বাসের'।

নির্যাতিতার বাবা বলছেন, 'আমার মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে যে ওকে খুন করেছে, তার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই। বিচার ব্যবস্থার ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দোষীর মৃত্যুদণ্ড হলেই আমার মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে।'

এদিন রায় ঘোষণা হলেও আগামী শুক্রবার সাজা শোনাবেন বিচারক। আব্বাসকে যাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, আদালতে সেই আর্জি জানাবে রাজ্য সরকার।

গত বছর ২১ অগাস্ট সন্ধ্যায় নানা প্রলোভন দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে সাইকেলে চাপিয়ে মাটিগাড়ায় একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে আব্বাস। আদালতে প্রমাণিত হয়েছে, ধর্ষণের জেরেই মৃত্যু হয়েছে নাবালিকার। মেয়েটিকে যাতে কেউ চিনতে না পারে, তাই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য নৃশংসভাবে পাথর দিয়ে ছাত্রীর মুখ বারবার আঘাত করে থেঁতলে দিয়েছিল অভিযুক্ত। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ ঘটনাস্থলে রেখে সাইকেল চালিয়ে সেখান থেকে সে পালিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মাটিগাড়া থানার পুলিশ আব্বাসকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০২, ৩৬৩,

এরপর আটের পাতায়

রাজ্য অর্থ কমিশনের বরাদ্দ উত্তরবঙ্গে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৪ সেপ্টেম্বর : পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকা পেল উত্তরবঙ্গের আট জেলা। রাজ্যের তরফে সোমবার এই টাকা জেলাগুলোকে দেওয়া হল। সবমিলিয়ে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা পেয়েছে উত্তরের জেলাগুলো। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, টায়েড এবং আনটায়েড প্রকল্পে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ সকলেই আলাদাভাবে বরাদ্দ পেয়েছে। কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) সৌমেন দত্ত বলেন, 'জেলায় দ্রুত পঞ্চম অর্থ কমিশনের কাজ করা হবে। তার জন্য পরিকল্পনা করে আগে থেকে টেন্ডার বের করে রাখা হয়েছে। এখন অর্থবরাদ্দ করেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর যে নির্দেশ দিয়েছে, সেভাবেই কাজগুলো হবে।'

রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তরফে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ মিলে কোচবিহারের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৬১ টাকা। আলিপুরদুয়ার জেলার ক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৯ টাকা। জলপাইগুড়ি জেলা পেয়েছে ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৯০ টাকা। দার্জিলিং জেলা (জিটিএ বাদে) পেয়েছে ৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯১ টাকা। কালিম্পং জেলা ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৩৬ টাকা পেয়েছে। উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জন্য যথাক্রমে বরাদ্দ হয় ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৮৬ টাকা এবং ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২৭ টাকা। মালদা জেলা পেয়েছে ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৫ টাকা।

পঞ্চম অর্থ কমিশনের টাকা এখন সরাসরি কোনও কাজে খরচ না করার নিয়ম রয়েছে। সরকারি নির্দেশে দু'ভাগে বরাদ্দ টাকা খরচ করতে হয়। তার মধ্যে টায়েড গ্রান্টের টাকা দিয়ে নিয়ম অনুযায়ী পানীয় জলপ্রকল্প, বর্জ্য নিষ্কাশন এই ধরনের কাজ করা যাবে। যে কাজগুলো এলাকাবাসীর সবার কাজে লাগবে। কোনওপ্রকার ব্যক্তিগত উপভোক্তার কাজে টায়েড গ্রান্টের টাকা খরচ করা যাবে না, এমনটাই নির্দেশ রয়েছে। অন্যদিকে, আনটায়েড গ্রান্টের টাকায় রাস্তা, ভবন, কালভার্ট তৈরির কাজ করা যাবে। বর্তমানে সমস্ত জেলার গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এই প্রকল্পের বরাদ্দ সরাসরি পায়।

জেলার বরাদ্দ

কোচবিহার- ২৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার ৯৬১ টাকা
আলিপুরদুয়ার- ১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯১৯ টাকা
জলপাইগুড়ি- ২৪ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৯০ টাকা
দার্জিলিং (জিটিএ বাদে)- ৮ কোটি ১৯ লক্ষ ৪ হাজার ৩৯১ টাকা
কালিম্পং- ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৩৬ টাকা
উত্তর দিনাজপুর- ৩০ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৮৬ টাকা
দক্ষিণ দিনাজপুর- ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৬২৭ টাকা
মালদা- ৪৩ কোটি ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৫ টাকা

শরতের আকাশ।। আগমনীর বার্তা। ফালাকাটায় মোস্তাক মোরশেদ হোসেনের তোলা ছবি।

রাধার চড়চাপড়ে ভাগল চিতাবাঘ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার বেলা তখন দেড়টা। পাতা তুলতে ব্যস্ত ডুয়ার্সের বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগানের রাধা নাগ। হঠাৎ কানের পাশে গর্জন। কিছু বোঝার আগেই রাধার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বুনো। আকস্মিক ধাক্কায় চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন ৫৫ বছর বয়সি ওই চা শ্রমিক। নাকে এল বোঁটকা গন্ধ। রাধা বুঝে গেলেন, চিতাবাঘ হামলা করেছে। না লড়লে মৃত্যু নিশ্চিত। হাতের কাছে হাঁসুয়াটাও নেই। এদিকে বুনো তখন রাধার গলায় কামড় বসানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মরিয়া হয়ে রাধা দু'হাত দিয়ে চড়চাপড় মারতে লাগলেন চিতাবাঘটার মুখে। হয়তো নাকে কিংবা চোখে লেগেছিল। তাই হটে গিয়ে এক লাফ দিল চিতাবাঘটা।

ততক্ষণে রাধার চিৎকারে ছুটে আসতে শুরু করেছেন সতী মাহালি সহ অন্য চা শ্রমিকরা। কাছেপিঠেই কাজ করছিলেন তাঁরা। বিপদ বুঝে এবার ওঁদের ওপরও ঝাঁপায় চিতাবাঘটা। জখম হয়েছেন সতী এবং আরও একজন মহিলা শ্রমিক। ওদিকে রাধা তখন মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। হাত, মাথা ক্ষতবিক্ষত। চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনজুড়ে আতঙ্ক। রাধাকে নিয়ে বীরপাড়া হাসপাতালে ছুটলেন কয়েকজন। অন্য দুজনকে নিয়ে যাওয়া হল চা বাগানের হাসপাতালে।

গুদাম লাইনের বাসিন্দা রাধার স্বামী শংকর নাগ ওই চা বাগানেই সর্দারি পদে কর্মরত। খবর পেয়ে তিনিও ছোটেন বীরপাড়া হাসপাতালে। হাসপাতালে রাধা বলছিলেন, 'কিছু না পেয়ে খালি হাতেই লড়াই করি।' তাঁর ছেলে রুস্তম বলেন, 'কয়েক বছর আগে গ্যান্দ্রাপাড়ায় চিতাবাঘের হামলা হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন ধরে কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। তবে মাঝে মাঝে চিতাবাঘ দেখা যায় এলাকায়। বুধবারের ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত।'

গ্যান্দ্রাপাড়া, তোতাপাড়া, লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানগুলি কাছাকাছি অবস্থিত। এবছরেরই ৫ জুলাই তোতাপাড়া চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে আট বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়। ১০ মে লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে দুটি পৃথক জায়গায় চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন দুজন। ১১ মে ওই চা বাগানের চারটি পৃথক এলাকায় চিতাবাঘ দেখা যায়। আবার সেদিনই মোরাঘাট চা বাগানে চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন এক মহিলা চা শ্রমিক। স্থানীয়দের সন্দেহ, এলাকায় বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে। একটি চা বাগান থেকে আরেকটি চা বাগানে যাতায়াত করছে। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার ধ্রুবজ্যোতি বিশ্বাস ফোন রিসিভ না করায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

চিতাবাঘের আক্রমণে আহত গ্যান্দ্রাপাড়ার রাধা নাগ। -সংবাদচিত্র

নেপালের চায়ের ব্যবসা ঠেকাতে চিঠি ডিজিএফটির

নাগরাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : নেপাল চায়ের দাপটে দার্জিলিং চায়ের কোণঠাসা হয়ে পড়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের বাগিচা শাখাকে (প্ল্যান্টেশন ডিভিশন) চিঠি দিল ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড। বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টি বাণিজ্যমন্ত্রকেরই আওতাধীন এই শাখাটি দেখভাল করে। গত সোমবার ওই ডিরেক্টরেটের উপ মহানির্দেশক সঞ্জয়কুমার তিওয়ারি প্রেরক হিসাবে বাণিজ্যমন্ত্রকের বাগিচা শাখাকে এই চিঠি পাঠান।

এই চিঠিতে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তা ছেত্রীর ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেডকে বলেছেন, বর্তমানে নেপাল থেকে চা রপ্তানির যে নীতি রয়েছে সেটি জনস্বার্থের পরিপন্থী। এটির দ্রুত পর্যালোচনা জরুরি। আট পাতার ওই চিঠিতে দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের এই পরিস্থিতির পেছনে আরও কিছু কারণ চিহ্নিত করে সে ব্যাপারেও কেন্দ্রের পদক্ষেপ দাবি করেন।

হিল তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদে থাকা শান্তা তাঁর পাঠানো চিঠিতে কেন্দ্রকে জানিয়েছেন, ভারত থেকে নেপালে রপ্তানি হওয়া চায়ে সেদেশের সরকার ৪০ শতাংশ কর আরোপ করে। এতে সেখানকার চা শিল্প রক্ষা পাচ্ছে। অন্যদিকে, নেপালের যে চা ভারতে আসছে তার ওপর এদেশে কোনও রপ্তানি কর নেই। ফলে একই ধরনের ভৌগোলিক পরিবেশে উৎপাদিত নেপাল সস্তার চায়ের দাপটে দার্জিলিং চা শিল্পের পরিস্থিতি দিনকে দিন আশঙ্কাজনক হয়ে উঠছে।

আজ টিভিতে

মালা বদলে জন্মাষ্টমী জমজমাট।
সোম থেকে শুক্র রাত ১০.১৫ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সন্ত্রাস, বিকেল ৪.০০ হামি, সন্ধ্যা ৬.৫০ হামি ২, রাত ৯.৫০ ম্যাডাম গীতারানি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধিলিপি, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ বাদশা - দ্য কিং, সন্ধ্যা ৭.০০ মহাগুরু, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ চিতা, দুপুর ১.৫৫ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৪.৫০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, সন্ধ্যা ৭.৫০ আপন আমার আপন, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এবং তুমি আর আমি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজসাহেব

মহাগুরু সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

থাপ্পড় রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

হামি বিকেল ৪টায় **জলসা মুভিজে**

মন্দাকিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলেও তাকে মেনে নিতে পারেনি অনাথ। **বউচুরি** – সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **আকাশ আটে**

Abridge copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide *eNIT No*- 05/APD/WBSRDA/POSTDLPMAINTENANCE/2024-25.

Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ALIPURDUAR DIVISION

INVITING TENDER
MALDA KRISHI VIGYAN KENDRA
UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
RATUA, MALDA- 732205
Sealed quotations are invited for supply of PP chemicals vide Ref- Tender notification Dated : 05/09/2024
For details please visit website : **https://www.maldakvk.ubkv.ac.in/notification.html**
SR. SCIENTIST & HEAD
MALDA KVK

বিজ্ঞপ্তি
জলপাইগুড়ি পৌরসভা
এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১২.০৯.২০২৪ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার কাজ চলবে। এই উপলক্ষ্যে নিম্নের সারণি অনুযায়ী স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এর আয়োজন করা হয়েছে :

তারিখ	স্থান	সময়
০৫.০৯.২৪ হইতে ১২.০৯.২৪	প্রয়াস হল, জলপাইগুড়ি পৌরসভা	সকাল ১১.০০ হইতে দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত

বিশদে জানবার জন্য জলপাইগুড়ি পৌরসভায় যোগাযোগ করুন।
তাং ২৭/০৮/২০২৪
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
জলপাইগুড়ি পৌরসভা

Office of the Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block
Tufanganj, Cooch Behar
NOTICE INVITING TENDER
E-tender are invited vide this office Memo No. 2940, Dated 03.09.2024 NIT No. 6(BDO)/2024-25. Last date of Bid Submission are 10.09.2024 Intending tenderers may contact this office for details.
Sd/-
Block Development Officer
Tufanganj-I Dev Block

উৎসবের মরশুম ২০২৪-এ রেল সেবার সম্প্রসারণ

যাত্রীগণের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার অর্থে, **পূজা/ দীপাবলি/ ছট উৎসব-২০২৪-এর** সময়ে বিদ্যমান সেবার দিন, সময়সূচী, স্টপেজ, গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহিত নিম্নলিখিত বিশেষ রেলসমূহ (টিওডি) বাহাল রাখার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:-

ক্রমঃ সংখ্যা	রেল নং.	থেকে	পর্যন্ত	চলাচলের দিন	সম্প্রসারণের সময়সীমা থেকে	সম্প্রসারণের সময়সীমা পর্যন্ত	ট্রিপস
১	০৫৬৩৬	গুয়াহাটি	শ্রী গঙ্গানগর	বুধবার	০২-১০-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	০৯
	০৫৬৩৫	শ্রী গঙ্গানগর	গুয়াহাটি	রবিবার	০৬-১০-২০২৪	০১-১২-২০২৪	০৯
২	০২৫২৫	কামাখ্যা	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	শুক্রবার	১৩-০৯-২০২৪	২৯-১১-২০২৪	১২
	০২৫২৬	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	কামাখ্যা	রবিবার	১৫-০৯-২০২৪	০১-১২-২০২৪	১২
৩	০৫৬৭১	গুয়াহাটি	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	বুধবার	১১-০৯-২০২৪	২৭-১১-২০২৪	১২
	০৫৬৭২	আনন্দবিহার টার্মিন্যাল	গুয়াহাটি	শুক্রবার	১৩-০৯-২০২৪	২৯-১১-২০২৪	১২
৪	০৫৭৩৪	কাটিহার	অমৃতসর	বৃহস্পতিবার	১৯-০৯-২০২৪	২৮-১১-২০২৪	১১
	০৫৭৩৩	অমৃতসর	কাটিহার	শনিবার	২১-০৯-২০২৪	৩০-১১-২০২৪	১১

মহাপ্রবন্ধক (অপারেশন)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DHUPGURI MUNICIPALITY
CORRIGENDUM
TIME EXTENTION

NIT. No.	Tender ID
8	2024_MAD_731329_1

Bid submission End Date- 10/09/2024 at 5.00 P.M. instead of 02/09/2024 at 5.00 P.M.
Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

DHUPGURI MUNICIPALITY
EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
EOI are invited by the Chairperson, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for UPHS& UHWC under Dhupguri Municipality.

NIT. No.	Tender ID
1	2024_MAD_744306_1
2	2024_MAD_744501_1

Bid submission End Dt. 13.09.2024 at 17hrs.
Sd/-
Chairperson
BOA, Dhupguri Municipality

মালিগাঁওয়ে নবনির্মিত জিএম/কন জি+৫ প্রশাসনিক ভবনে কর্মী নিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিং
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/এমএলজি-১/ আগস্ট/ ২০২৪-২৫/০২, তারিখঃ ৩১-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এমএলজি-১-রক্ষণাবেক্ষণ-২৪-০২। কাজের নামঃ মালিগাঁওয়ে এন. এফ. রেলওয়ের (নির্মাণ সংস্থা) নবনির্মিত জিএম/কন জি+৫ প্রশাসনিক ভবনে দুই বছরের জন্য কর্মী নিয়োগ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাউসকিপিং। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৩৮,৫৪,৬৪৩.৪৭ টাকা। **বায়নার মূল্য :** ২,৬৯,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-০৯-২০২৪ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ২১-০৯-২০২৪ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টায়। ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।
ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-I, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ম্যানুয়াল টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি- ০২, তারিখ ০৩.০৯.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নথি অনুযায়ী প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদার যাঁদের অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে সিল করা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-আরএফপি-০২। কাজের নাম :** নেট মিটারিং সুবিধা সহ টার্নকী ভিত্তিতে এসএসই/ই/জি/ভাগলপুরের আওতাধীনে ভাগলপুরে - ৫০০ কেডব্লুপি এবং সুলতানগঞ্জে - ১০০ কেডব্লুপি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উন্নয়ন মন্ডেল-এর অধীনে অন গ্রিড রুফটপ/শেড টপ/রেলওয়ে খালি জমিতে ৬০০ কেডব্লুপি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। **বায়না অর্থ :** ৬,৪০,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার দাখিল এবং টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** দাখিল - ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা পর্যন্ত। খোলা হবে - ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা। **টেন্ডার বাক্স :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)-এ ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ০৪.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত টেন্ডার বাক্স রাখা থাকবে। **ওয়েবসাইট বিবরণ যেখানে টেন্ডার দেখা যাবে ও যেখান থেকে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে : ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in** কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে অর্থাৎ ধর্মঘট, বন্ধ, ছুটির দিন পড়লে টেন্ডার নথি জমা দেবার কাজ এবং টেন্ডার খোলার কাজ পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। MLD-89/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

হারানো/প্রাপ্তি

আমার ফার্মাসিস্ট রেজিস্ট্রেশন নং D38564 হারিয়ে গিয়েছে। যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন অনুগ্রহন পূর্বক জানিয়ে বাধিত করিবেন। মোবাইল-9476380507 গৌরলাল চন্দ, গঙ্গারামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর। M-9564770321. (M-109592)

I Narayan Roy residing at Mathabhanga Pin : 736146 within the limits of Shikarpur Gram Panchayat, Dist. Coochbehar, West Bengal lost two of deeds of mine being number 1030/2016, 4396/2016 which was registered at the office of ADSR Mathabhanga. If any one finds those deeds kindly contact 8250777062. (C/112320)

ভর্তি

শিলিগুড়ি চা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (Siliguri Tea Training Institute) শিবমন্দির, NBU-এর কাছে। চা ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। সময়কাল - 6 মাস, কোর্স ফি - 50000 টাকা (5টি ইনস্টলমেন্টে), চা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট কোর্স। সময়কাল 4 মাস, কোর্স ফি - 40000 টাকা (4টি ইনস্টলমেন্টে)। ফোন : 8372059506 / 9800050770. (ডাঃ এস ই কবির)। (M/M)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

৫-৮ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি
৯.৯ হলদিবাড়ী
১০.৯ ময়নাগুড়ি
১২/১৩ আলিপুরদুয়ার
১৫.৯ মালবাজার
১৮/১৯ শিলিগুড়ি
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পথপ্রদর্শক
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

কর্মখালি

কাজের খবর - পার্ট / ফুলটাইম সম্মানজনক কাজে M/F চাই। কোলঃ/শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। ডাঃ সাহা - 8777658738. (K)

বাসন ধোয়ার মাজার জন্য লোক চাই। বেতন - ৮০০০/-, থাকা-খাওয়া ফ্রি। ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 8391068933. (C/112287)

ডোনেশন ছাড়া প্রাইভেট কোম্পানির জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে। থাকা ফ্রি, বেতন 12,000/- + (PF+ESI). M : 8653710700. (C/112286)

অ্যাফিডেভিট

I Sabita Ghosh W/o. Akhil Ghosh has changed my name Alpana Ghosh to Sabita vide affidavit dated. 14-08-2024 before Notary Mantosh Deb. (C/112323)

আমি ভিক্টোরিয়া ওরাওঁ, স্বামী আকাশ ওরাওঁ, গ্রাম উমাচরণপুর, থানা ফালাকাটা, জেলা আলিপুরদুয়ারের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার জমির খতিয়ানে ভিক্টোরিয়া বারা লেখা আছে। আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভিক্টোরিয়া ওরাওঁ ও ভিক্টোরিয়া বারা এক ও অদ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/112324)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮১৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮১৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে সেপ্টেম্বর/২০২৪-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছেঃ

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	সেপ্টেম্বর/২০২৪	জিএসডিপিএনএ২২এন২৩০৮৪	২৪-০৯-২০২৪/১০:৩০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?
আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?
আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে
jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬
আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যার সুরাহা হতে পারে। সন্তানের পড়াশোনায় উন্নতি দেখে স্বস্তি। বৃষ : বন্ধুর সহায়তায় কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। সংসারের আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব বাড়বে। পরোপকারে অর্থব্যয় করে সমাজে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। আকাশপথে ভ্রমণ না করলেই ভালো হয়। কর্কট : ব্যবসায়ীরা আজ বকেয়া ফেরত পেতে নাকাল হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে মানসিক চাপ বাড়বে। সিংহ : কারও মিষ্টি ব্যবহারে প্রচুর টাকা খোয়াতে পারেন। পাহাড় বা সমুদ্রতীরে সপরিবারে ভ্রমণের পরিকল্পনা। কন্যা : অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। সংসারে সামান্য কারণে অশান্তি। তুলা : আজ মাথা ঠান্ডা রেখে ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। ফাটকা, শেয়ারে আজ বিনিয়োগ না করাই ভালো। বৃশ্চিক : একাধিক উপায়ে আজ প্রচুর টাকা উপার্জনের সম্ভাবনা। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ধনু : কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনা প্রশংসিত হবে। ব্যবসার কারণে এ সপ্তাহে একাধিকবার বাইরে যেতে হতে পারে। মকর : সম্পত্তি বিষয়ক আলোচনায় সুফল মিলতে পারে। সমাজসেবামূলক কাজে যোগদান করে শান্তি। কুম্ভ : বাড়িতে কোনও গুরুজনের চিকিৎসার ব্যয় বাড়বে। অপরিচিত ব্যক্তির সাহায্য না নেওয়াই ভালো। মীন : আজ পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়ি সংস্কারে প্রচুর টাকা ব্যয় হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৪ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৯ ভাদ, সংবৎ ২ ভাদ্রপদ সুদি, ১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩ অঃ ৫।৫০। বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়া দিবা ১০।১৪। উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্র প্রাতঃ ৫।৪০। শুভযোগ রাত্রি ৯।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১০।১৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২০ গতে গরকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে – ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে একপাদদোষ, দিবা ১০।১৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, দিবা ১০।১৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ২।৪৩ গতে ৫।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৩৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১০।১৪ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৩ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সীমান্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নাপ্রাশন নববস্ত্রপরিধারন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়-বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ, দিবা ১০।১৪ মধ্যে পুংসবন, প্রাতঃ ৫।৪০ গতে দিবা ২।৪৩ মধ্যে। কুমারীনাসিকা-বেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার সপিণ্ডন। শিক্ষক দিবস। সংস্কৃত দিবস। মাদার টেরেজার প্রয়াণ দিবস। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার নেত্রী

পুলিশকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার অভিযোগে বুধবার হুগলির চুঁচুড়া থেকে পম্পা অধিকারী নামে এক বিজেপি নেত্রীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

স্ত্রীকে চাকরি

হরিয়ানায় কাজে গিয়ে গণপিটুনির বলি হয়েছিলেন এই রাজ্যের বাসিন্দা সাবির মল্লিক। বুধবার তাঁর স্ত্রীকে নবান্নে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সহায়ক পদে নিয়োগপত্র দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

উড়ালপুলে দুর্ঘটনা

বুধবার ভোরে মা উড়ালপুলে দ্রুতগতিতে যাওয়া একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা মারে। বাইক-আরোহী উড়ালপুল থেকে প্রায় ১৫০ ফুট নীচে ছিটকে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ফুট ওভারব্রিজ

বাসিন্দাদের দাবি মেনে শীঘ্রই ডানলপে ফুট ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শুরু হবে। স্থানীয় বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পূর্ত দপ্তর থেকে সবুজসংকেত মিলেছে।

সেজে উঠছেন গণেশ। কলকাতার কুমোরটুলিতে। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রধান বিচারপতি অসুস্থ, হতাশ জনতা

আরজি কর শুনানি স্থগিত সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। সূত্রের খবর, প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় অসুস্থ, তাই শীর্ষ আদালতে আরজি কর মামলার শুনানির নতুন দিন ঘোষণা করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ডেপুটি রেজিস্ট্রার বুধবার এক নোটিশে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি শুনানি করবেন না।

সূত্রটির দাবি, প্রধান বিচারপতি মঙ্গলবার এবং বুধবার সুপ্রিম কোর্টে আসেননি। অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবারও তাঁর আদালতে আসার সম্ভাবনা কম। নোটিশে অবশ্য প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতির কারণ উল্লেখ করা হয়নি। পর্যবেক্ষকদের বক্তব্য, বিচারবিভাগীয় প্রথা অনুযায়ী আদালতের তরফে জারি করা নোটিশে প্রধান বিচারপতি সহ কোনও বিচারপতির অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে মন্তব্য করা হয় না।

আরজি কর-এ চিকিৎসক খুনের মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার শুনানি না হলে আদালতের তরফে নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় স্বাভাবিকভাবে

কিছুটা হতাশ ন্যায়বিচার চেয়ে পথে নামা জনতা। বুধবার সন্ধ্যা থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় মিছিল করেছেন প্রতিবাদীরা।

আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে প্রথম রাতদখল কর্মসূচির দিনেই সরব হয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। বৃহস্পতিবারও আলোর পথে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে রাজধানীর রাস্তায় মোমবাতি নিয়ে পথে নেমেছেন তিনি ।

দিল্লিতে তাঁর সরকারি বাসভবনের সামনে মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'অনেক সময় বিচারপতির অনুপস্থিতিতে মামলার শুনানিতে দেরি হয়। কিন্তু আমাদের ভরসা রাখতে হবে বিচারব্যবস্থার প্রতি। আরও যদি একটা- দুটো দিন অপেক্ষা করতে হয় তাই করব।' চিকিৎসক কুণাল সরকার বলেন, 'কাল শুনানি না হওয়া দুভার্গ্যজনক।' আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এটা আগে থেকে জানানো উচিত ছিল। বেঞ্চ না বসার কথা এখন জানতে পারছি। এতে আমাদের সময় ও টাকা দুটোই নষ্ট হল।'

রায়কে চ্যালেঞ্জ সন্দীপের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর সংক্রান্ত মামলার শুনানি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আরজি কর-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ ধৃত সন্দীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, তাঁর মামলা গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন সন্দীপ। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এখন সেই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন সন্দীপ। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। শুক্রবার তাঁর মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

সুপ্রিম কোর্টে তাঁর আবেদন, সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আগে তাঁর বক্তব্য শোনা হয়নি। এমনকি নির্যাতিতার মৃত্যুর সঙ্গে অযথা দুর্নীতির অভিযোগ জড়ানো হয়েছে। হাইকোর্ট সেই মর্মে কিছু মন্তব্য রেখেছে, তা প্রত্যাহার করার আর্জি জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, চারটি মামলা শুনানির তালিকায় রাখা হয়নি। তবে এর মধ্যে আরজি কর সংক্রান্ত মামলাটি নেই। তাই ভার্চুয়ালি এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা এড়ানো যায় না।

সন্দীপের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবিতে রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল থেকে একের পর এক ইস্তফা দিচ্ছেন সদস্যরা। তাঁদের দাবি, আরজি কর কাণ্ডে নাম জড়ানো চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে। কাউন্সিলের ভাবমূর্তি বজায় রাখতে হবে। এই আবহে বৃহস্পতি ও শুক্রবার কাউন্সিলের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তার কারণ এবং পরবর্তী বৈঠকের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

এদিকে, এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে কুণালের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগ এনেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্ট। ফ্রন্টের তরফে চিকিৎসক কিঞ্জল নন্দ জানান, যে ছবি পোস্ট করে কুণাল দাবি করেন, আন্দোলনকারীদের তরফে লালবাজার অভিযান নিয়ে মধ্যস্থতার জন্য তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছিল তা অপপ্রচার। চিকিৎসকদের তরফে কুণালের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই করা হয়নি।

কলকাতায় নয়া মার্কিন কনসাল জেনারেল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় নতুন মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসাবে যোগ দিলেন ক্যাথি জাইলস-ডিয়াজ। তিনি মেলিন্ডা পাভেকের স্থলাভিষিক্ত হলেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ সাতটি রাজ্যের দায়িত্বভার সামলাবেন তিনি। এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যও রয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলেসলি কলেজ থেকে বায়োলজি ও জাপানিজ স্টাডিজ নিয়ে স্নাতক। তারপর স্নাতকোত্তর করেন ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিষয় ছিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। কর্মজীবনের শুরুতে পেশা হিসাবে বেছে নেন সাংবাদিকতাকে। পরবর্তী সময়ে যোগ দেন মার্কিন বিদেশ দপ্তরে। সেই সূত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। এদেশে আসার আগে ন্যাটোয় ইউ-এস মিশনে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইসার ছিলেন। দায়িত্ব নিয়ে ক্যাথি বলেন, 'পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে আরও মজবুত করাই আমার লক্ষ্য।'

বদলি বিরূপাক্ষ

বর্ধমান, ৪ সেপ্টেম্বর : একবছর আগে দেওয়া ছিল বদলির নির্দেশ। তবুও বদলি না নিয়ে বহাল তবিয়তেই বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। এমনকি জুনিয়ার ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া থেকে শুরু করে 'থ্রেট কালচার' সবেরই ডন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের পরেই এ নিয়ে মুখ খোলা থেকে শুরু করে আন্দোলনে নামেন বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পড়ুয়া ডাক্তাররা। তাঁদের আন্দোলনের জেরেই শেষ পর্যন্ত ডাঃ অভীক দে'র বর্ধমান হাসপাতালে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। আর এবার বিরূপাক্ষর দৌরাত্ম্যমুক্ত হল বর্ধমান হাসপাতাল। তাঁকে কাকদ্বীপ এবং ডায়মন্ডহারবারে কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

সুখেন্দুশেখরের অধিকার দাবি

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। দলের লাইন অমান্য করে আরজি কর কাণ্ডে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইকে অনুরোধও করেছিলেন তিনি। মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচিকে তিনি সরাসরি সমর্থন করেছিলেন। ফের বুধবার মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচি রয়েছে। তার আগেই মানুষের সাংবিধানিক অধিকার দখলের কথা বললেন তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান সাংসদ। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'রাতের দখল নেওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদে থাকা নাগরিকদের সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারও চাই।'

তৃণমূল সাংসদের এই পোস্টে অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। মেয়েদের রাতদখল কর্মসূচিকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি এইভাবে দলের লাইন অমান্য করেননি। দলীয় রাজনীতিতে অভিষেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত সুখেন্দুশেখর। সেক্ষেত্রে সুখেন্দুশেখরের এই মন্তব্যে অভিষেকের কোনও 'প্রশ্রয়' রয়েছে কিনা, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। কিন্তু বারবার দলের লাইনের বাইরে কথা বললেও সুখেন্দুশেখর রায়ের বিরুদ্ধে দল কোনও পদক্ষেপ করেনি।

কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে হেপাজতে নিয়ে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত বলে সুখেন্দুশেখর তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করার পরই তাঁকে নোটিশ পাঠায় লালবাজার। যদিও তিনি লালবাজারে হাজির হননি। নিজের ভুল স্বীকার করে তিনি সমাজমাধ্যমের ওই পোস্ট মুছে দেন। কিন্তু তারপরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কার্টুন পোস্ট করেছিলেন সুখেন্দুশেখর। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময় বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আরকে লক্ষ্মণের একটি কার্টুন তিনি পোস্ট করেছিলেন। ওই কার্টুনের ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'এটা ঠিক যে, আপনি গুজব ছড়াচ্ছিলেন না। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি সঠিক তথ্য ছড়াচ্ছিলেন।' ওই কার্টুনের সঙ্গেই একটা অট্টহাসির ইমোজিও তিনি পোস্ট করেছিলেন। এরপরই তাঁর এদিনের এই পোস্ট যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'এই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। দলের পক্ষ থেকে কিছু বলার হলে দল তা জানিয়ে দেবে। তবে আন্দোলনকারীদের পাশে আমরাও রয়েছি। দোষীদের দ্রুত কঠোরতম শাস্তির দাবিতে আমাদের আন্দোলনও চলছে। রাজ্যে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবারই বিধানসভায় বিল পাশ হয়েছে। তাই এই নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই।'

বিনীতকে সরানোর দাবি

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী অমৃতা পান্ডে। তাঁর অভিযোগ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে সংবাদমাধ্যমে মৃত চিকিৎসকের নাম প্রকাশ করেছেন কমিশনার। তাই তাঁকে পদ থেকে সরানো হোক। কিন্তু এখনই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করবেন না বলে জানান প্রধান বিচারপতি।

লাভলির বিরুদ্ধে মামলা

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। কিন্তু তাঁদের আন্দোলনকে অসম্মানের অভিযোগে বিপাকে পড়লেন সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক লাভলি মৈত্র। কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ও আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের সিঙ্গল বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুক্রবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

রক্ষাকবচ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষের বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। নবান্ন অভিযানে অশান্তির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। বুধবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে ভাস্করকে রক্ষাকবচ দেওয়া হয়।

যথেচ্ছ লালবাতি নয়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : দলের মন্ত্রী বা পদাধিকারীদের অযথা লালবাতি গাড়ি ব্যবহার করা নিয়ে বারবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেও বিভিন্ন বিধায়ক, মেয়র বা চেয়ারম্যানরা যেভাবে লাল বা নীলবাতি গাড়ি ব্যবহার করছেন, তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন পরিবহণ দপ্তরকে। বুধবারই পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা পরিবহণ আধিকারিক ও পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'কারা কারা লালবাতি বা নীলবাতি ব্যবহার করতে পারবেন, তার নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। তার বাইরে কেউ লালবাতি বা নীলবাতি ব্যবহার করলে আইন অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ করা যায়। অনেকক্ষেত্রে ফ্ল্যাশার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু কারা ফ্ল্যাশার ব্যবহার করতে পারবেন, সেটাও নির্দিষ্ট করা রয়েছে।

রাত দখল হয়ে দাঁড়াল পথ দখল

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ১৪ অগাস্টের পর দ্বিতীয়বার কলকাতা থেকে কোচবিহার আবার রাতদখলের সাক্ষী থাকল। রাতদখলের কর্মসূচি ছাড়াও দিকে দিকে মানববন্ধন ও মোমবাতি-প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করলেন সাধারণ মানুষ। রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাড়ির আলো নিভিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ জানানো হয়। আরজি করের সামনে জড়ো হয়েও একঘণ্টা প্রদীপ ও মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ করা হয়। এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত রাস্তায় নামছে নাগরিকসমাজ। এদিন সন্ধ্যা গড়াতেই রাজপথে নেমে বিচারের দাবি তোলেন মানুষ। যদিও এদিনের কর্মসূচির ফলে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসফেরত ও পথচলতি মানুষজন। দিকে দিকে রাস্তায় বসে, কোথাও মাইক বাজিয়ে বা গান করে বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন।

কলকাতার একাধিক স্থানে তিলোত্তমার বিচারের দাবি করা হয়। হাতে মোমবাতি নিয়ে ফের পথে নামেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। নজিরবিহীনভাবে এদিন তাঁর চোখে জল ছিল। এই ঘটনা শাসকদলকে যে আরও অস্বস্তিতে ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও বালুরঘাট, শিলিগুড়ির গান্ধিমূর্তির পাদদেশ, মালদা কলেজ স্ট্রিট, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস, যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ড,

ন্যায়বিচারের দাবিতে ফের রাস্তায়। বুধবার গড়িয়াহাটে। -আবির চৌধুরী

বিশ্ব বাংলা গেট, সিঁথির মোড়, বারাসত ডাকবাংলো মোড়, লর্ডসের মোড়, লেক গার্ডেন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট ক্রসিং, সল্টলেক করুণাময়ী, বেহালা শখেরবাজার, রুবি মোড়, হাওড়া মন্দিরতলা, পর্ণশ্রী, বেকারি মোড়, বেহালা কদমতলা, গড়িয়া মোড়, সোনারপুর, হরিনাভি মোড়, শ্যামবাজার, লেকটাউন ঘড়ির মোড়, রাসবিহারী, দমদম, নাগেরবাজার, গার্ডেনরিচ, ফুলবাগান মোড়, ভাঙড়, হাজরা মোড় সহ সমগ্র রাজ্যজুড়ে রাতদখলে নামেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যের বাইরে দিল্লিতে মান্ডি হাউস থেকে সুপ্রিম কোর্ট, বিহারের আরারিয়া, হায়দরাবাদের আম্বেদকর স্ট্যাচু, এলাহাবাদের সুভাষ চৌরাহায়, মুম্বইয়ের দাদর ইস্ট সহ একাধিক জায়গায় রাতদখলে নামেন মানুষ। তবে সুপ্রিম কোর্টে বৃহস্পতিবার আরজি কর মামলার শুনানি হচ্ছে না। এদিন রাতদখল কর্মসূচিতে যোগ দিতে রওনা হওয়ার আগে এই খবর পেয়ে আশাহত হয় নির্যাতিতার পরিবার। নির্যাতিতার কাকিমা বলেন, 'বৃহস্পতিবার সিবিআই তদন্তের রিপোর্ট জমা দিত। কিন্তু শুনানি হচ্ছে না। ফলে আমরা আশাহত।' কলকাতা হাইকোর্ট ও ব্যাংকশাল আদালতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন আইনজীবীরা। হাইকোর্টের কর্মসূচিতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাজির ছিলেন সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য। হাওড়া, হুগলিতে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু নাগরিক সমাজ নয়, রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিবাদে নামে। কংগ্রেসের তরফে সিবিআই দপ্তর অভিযান করা হয়। বিজেপির একাধিক কর্মসূচি চলছে। বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের কর্মসূচি পালন করা হয়। নানা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। কারণ, ১৪ অগাস্টে রাতদখলের দিন আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়।

পাঠকের লেন্সে

8597258697
picforubs@gmail.com

জীবনযাত্রা।। ভূতনি ব্রিজ থেকে ছবিটি তুলেছেন মালদার সুপ্রিয় সাধুখাঁ।

২৬ লক্ষ টাকার সাইবার প্রতারণা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : চারদিনে পৃথক তিনটি অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে সবমিলিয়ে ২৬ লক্ষ টাকার বেশি সাইবার প্রতারণা হয়েছে শহরে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতারণার আলাদা আলাদা ধরন নজরে পড়েছে। কোথাও ওয়েবসাইটে রিভিউ দিয়ে মুনাফা পাওয়ার অছিলায় প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন শহরের বাসিন্দা। কোথাও আবার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের নাম করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢুকে প্রতারণার শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যেই আবার ভুয়ো মুম্বই পুলিশের নামে আসা ফোনে কথার জালে জড়িয়ে লক্ষাধিক টাকা খোয়ানোরও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সমস্ত ঘটনারই তদন্ত চলছে বলে সাইবার ক্রাইম তদন্তকারীদের তরফে জানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে বার্তা দেওয়া হয়েছে সচেতন থাকার।

চলতি মাসের ৩ তারিখ সাইবার ক্রাইম থানায় এক মহিলা অভিযোগ দায়ের করেছেন। তিনি জানান, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি একটি সাইবারচক্রের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে তাঁকে বলা হয় বিভিন্ন সাইটে গিয়ে রিভিউ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ট্যাক্স সিস্টেম রয়েছে। প্রথমদিকে ১,০০০ টাকা জমা দিয়ে একটি ট্যাক্স সিস্টেমে ঢোকেন ওই মহিলা। সেখানে ৪টি প্রিপেড ট্যাক্স ছিল ও ১৬টি ট্যাক্স রিভিউ। সেক্ষেত্রে রিটার্ন হিসেবে ওই মহিলা ১,৩০০ টাকা পান। এরপরই শুরু হয়, আসল ফাঁদে ফেলার খেলা। স্ট্রাকচার হিসেবে প্রথমে ওই মহিলা ৩,০০০ টাকা জমা দেন। তারপর ২০,০০০ টাকা ও তৃতীয় পর্যায়ে ৬৫,০০০ টাকা জমা দেন। যদিও এরপরই ওই মহিলা বুঝে যান, তিনি প্রতারণার ফাঁদে পড়েছেন। ওই ট্যাক্স থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলে তাঁর কাছ থেকে ২২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। শেষমেশ ২ লক্ষ টাকা দিয়ে কোনওভাবে ওই প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসেন ওই মহিলা। প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সবমিলিয়ে ২,৮৮,০০০ টাকা খোয়া যায় তাঁর।

কী ঘটেছে

- চারদিনে পৃথক তিনটি ঘটনায় সবমিলিয়ে ২৬ লক্ষ টাকার বেশি সাইবার প্রতারণা হয়েছে শহরে
- কোথাও ওয়েবসাইটে রিভিউ দিয়ে মুনাফা পাওয়ার অছিলায় প্রতারণার ফাঁদ পাতা হয়
- কোথাও আবার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের নামে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢুকে প্রতারণার শিকার
- প্রত্যেকটি ঘটনায় সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে

ওই দিনই সাইবার ক্রাইম থানায় আরও একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেখানে প্রতারণায় পড়া ব্যক্তি খুইয়েছেন ১৩,২৯,৯৯৯ টাকা। কীভাবে? ওই ব্যক্তি তাঁর অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডে তিনি যুক্ত হন। এরপর ওই ফান্ডের সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ঢোকেন। সেখানে বিভিন্নভাবে ইনভেস্টমেন্টে টাকা লাগান। ধীরে ধীরে প্রায় ১৩,২৯,৯৯৯ টাকা লাগিয়ে ফেলেন। এরপর তিনি যখন ওই গ্রুপের অ্যাডমিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে যান, তখন দেখেন, ফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এরপরই বুঝতে পারেন, প্রতারণায় পড়েছেন। এর মধ্যেই আবার ভুয়ো মুম্বই পুলিশের ফোনের চক্রে পড়ে ৪,৮২,৮০০ টাকা প্রতারিত হয়েছেন একজন। ২ তারিখে দায়ের করা অভিযোগপত্রে তিনি জানিয়েছেন, 'ফোনে বলা হয়, আমি জেট এয়ারওয়েজ-এর সিইও-র মানি লন্ডারিংয়ের কেসে জড়িয়ে পড়েছি। এমনকি সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু কাগজপত্রও ওরা পাঠায়। গোটা ঘটনায় আমি ভয়ে পেয়ে যাই। এরপর ওদের দাবিমতন অর্থ পাঠিয়ে দিই। পরে বুঝতে পারি যে আমি প্রতারণার শিকার হয়েছি। সমস্ত কাগজপত্রই ভুয়ো।'

ফাঁকা আসন ভরতে পোর্টাল খুলবে কলেজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় পোর্টালের বদলে এবার কলেজগুলোই ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে। ৭ সেপ্টেম্বর কলেজে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হচ্ছে। তারপর সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ নিজস্ব পোর্টাল খুলে অবশিষ্ট আসনের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিষয়টি ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিংহভাগ কলেজে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া (ইডব্লিউএস), তপশিলি উপজাতি (এসটি) এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র পড়ুয়াদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলো ফাঁকা পড়ে। অসংরক্ষিত আসনও পুরোপুরি ভর্তি হয়নি। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের ফের সুযোগ দিতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর।

চলতি বছর রাজ্যের কলেজগুলোতে কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়া প্রায় শেষ। তারপরও বহু কলেজে অনেক আসন ফাঁকা। কোনও পড়ুয়া যাতে বঞ্চিত না হয়, গুরুত্ব দিয়ে দেখছে শিক্ষা দপ্তর। তাই কলেজগুলো নিজস্ব পোর্টাল খুলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করবে। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের ১,০৮৯টি আসনের মধ্যে ৭৪০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন এখনও পর্যন্ত। অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকারের কথায়, 'কবে থেকে আবার ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে কিংবা কী পদ্ধতিতে তা চলবে, সেব্যাপারে শিক্ষা দপ্তর নির্দেশিকা দেবে। সেইমতো আমরা কাজ করব।' তবে ফাঁকা আসনে কতজন পড়ুয়া ভর্তি হবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া কিংবা তপশিলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সিংহভাগ আগের বছরেও ফাঁকা ছিল। নামী কলেজে সংরক্ষিত আসন ভরে গেলেও বাকি ক্ষেত্রে আগ্রহ কমই দেখা যায়।

নয়া নির্দেশিকা

পড়ুয়া ভর্তি ইস্যুতে কলেজগুলি নিজেদের বৈঠক সেরেছে। শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ বলছেন, 'আমরা পোর্টাল তৈরি করছি। সেটার মাধ্যমে পড়ুয়ারা ভর্তির আবেদন করতে পারবে। কোন বিষয়ে কতগুলো আসন ফাঁকা, সেই সংক্রান্ত তথ্য পোর্টালে তুলে ধরা হবে। কলেজের ওয়েবসাইটেও তা থাকছে।'

পথে দেরি, ট্রেনে দুর্ভোগ এনজেপিতে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : কোথাও কি আবার ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল? বিকেল থেকে রাত, এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করলেন নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে ভিড় করে থাকা যাত্রীরা। এসময় একের পর এক ট্রেন যেখানে এসে দাঁড়ায় এবং ছুটে চলে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে, সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনও ট্রেনের দেখা না মেলায় দুর্ঘটনাজনিত প্রশ্ন জোরালো হয়েছে।

ট্রেন দেরির কারণ সম্পর্কিত কোনও ঘোষণা রেলের তরফে না হওয়ায় নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন এবং আশঙ্কা দানা বাঁধে। রাত ৮টা নাগাদ দার্জিলিং মেল ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছানোর পর কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন যাত্রীরা। নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা দেরিতে শিয়ালদার উদ্দেশে ট্রেনটি রওনা দেওয়ায় দার্জিলিং মেলের যাত্রীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হয়নি। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে থাকতে হওয়ায় চরম বিপাকে পড়তে হয় তিস্তা-তোর্ষা, কামরূপ এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেনের যাত্রীদের। বড় ধরনের অশান্তির ঘটনা না ঘটলেও রেলের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ উগরে দেন যাত্রীরা। কিন্তু কেন এত দেরি?

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'এদিন এনজেপি ইয়ার্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ করতে হয়েছে। তার জন্য রাত ৭টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ব্লক নেওয়া ছিল। যে কারণে কিছু ট্রেনের চলাচলের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।'

নিউ জলপাইগুড়ি জংশন বা এনজেপি থেকে ডাউন তিস্তা-তোর্ষার ছেড়ে যাওয়ার কথা বিকেল ৩টে ৪৫ মিনিটে। কিন্তু নিউ ময়নাগুড়িতে পৌঁছানোর পর ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ২টা ১৩ মিনিটের পরিবর্তে সেখান থেকে ট্রেনটি ছাড়ে ৭টা ৩১ মিনিটে। ফলে শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্ষা এনজেপিতে পৌঁছায় রাত ৯টার অনেক পর। পাঁচ ঘণ্টার বেশি সময় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হওয়ায় রেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বেলঘরিয়ার দীপাঞ্জন পণ্ডিত। তাঁর অভিযোগ, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেন আসছে না। কিন্তু কী কারণে এই দেরি এবং কখন ট্রেনটি স্টেশনে আসতে পারে, সেই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা রেলের থেকে করা হয়নি। কর্মীদের জিজ্ঞাসা করলেও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।'

যথারীতি ৫টা ৩৫ মিনিটে এনজেপি থেকে হাওড়াগামী কামরূপ এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা থাকলেও রাত ৯টাতেও ট্রেনটি স্টেশনে এসে পৌঁছায়নি। ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল ধূপগুড়ি স্টেশনে। ৩টা ৪৫ মিনিটের পরিবর্তে ট্রেনটি ধূপগুড়ি থেকে ছাড়ে ৭টা ১৭ মিনিটে। ট্রেনের অপেক্ষায় থাকা বিমান নাগের কাছে লাইন মেরামতির প্রসঙ্গ তুলে ধরতেই তাঁর পালটা প্রশ্ন, 'লকিং বা ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে, এমন বিজ্ঞপ্তি কি দেওয়া হয়েছিল? ট্রেন দেরি সংক্রান্ত কোনও মেসেজও পাইনি। আমাদের সময়ের কোনও মূল্যই নেই রেলের কাছে।'

শুধু তিস্তা-তোর্ষা বা কামরূপ নয়, দার্জিলিং মেল এবং পদাতিক এক্সপ্রেসও নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অনেক দেরিতে এনজেপি থেকে ছাড়ে। পদাতিক মাথাভাঙ্গা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। রাত দশটা নাগাদ ট্রেনটি এনজেপিতে এসে পৌঁছায়। দার্জিলিং মেল আবার দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল আমবাড়ি-ফালাকাটায়। দার্জিলিং মেল ছাড়ার সময় উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটার বাসিন্দা অশোক চৌধুরী বললেন, 'ট্রেন দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সময় কেটেছে। সেই উৎকণ্ঠা কিছুটা হলেও দূর হল। রেলের তরফে বিষয়টা স্পষ্ট করে ঘোষণা হলে এত মানুষকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা এনজেপি স্টেশনে। বুধবার। - সংবাদচিত্র

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ চলছেই। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি, বাগডোগরায় মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে। প্রতিবাদ হয়েছে ইসলামপুর এবং চোপড়ায়।

এদিন ফাঁসিদেওয়ায় বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে বিজেপি। কর্মসূচিতে ছিলেন বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল প্রমুখ। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের একটি চা বাগানে এক নাবালিকাকে হত্যার প্রতিবাদে মারুতি চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে ধিক্কার মিছিল করে দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়ন। মিছিল শেষে চেকরমারি মোড়ে একটি পথসভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌতম ঘোষ, সিটু নেতা রামকুমার ছেত্রী প্রমুখ।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন খড়িবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে বিজেপি। ছিলেন খড়িবাড়ি মণ্ডল সভাপতি কল্যাণ প্রসাদ, জেলার সাধারণ সম্পাদক লক্ষ্মী শর্মা, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ প্রমুখ। অন্যদিকে, এদিন ইসলামপুরেও বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপি নেতারা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়ে চলে ভাষণ।

অন্যদিকে, মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করল বিজেপি। বিডিও অফিস চত্বরে মাটিগাড়া থানার বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ধর্না মঞ্চে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, সহ সভাপতি হেমন্ত গৌতম, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি অরিজিৎ দাস প্রমুখ।

এদিকে, সদর চোপড়া এলাকায় প্রতিবাদ মিছিল বের করেন স্থানীয়রা। রাতে দাসপাড়া বাজার এলাকায় স্থানীয়দের উদ্যোগে হাতে মোমবাতি নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

চলতি মাসেই শুরু প্রাণীশুমারি

সঠিক তথ্য দেওয়ার আবেদন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : চলতি মাস থেকে থেকেই শুরু হচ্ছে প্রাণীশুমারি। কিন্তু প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্তাদের মনে এখন এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিকঠাক তথ্য পাওয়া যাবে তো? বাড়িতে কতগুলি প্রাণী রয়েছে, সেই প্রশ্ন করলেই কেউ মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়, কেউ আবার তাড়িয়ে দেয়। এমন অভিজ্ঞতা রয়েছে বিভাগের কর্তাদের। তাই এবার সাধারণ মানুষের কাছে প্রাণীশুমারিতে পূর্ণ সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন কর্তারা।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর তুফান মাইতি বলেন, 'অনেকের মধ্যেই ভুল ধারণা রয়েছে যে বাড়িতে বেশি প্রাণী থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ট্যাক্সের আওতায় পড়বেন। কিন্তু এটা ভুল।' তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, 'সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলে সরকার প্রয়োজন মতো পলিসি নিতে পারবে। বাজেটও ঠিকমতো নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।'

এবারের প্রাণীশুমারিতে বেশ কিছু বিষয় যুক্ত হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানিমাল হাসবেন্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ন্যাশনাল ব্যুরো অফ অ্যানিমাল জেনেটিক রিসোর্সেস (এনবিএজিআর)। যারা শুমারির মাধ্যমে কোথায় কোন জেনেটিক্সের প্রাণী রয়েছে, সেব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করবে। এখনও পর্যন্ত লাইভস্টক এবং পোলট্রি মিলিয়ে ২১৯টি ব্রিড নথিভুক্ত করেছে এনবিএজিআর।

এবারের শুমারিতে ১৬টি প্রজাতিকে প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে গোরু, মোষ, ছাগল, গাধা, শুয়োর। পোলট্রি বার্ডসের মধ্যে টার্কি, ইমু, হাঁস, কোকিলকে যুক্ত করা হয়েছে। চলতি মাস থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শুমারি চলবে।

অনেকের মধ্যেই ভুল ধারণা রয়েছে যে বাড়িতে বেশি প্রাণী থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ট্যাক্সের আওতায় পড়বেন। কিন্তু এটা ভুল। সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করলে সরকার প্রয়োজন মতো পলিসি নিতে পারবে। বাজেটও ঠিকমতো নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

তুফান মাইতি
ডেপুটি ডিরেক্টর, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

ডেপুটি ডিরেক্টর বলেন, 'প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগ থেকে কেমন কাজ হচ্ছে, সেটাও এই শুমারির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব। যাদের বাড়িতে কোনও প্রাণী নেই, তারাও কিন্তু এই শুমারির আওতায় রয়েছে। সরকার এই শুমারির ভিত্তিতেই পরবর্তী পরিকল্পনা নেবে।' বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রতিটি রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় পাঁচ বছর অন্তর এই শুমারি হয়। এই শুমারির ওপর নির্ভর করে, প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগে সরকারের বরাদ্দ কতটা হবে।

পিকআপ ভ্যানে আগুন

চোপড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : এক চা পাতা ব্যবসায়ীর পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। চোপড়া থানার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোঙ্গরাগছ গ্রামের ঘটনা। মহম্মদ হাইউল নামে ওই ব্যবসায়ীর অভিযোগ, নিজের বাড়িতেই রাখা ছিল পিকআপ ভ্যানটি। তাঁর দাবি, 'মঙ্গলবার গভীর রাতে সম্ভবত আক্রোশবশত কেউ আগুন লাগিয়েছে।' থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ।

পুড়ল চার ঘর

চোপড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিচবস্তি এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। চারটি ঘর পুড়ে গিয়েছে। ছয়টি ছাগল ও একটি গোরু ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা গিয়েছে, জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। এখনও পর্যন্ত আগুন লাগার সঠিক কারণ জানতে পারেননি। ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনটি পরিবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বুধবার ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়া হয়।

বৃক্ষরোপণ

ফাঁসিদেওয়া, ৪ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার বৃক্ষরোপণ করা হল। রানিডাঙ্গা এসএসবি হেডকোয়ার্টার এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচিতে ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, স্কুলের প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন সিংহ প্রমুখ। এদিন স্কুল চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির শতাধিক চারা লাগানো হয়েছে।

চোপড়ায় নিরুত্তাপ বিজেপি

চোপড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গোটা রাজ্য উত্তাল। নাগরিক সমাজের পাশাপাশি বিরোধী দলগুলিও রাস্তায় নামছে। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিজেপির নানা কর্মসূচি লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে ভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে চোপড়ায়। এখানকার বিজেপি নেতাদের সেভাবে এখনও পর্যন্ত রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি। যা নিয়ে দলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বর্তমান নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে কটাক্ষ করতে পিছপা হচ্ছে না দলেরই বিরোধী গোষ্ঠী।

বুধবার রাজ্যজুড়ে বিডিও অফিস ঘেরাও কর্মসূচি ছিল বিজেপির। কিন্তু চোপড়া ব্লকে এর কোনও আঁচ লক্ষ করা গেল না। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক ভবেশ কর বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূল একের পর এক ঘটনা ঘটিয়েছে। চোপড়ায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকে কাজহারা। আরজি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ হচ্ছে, তাতে নৈতিক সমর্থন রয়েছে। তবে দলীয় কর্মীদের কথা ভেবেই এলাকায় এই মুহূর্তে কোনও কর্মসূচির ভাবনা নেই।'

বিজেপির আরেক নেতা সুবোধ সরকার বলেন, 'চোপড়া ব্লকে যাঁরা নেতৃত্বে রয়েছেন, তাঁদের কোনওরকম কর্মসূচি নেওয়ার সাহস নেই। এনিয়ে দলের কর্মী-সমর্থকরা ক্ষোভে ফুঁসছেন।'

স্কুল চলাকালীন সাইকেল চুরি

খড়িবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্কুল চলাকালীন চত্বর থেকে সাইকেল চুরি করে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। পড়ুয়াদের মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে ওই ব্যক্তিকে একটি খুঁটিতে বেশ কিছুক্ষণ বেঁধে রাখা হয়। পরে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম উজ্জ্বল সরকার। তার বাড়ি অধিকারী কেলাবাড়ি এলাকায়।

স্কুল সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে

পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল চোর

ক্লাস চলছিল। সাড়ে ১২টা নাগাদ সুযোগ বুঝে স্কুল চত্বরে ঢোকে উজ্জ্বল। এরপর সাইকেল চুরি করে মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বিষয়টি কয়েকজন ছাত্রের নজরে আসে। এরপর পিছনে ধাওয়া করে তাকে শেষমেশ ধরে ফেলে পড়ুয়ারা।

এরপর উজ্জ্বলকে ধরে স্কুল মাঠে নিয়ে আসা হলে মারমুখী হয়ে ওঠে পড়ুয়ারা। শেষমেশ তাকে মারের হাত থেকে বাঁচিয়ে একটি খুঁটিতে বেঁধে রেখে খড়িবাড়ি থানায় খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উজ্জ্বলকে গ্রেপ্তার করে। প্রধান শিক্ষক নিরঞ্জন দাস বলেন, 'ওই ব্যক্তি এর আগেও সাইকেল চুরি করেছে।'

হরেকৃষ্ণপল্লিতে কেটে ফেলে রাখা হয়েছে সেগুন গাছের গুঁড়ি।

গুঁড়ি বাজেয়াপ্ত করল বন বিভাগ

গাছ কেটে বিক্রির চেষ্টায় বাধা

বাগডোগরা, ৪ সেপ্টেম্বর : বাগডোগরার হরেকৃষ্ণপল্লিতে সরকারি জমি থেকে বেশ কয়েকটি সেগুন গাছ কেটে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছিল বলে অভিযোগ তুললেন এলাকার বাসিন্দারা। এমনকি বুধবার গাছের গুঁড়িগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা দেন তাঁরা। এর জেরে সাময়িকভাবে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে বাগডোগরার বনকর্মীদের খবর দেওয়া হলে তাঁরা এসে গুঁড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করে রেঞ্জ অফিসে নিয়ে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এদিকে সুবোধ ঝা নামে এক ব্যক্তি ওই গাছগুলি কেটেছেন। যে জমিতে ওই গাছগুলি ছিল তার মালিক তিনি বলে দাবি করেছেন সুবোধ। অন্যদিকে, বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, 'বন আইন অনুসারে জমির সঠিক নথিপত্র থাকলে তবেই বন বিভাগের অনুমতি নিয়ে কেউ গাছ কাটতে পারে। সরকারি জমির গাছ বন বিভাগের। আমরা গুঁড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করেছি।'

রেঞ্জ অফিসার আরও বলেন, 'যিনি (সুবোধ) ওই গাছগুলি নিজের জমির বলে দাবি করেছেন, তাঁকে এদিন জমির নথিপত্র নিয়ে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি আনেননি। তিনি বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। যদি সঠিক নথিপত্র দেখাতে পারেন তবে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে কি না, তা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ সরকার, রামপ্রসাদ দাস একসুরে অভিযোগ করেন, 'এখানে আগে অনেক সেগুন গাছ ছিল। সেগুলি কেটে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। এদিন কয়েকটি গুঁড়ি বিক্রি করা হয়েছে।' অন্যদিকে, সুবোধ দাবি করেছেন, 'ওই জমি আমার। ঝড়ে পাশের বাড়ির চালে গাছ পড়ে টিনের ক্ষতি হয়েছিল। টিন কিনে দিয়েছিলাম। তারপরেও এখন এসব বলা হচ্ছে।'

সাফল্য হাত প্রতিস্থাপনে

নিউজ ব্যুরো

৪ সেপ্টেম্বর : এই প্রথম শিলিগুড়িতে হাত প্রতিস্থাপন সম্ভব হল। অস্ত্রোপচারের প্রাথমিক সাফল্যে খুশি নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, কয়েকদিন আগে বছর আটত্রিশের এক ব্যক্তিকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। ওই ব্যক্তির ডান হাতে ব্যাপক ক্ষত ছিল। অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। তৎক্ষণাৎ শুরু হয় অস্ত্রোপচার। স্কেলিটাল ফ্রেমওয়ার্ক আয়ত্তে আসার পর সার্জিক্যাল দল ভাসকুলার রিপেয়ার করা শুরু করে। দুটি ধমনী এবং তিনটি শিরা সফলভাবে রিপেয়ার করা হলে হাতের রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়। এরপর আইসিইউতে টানা তিনদিন রেখে মনিটরিং করার পর উন্নতি লক্ষ করা যায়। তারপর জেনারেল বেডে দেওয়া হয়। অস্ত্রোপচারের ১৪ দিন পর হাতের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি লক্ষ করা যায়। এতেই চলে আসে সাফল্য। হাত প্রতিস্থাপনে সাফল্য এল ডাঃ মহম্মদ সহিব আখতারের হাত ধরে।

বার্ষিক সাধারণ সভা

নকশালবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : বুধবার নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগানের কমিউনিটি হলে পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বাগান এবং বিদ্যুৎ সংস্থা থেকে আয়ব্যয়ের ওপর আলোচনা হয়েছে। সভা থেকে সমিতির দুটি ইউনিট গঠন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন সমিতির দার্জিলিং জেলা সাধারণ সম্পাদক দীপক রায়চৌধুরী, সিটুর দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম ঘোষ, সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : স্টোর থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরির ঘটনায় বুধবার একজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এমনকি তদন্ত শুরুর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের নাম সৌরভ পাল। সে বঙ্কিমনগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। ওই স্টোরে নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করত। এদিন সৌরভকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। গত সোমবার রাতে সেবক রোডের দুই মাইলের একটি স্টোরের ড্রয়ার থেকে লক্ষাধিক টাকা চুরির অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে ওই স্টোরের দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর তাদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সৌরভের নাম সামনে আসে।

জাতীয় সড়কে গর্ত, সংস্কারের আশ্বাস

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি-গলগলিয়া ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ভালুকগাড়া থেকে অধিকারী পর্যন্ত প্রায় ৫ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। একাধিক জায়গায় পিচের প্রলেপ উঠে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। বৃষ্টি হলে গর্তগুলিতে জল জমে যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তার এমন পরিস্থিতিতে প্রায় প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। আবার একটু রোদ উঠে গর্তে জমা জল শুকিয়ে গেলে ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে রাস্তা। ফলে যানবাহন চালানোয় চালকদের নাভিশ্বাস উঠছে। এছাড়াও বেহাল রাস্তার ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষ সকলেই সমস্যায় পড়ছেন।

ভালুকগাড়া এলাকার বাসিন্দা গোপাল রায় বলছেন, 'নামেই জাতীয় সড়ক। রাস্তার এমন অবস্থার জন্য প্রায়দিন দুর্ঘটনা ঘটছে। পণ্যবাহী ট্রাক উলটে যাচ্ছে। তবুও কোনও হুঁশ নেই প্রশাসনের।' মারুতি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার অনিমেষ দাস বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের এমন অবস্থা। রাস্তাটির আমূল সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।'

খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহকে রাস্তার এমন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর জবাব, 'রাস্তাটির অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। রাতে এবং বৃষ্টির সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে।' দ্রুত রাস্তা সংস্কারের জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি করা হবে বলে জানান তিনি। জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার কৌশিককুমার বিশ্বাস বলেন, 'রাস্তাটি পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের জন্য প্ল্যান, এস্টিমেট তৈরি করে জাতীয় সড়ক মন্ত্রকের রাজ্য অফিসে পাঠানো হয়েছে।' গর্তগুলি বন্ধ করতে দু-একদিনের মধ্যে ফের একবার পিচের প্রলেপ দেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গর্তগুলিতে পিচের প্রলেপ দিয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হতেই সেগুলি উঠে গিয়ে ফের বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বিগত ক'দিনের টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি বেহাল হয়ে গর্তের আকার আরও বড় হয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, রাস্তার খানাখন্দের জন্য প্রায়দিন একাধিক গাড়ির যন্ত্রাংশ খারাপ হচ্ছে। ঘটছে দুর্ঘটনা। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি টোটো, বাইক, ছোট গাড়ি গর্তের জন্য রাস্তার পাশে উলটে গিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

অধিকারী বাইপাসে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল।

অ-আ, নাম লিখতে পারে না পড়ুয়ারা

অভিভাবকদের নিয়ে কর্মশালা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নিজের নাম লেখা তো দূর অস্ত, অ-আ পর্যন্ত ঠিকভাবে লিখতে পারে না ষষ্ঠ শ্রেণির অনেক পড়ুয়া। এমনই চিত্র শিলিগুড়ির নেতাজি হাইস্কুলের। পড়ুয়াদের এই দুর্দশা দেখে হতবাক শিক্ষকরাও। তাহলে কী শেখানো হল এতদিন? অভিভাবকরাও কী নজর রাখছেন? উঠছে প্রশ্ন।

কিছু ছাত্রের পড়াশোনার এই হাল দেখে অভিভাবকদের ডেকেছিল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি মিলিয়ে ৪০০ জন ছাত্রের অভিভাবককে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু উপস্থিত ছিলেন মাত্র ৫৬ জন। অন্যদিকে, বুধবার সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশমের ৭০০ ছাত্রের অভিভাবকদের ডাকা হলেও এসেছিলেন মাত্র ২৬ জন। সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে অভিভাবকরা কতটা সচেতন, তা এই উপস্থিতির হার দেখে সহজেই অনুমান করা যায়।

পড়াশোনার এই হাল কেন? অভিভাবকদের অনেকে বলছেন, তাঁরা সন্তানদের পড়াশোনার দিকটি সেভাবে দেখভাল করতে পারেন না ঠিকই। কিন্তু শিক্ষকরাও তো ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন করছেন বলে মনে হয় না। কিছু শিক্ষক ঠিকভাবে ক্লাসও নেন না বলে তাঁদের অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবকের কথায়, 'আমি নিজে পড়াশোনা জানি না, ছেলেকে কীভাবে পড়াব। কিন্তু স্কুলে শিক্ষকরা যদি ঠিকভাবে পড়াতেন তাহলে কিন্তু এরকম হওয়ার কথা নয়।'

স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম অধিকারী বলছেন, 'এটা ঠিক বেশ কিছু ছাত্র পড়াশোনায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। নিয়মিত স্কুলেও আসে না। সেই কারণে আমরা স্কুলে ৭০ শতাংশ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করেছি। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আবার শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা নেই। যে কারণে পরীক্ষায় ফেল করার ভয় পড়ুয়াদের মধ্যে কাজ করছে না। এটাও তাদের পড়াশোনায় অমনোযোগী হওয়ার একটি কারণ।'

অন্যদিকে, সম্প্রতি এই স্কুলে কয়েকজন ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে বাকি পড়ুয়াদের মধ্যে। কারও কারও আবার মানসিক সমস্যাও হচ্ছে। বিষয়টি হালকাভাবে নিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অসীম অধিকারীর কথায়, 'কয়েকজন ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি। এনিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বাকিদের মধ্যে। সেকারণে কর্মশালাও আয়োজিত হয়েছে।'

মানসিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে বুধবার পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ উত্তম মজুমদার। এবিষয়ে অসীমের বক্তব্য, 'কর্মশালায় ছাত্র ও অভিভাবক- দুই পক্ষেরই উপকার হবে।'

দুর্দশার ছবি

- নিজের নাম লেখা তো দূর অস্ত, অ-আ পর্যন্ত ঠিকভাবে লিখতে পারে না ষষ্ঠ শ্রেণির অনেক পড়ুয়া
- এমনই চিত্র শিলিগুড়ির নেতাজি হাইস্কুলের
- কী শেখানো হল এতদিন? অভিভাবকরাও কী নজর রাখছেন? উঠছে প্রশ্ন
- শিক্ষকদের একাংশের বক্তব্য, অষ্টম পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা নেই। তাই ফেল করার ভয় কাজ করছে না

অভিভাবকদের নিয়ে কর্মশালা। বুধবার নেতাজি হাইস্কুলে।

মেঘের কোলে। বাতাসিয়া লুপে মৃত্তিকা ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

শাস্তির দাবিতে আদালত চত্বরে তৃণমূল

পুলিশের জালে আব্দুলের ছেলে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ সেপ্টেম্বর : সুজালির ফেরার 'বাহুবলী' নেতা আব্দুল হককের ছেলে আনসারুল হককে একাধিক মামলায় মঙ্গলবার গভীর রাতে গ্রেপ্তার করল রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস জানিয়েছেন, প্রচুর মামলায় পুলিশ আনসারুলকে খুঁজছিল। বুধবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিন আনসারুলের কড়া শাস্তির দাবিতে সুজালির তৃণমূল নেতাদের নেতৃত্বে এলাকার বাসিন্দারা আদালত চত্বরে হাজির হন।

নির্ভরযোগ্য সূত্র বলছে, আব্দুলের কয়েক কোটি টাকার তোলাবাজি ও খাপ পঞ্চায়েতের সাম্রাজ্য সামলাতেন আনসারুল। ছেলেকেই নিজের ডানহাত বানিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। কিন্তু ছেলের গ্রেপ্তার হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা মা নুরি বেগম। তিনি বলছেন, 'আমার ইস্তফা আদায় করতে স্থানীয় ও ব্লক নেতৃত্ব ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। ছেলে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করত। কিন্তু রাজনীতি করত না।' তাঁর হুংকার, 'ছেলে আমার জেল খাটবে তো? খাটুক। আমি আইনি লড়াই চালাব। কিন্তু পদ থেকে ইস্তফা দেব না।'

> আমার ইস্তফা আদায় করতে স্থানীয় ও ব্লক নেতৃত্ব ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। ছেলে আমার জেল খাটবে তো? খাটুক। আমি আইনি লড়াই চালাব। কিন্তু পদ থেকে ইস্তফা দেব না।
>
> **নুরি বেগম** *প্রধান, সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত*

গত ২৯ অগাস্ট সুজালিতে সভা করে ৫ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবারের মধ্যে নুরিকে ইস্তফা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। নুরির অভিযোগ নিয়ে তৃণমূলের ইসলামপুর ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন বলছেন, 'পুলিশ নিজের কাজ করছে। তা নিয়ে আমার মন্তব্য করা ঠিক নয়। কিন্তু প্রধানের অভিযোগ ভিত্তিহীন। সাংগঠনিক বিষয়ের সঙ্গে উনি আইনি বিষয় গুলিয়ে দিচ্ছেন।'

পুলিশ সূত্রে খবর, আনসারুলের বিরুদ্ধে আটটির বেশি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র সহ এলাকায় তোলাবাজির মামলা অন্যতম। তৃণমূলের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি আব্দুল ফেরার হওয়ার পর থেকে আনসারুলও কার্যত এলাকাছাড়া ছিলেন। মঙ্গলবার পারিবারিক জরুরি কাজের জন্য বাড়ি আসতে চেয়ে তিনি মা নুরিকে ফোন করেন।

এলাকার বেগতিক পরিস্থিতি আঁচ করে নুরি ছেলেকে রাতে বাড়ি আসতে বলেন। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ওঁত পেতে ছিল। আনসারুল সুজালিতে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আনসারুল গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সুজালির বড় অংশের লোকজন উৎসাহে ফেটে পড়েন। তাঁদের দাবি, পুলিশ এবার দ্রুত আব্দুলকে গ্রেপ্তার করুক।

পুলিশ সুপার বলছেন, 'আনসারুল দাগি দুষ্কৃতী ছিল। তার বিরুদ্ধে প্রচুর মামলা আছে। আমরা তার খোঁজে ছিলাম। মঙ্গলবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পদত্যাগের ইচ্ছে, বিতর্কে চিকিৎসক

মেডিকেল কাউন্সিলকে চিঠি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে সভাপতিকে চিঠি দিলেন অধ্যাপক ডাঃ দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান দীপাঞ্জন পরিস্থিতি বুঝে এই চক্রব্যূহ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে মেডিকেলের চিকিৎসকদের অনেকের মত। তাঁরা বলছেন, 'দু'বছর ধরে দীপাঞ্জন উত্তরবঙ্গ লবির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। অভীক দে সহ উত্তরবঙ্গ লবির অন্য কর্তব্যক্তিরা এখানে এলে তাঁদের ছায়াসঙ্গী হিসাবে এই চিকিৎসককে দেখা যেত। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হিসেবে মেডিকেলে অনেকে তাঁকে সমঝে চলতে শুরু করেছিলেন। আরজি কর কাণ্ডের পরে স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থায় ভূরিভূরি অভিযোগ ওঠায় বিপদ বুঝে এখন কেটে পড়তে চাইছেন দীপাঞ্জন।'

এদিন মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতিকে দেওয়া চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আরজি কর ইস্যু নিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের কিছু সদস্যের নাম জড়িয়েছে। এই সদস্যদের কাউন্সিলের সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বর্জন করা হোক। এরপরেই তিনি পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ডাঃ দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কর্মরত দীপাঞ্জন। ভালো চিকিৎসক এবং নিয়মিত মেডিকেলে থেকে যে কয়েকজন চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করেন তার মধ্যে তিনি অন্যতম। কিন্তু করোনা অতিমারির সময় থেকেই দীপাঞ্জন ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ লবির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। করোনা অতিমারিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের নিযুক্ত উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী কর্তার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি, যার জেরে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত উত্তরবঙ্গ লবির প্যানেলে প্রার্থী হন। এমনকি শাসক-ঘনিষ্ঠ প্যানেলে অন্যদের সঙ্গে দীপাঞ্জনও জয়ী হন।

কী ঘটনা

- রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ অধ্যাপক ডাঃ দীপাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
- তিনি পরিস্থিতি বুঝে চক্রব্যূহ থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অনেকের মত
- দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কর্মরত দীপাঞ্জন
- বিপদঘণ্টা বুঝেই এদিন পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী এই চিকিৎসক

বুধবার আচমকা তিনি রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ সুদীপ্ত রায়কে চিঠি পাঠিয়ে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যা নিয়ে চিকিৎসক এবং ডাক্তারি পড়ুয়া মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এক চিকিৎসকের কথায়, '৯ অগাস্ট ভোররাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার পরদিন থেকেই উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ তুলে সোচ্চার হয়েছে চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে আমজনতা। এমনকি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যে ঘুঘুর বাসা দীর্ঘদিন ধরে চলছে তাও তথ্যপ্রমাণ সহ বেরিয়ে আসছে। এই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ লবির একাধিক চিকিৎসকের নামও ২০-২২ দিন ধরেই চর্চায় রয়েছে, যাঁরা প্রত্যেকেই রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের কর্তাব্যক্তি। দীপাঞ্জন কি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পরীক্ষার নামে যে প্রহসন চলছে সেটা জানতেন না? তাহলে তিনি এতদিন চুপ করে ছিলেন কেন? আরও আগেই এই ন্যক্কারজনক ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে ইস্তফা দিলেন না কেন?

বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পরীক্ষা দুর্নীতি নিয়ে পড়ুয়ারা দিনভর অধ্যক্ষ, স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ডিনকে ঘেরাও করে রাখেন। সেখানে দীপাঞ্জনকেও দেখা গিয়েছিল। তাহলে কি এবার বিপদঘণ্টা বুঝেই এদিন পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাবশালী এই চিকিৎসক? প্রশ্ন ঘুরছে মেডিকেলের অন্দরে।

কাঠগড়ায় পুত্র ও পুত্রবধূ

বাবাকে মারধরের অভিযোগ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিককে মারধরের অভিযোগ উঠল পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। রব্বানি হোসেন নামে অবসরপ্রাপ্ত ওই আধিকারিক বর্তমানে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর ছেলে রজ্জাক হোসেন শিলিগুড়িতে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থায় ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসেবে কর্মরত। পুত্রবধূও স্কুল শিক্ষিকা। তাঁদের বিরুদ্ধে রব্বানিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রজ্জাক। এবিষয়ে পুলিশে এখনও কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, অবসরপ্রাপ্ত ওই আধিকারিকের বাড়ি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁঠালতলায়। স্ত্রী, ছেলে, পুত্রবধূকে নিয়ে একই বাড়িতে থাকেন তিনি। প্রায় তিন বছর আগে সাব-ইনস্পেকটর পদ থেকে অবসর নেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে ছেলে রজ্জাক হোসেন ও পুত্রবধূ মিলে রব্বানিকে মারধর করেন। বুধবার ভোরে বিষয়টি জানাজানি হয়। এরপর প্রতিবেশী এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিন হাসপাতালে তাঁর বেশ কিছু শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। তবে সকালে ভর্তি করা হলেও এদিন বিকেল পর্যন্ত রব্বানিকে দেখতে পরিবারের কেউ হাসপাতালে আসেননি। বিকেল চারটার পর হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে রব্বানিকে। তাঁর বাঁ চোখে কালো ছোপ ও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে গলায়, ডান হাতেও। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি বললেন, 'কাঁঠালতলার বাড়ি সহ ফুলবাড়িতে থাকা কয়েক কাঠা জমি এবং বিভিন্ন সম্পত্তি ছেলে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। এখন ছেলে ও ছেলের বৌ মারধর, অত্যাচার করছে।' মঙ্গলবার রাতে রব্বানিকে শ্বাসরোধ করে মারার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ধরনের ঘটনায় হাসপাতালের তরফে প্রথামাফিক পুলিশে অভিযোগের সুপারিশ করা হয়। ফলে পরবর্তীতে রব্বানির পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে মারধরের মামলা হতে পারে।

রজ্জাক অবশ্য মারধরের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, 'ইদানীং বাবা যে কোনও বিষয় নিয়ে বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টি করছেন। মঙ্গলবার রাতে আমি এবং আমার স্ত্রী বাড়ির বাইরে ছিলাম। মাকে মারধর করা হচ্ছে বলে পরিচারিকা ফোনে জানায়। বাড়ি ফিরে গণ্ডগোল থামাতে গেলে বাবা আমার গায়ে হাত তোলেন। তখন ধাক্কাধাক্কিতে আঘাত পান।'

অন্যদিকে, রব্বানির স্ত্রী রেজিনা খাতুন যদিও ছেলে ও স্বামী- দুজনেরই দোষ রয়েছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'দুজনের মধ্যে মারামারি হয়েছে।' রব্বানিকে দেখতে পরিবারের কেউ হাসপাতালে আসেনি কেন? রেজিনা বলছেন, 'আমি বৃহস্পতিবার দেখতে যাব।'

এবার প্রথম গণেশ আরাধনা

রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি স্কুলের ভাবনা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে সরকারি চাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। দীর্ঘদিন বন্ধ বহুক্ষেত্রে নিয়োগ। ফলে পড়াশোনা করলেও চাকরির সুযোগ কমে আসছে। এমন অবস্থায় তরুণ-তরুণীরা যাতে কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নিজেই কিছু কাজ করতে পারেন, তার জন্য এবার শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি স্কুল তৈরির কথা বললেন বেলুড় মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ।

এদিকে মুম্বইয়ের পর একমাত্র শিলিগুড়িতেই রামকৃষ্ণ মিশনে গণেশপুজো অনুষ্ঠিত হবে। সেবক হাউসে প্রথমবার এই গণেশপুজোর আয়োজন করেছে মিশন কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহারে কর্মসূচিতে যাওয়ার আগে বুধবার নতুনভাবে বেলুড় মঠের অধীনে আসা শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ আশ্রমের মাতৃ মন্দিরে আসেন গিরিশানন্দজি। এরপর সেখান থেকে সেবক হাউস ঘুরে তিনি কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হন। এদিন শিলিগুড়িতে এসে মূলত রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন কেন্দ্রের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ যাতে এই কেন্দ্রের মাধ্যমে সহযোগিতা পেয়ে থাকেন,

স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ

সেই বিষয়ে জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির সেবক রোডের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, মাতৃ মন্দির ও সেবক হাউসকে নিয়ে শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের পথ চলা শুরু হয়েছে। এই মিশনের দায়িত্বে এসেছেন বেলুড় মঠের স্বামী বিশ্বধরানন্দজি মহারাজ। উল্লেখ্য, তিনটি জায়গাতেই মিশনের তরফে বেশ কিছু সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করা হবে। সেবক হাউসে হবে রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল, কলকাতার গোলপার্কের ন্যায় ইনস্টিটিউশন। শুরু হবে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির। এদিন শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনের পরিস্থিতি দেখে সমস্ত বিষয়ে খোঁজখবর নেন গিরিশানন্দজি। এখানে বেলুড় মঠের তরফে কী সুবিধা দেওয়া হবে তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বেলুড় মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন, শিলিগুড়িতে যেন কারিগরি স্কুলও খোলা হয়। যেখানে হাতের কাজের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই তা ব্যবসার কাজে লাগাতে পারবে। বিশ্বধরানন্দজি বলছেন, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। উনি কিছু জানতে চেয়েছিলেন, আমরা সেটা তাঁকে জানিয়েছি।'

ভূমি দপ্তরে মুহুরিদের জুলুম

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তার অভাববোধ করায়, নিজের দপ্তরে না এসে ইসলামপুরে এসডিএলআরও দপ্তরে গিয়ে বসে থাকলেন চোপড়া ব্লকের বিএলএলআরও সহ দপ্তরের কর্মীরা। ফলে বিএলএলআরও দপ্তরের কাজকর্ম শিকেয় উঠল। সারাদিন ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজ করাতে এসে ঘুরে যেতে হলে সাধারণ মানুষকে।

ইসলামপুরের এসডিএলআরও অমিতশংকর দাস মজুমদার বলেন, 'নিরাপত্তার অভাবের বিষয়টি আমাকে জানানো হয়েছে। এই অবস্থায় আমি জোর করে আধিকারিকদের দপ্তরে যেতে বলতে পারি না। বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছে।'

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দপ্তরে একটি মিস কেসের শুনানি নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত। বিএলএলআরও দপ্তরের সূত্রে খবর, সেদিন বাদী পক্ষ উপস্থিত না হয়ে অন্য একজনকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠায়। কিন্তু তাঁর কাছে কোনও অথরাইজেশন লেটার না থাকায় শুনানি স্থগিত রাখেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক। অভিযোগ, এরপরই মুহুরিরা সেই আধিকারিককে শুনানি করাতে চাপ দেন। পাশাপাশি মুহুরিরা বেশ কিছু দাবিদাওয়া নিয়ে বিএলএলআরওকে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। সেখানে তাঁকে ঘেরাও করে রাখারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

চোপড়ার বিএলএলআরও ললিতরাজ থাপা জানালেন, নিরাপত্তার অভাববোধ করেই এদিন এসডিএলআরও দপ্তরে হাজিরা দিয়েছেন। তিনি বললেন, 'দপ্তরে বিভিন্ন রকম হুমকির বিষয়গুলি প্রশাসনের সব মহলে জানানো হয়েছে। নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বাস না মেলা পর্যন্ত দপ্তরে যেতে সাহস পাচ্ছি না।'

চোপড়া

যদিও এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চোপড়া বিএলএলআরও অফিসের মুহুরিদের ব্লক কমিটির সম্পাদক আব্দুল হালিম। তিনি বলেন, 'সেরকম কোনও ব্যাপারই নয়। মিউটেশন, এলআর রেকর্ড সংশোধন, আরওদের সময়মতো না বসা, এসব ব্যাপারে বিএলএলআরও সঙ্গে আলোচনা করতে গেলে তিনি নিজেই উত্তেজিত হয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়েন। তাছাড়া কয়েকমাস ধরে দপ্তরে কোনও কাজ হচ্ছে না। বিষয়টি বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে জানানো হয়েছে।'

চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই বিএলএলআরও অফিসের কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ আসছে।'

'ট্যাক্সি বাস' চালুর সিদ্ধান্ত এনবিএসটিসি'র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে আয় বাড়াতে একাধিক পরিকল্পনা নিচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)। সিদ্ধান্ত হয়েছে ফের 'ট্যাক্সি বাস পরিষেবা' চালুর। এর মাধ্যমে বাস ভাড়া নিয়ে পর্যটকরা পৌঁছে যেতে পারবেন গন্তব্যে। কয়েকমাস ট্যাক্সি বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল। তবে পুজোর মরশুমে পাহাড়ে বহু পর্যটক আসেন। তাঁদের কথা মাথায় রেখে ফের এই পরিষেবা চালু করতে চলেছে এনবিএসটিসি। একইসঙ্গে পুজো পরিক্রমার দিন বাড়ানো নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। গত বছর একদিন এই ব্যবস্থা ছিল। তবে এবার ভিড় এড়াতে সপ্তমীর আগে যে কোনও দু'দিন পরিক্রমার ব্যবস্থা করতে চাইছে নিগম।

এনবিএসটিসি'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইয়ের বক্তব্য, 'ট্যাক্সি বাস মূলত পর্যটনের বিষয়টি মাথায় রেখে চালাতে হয়। পুজোর মরশুমে ফের এই পরিষেবা উপলব্ধ হবে।' তাঁর সংযোজন, 'শিলিগুড়িতে এবার পুজো পরিক্রমা দু'দিন করার চেষ্টা চলছে। তবে বিষয়টি প্রশাসনের অনুমতি সাপেক্ষ।'

> ট্যাক্সি বাস মূলত পর্যটনের বিষয়টি মাথায় রেখে চালাতে হয়। পুজোর মরশুমে ফের এই পরিষেবা উপলব্ধ হবে। শিলিগুড়িতে এবার পুজো পরিক্রমা দু'দিন করার চেষ্টা চলছে। তবে বিষয়টি প্রশাসনের অনুমতিসাপেক্ষ।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই** *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এনবিএসটিসি*

এদিকে, বাসচালক, কর্মীসংকটে নাজেহাল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বিষয়টি নিয়ে সংস্থার অন্দরেও চর্চা রয়েছে। সমস্যা থাকলেও সেসব সামাল দিয়ে পুজোর মরশুমকে কেন্দ্র করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে নিগম। বছরখানেক আগে এনবিএসটিসি'র তরফে ট্যাক্সি বাস পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। স্বল্পমূল্যে এই বাস ভাড়া নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছোনো যায়। পুজোর মরশুমে যেহেতু বহু পর্যটক পাহাড়ে আসেন, তাই এই পরিষেবা নিগমকে আয়ের দিশা দেখাতে পারবে বলে মনে করছেন কর্তারা। আর এরই সঙ্গে পুজো পরিক্রমার দিন বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে নিগম। গতবছর শিলিগুড়িতে নিগমের 'পুজো পরিক্রমা' শহরবাসীর নজর কেড়েছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলছেন, 'এবার আমরা চাইছি, দু'দিন পরিক্রমার ব্যবস্থা করতে।'

পাঞ্জিপাড়ায় নতুন প্রধান

গোয়ালপোখর, ৪ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খুন হওয়ার পর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজা সিংহ। তারপর এক বছরের মাথায় বুধবার ভোটাভুটির মাধ্যমে নতুন প্রধানের দায়িত্ব পেলেন পঞ্চায়েত সদস্য অবেদুল্লাহ শামস ওরফে মুন্না। প্রধানের দায়িত্ব নিয়ে অবেদুল্লাহ জানালেন, আগের প্রধানের পথ অনুসরণ করে এলাকার উন্নয়ন করাই তাঁর আসল লক্ষ্য। প্রধান নির্বাচন নিয়ে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য এলাকায় পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

গোয়ালপোখর-১ ব্লকের পাঞ্জিপাড়া ৩০ আসন বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। বিগত ২০২৩ সালে ২০ সেপ্টেম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন প্রধান মহম্মদ রাহি ভরদুপুরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯। তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা হয় ১৭, কংগ্রেসের ৬, বিজেপির ৩, সিপিএমের ২ ও নির্দলের ১ জন সদস্য রয়েছে। অন্যদিকে, নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য বুধবার ভোটাভুটি হলে তৃণমূল পায় ২১টি ভোট। বিরোধীরা পায় ৮টি ভোট।

অপসারণ দাবি

নকশালবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : চিকিৎসক রাজীব প্রসাদকে সভাপতি পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বুধবার নকশালবাড়ি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রঞ্জিত রায়কে স্মারকলিপি দিল এসএফআই। রাজীব দীর্ঘদিন ধরে নকশালবাড়ি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে রয়েছেন। রাজীবের বিরুদ্ধে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে আর্থিক কেলেঙ্কারি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবর্তন, পড়ুয়াদের নম্বর বাড়ানো সহ একাধিক অভিযোগ তুলেছেন এসএফআইয়ের সদস্যরা। এদিন কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক অঙ্কিত দে, জেলা সভাপতি তন্ময় অধিকারী, গৌরব ঘোষ, মহম্মদ আসরার হুসেন প্রমুখ।

স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া ও নকশালবাড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, তিস্তা সেচপ্রকল্পে সাব-ক্যানালে জল সরবরাহ, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রদান, ডেঙ্গি রোধে নালা পরিষ্কার সহ ৮ দফা দাবিতে বুধবার ফাঁসিদেওয়ার বিডিওকে স্মারকলিপি দিল সিপিএম। বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস জানান, বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।

অন্যদিকে, কয়েকদিন ধরে টানা লোডশেডিংয়ে বিপর্যস্ত নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকা। অতিষ্ঠ হয়ে শেষমেশ বুধবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নকশালবাড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দেওয়া হল।

বৃহস্পতিবার, ১৯ ভাদ্র ১৪৩১, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৯ সংখ্যা

গোরক্ষার নামে

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোরক্ষকদের দাপটে লাগাম নেই। গোরক্ষকদের হিংসার বলি হচ্ছেন অনেক মানুষ। সরকারের তরফে অনেকবারই গোরক্ষকদের কড়া হাতে দমন করার নিদান দেওয়া হয়েছে। আইন বলবৎকারী সংস্থাগুলিকে ওই বার্তা দেওয়া হলেও হিংসায় লাগাম টানা যায়নি। মহম্মদ আখলাক থেকে পেহলু খান, পুলিশ আধিকারিক সুবোধ সিং থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া আরিয়ান মিশ্র, গোরক্ষকদের হাতে আক্রান্তের তালিকাটি দীর্ঘ।

প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্রান্তের গোমাংস ভক্ষণ বা গোরু পাচারের অভিযোগ উঠেছে। অথচ তদন্তে দেখা গিয়েছে কোথাও গোমাংসের নামগন্ধ নেই। স্রেফ সন্দেহের বশে কিংবা ভ্রান্ত ধারণা থেকে খুন করা হয়েছে নিরপরাধদের। গোরক্ষকদের তাণ্ডব সাংবিধানিক মূল্যবোধ, বহুত্ববাদী ভাবনা এবং খাওয়া-পরার মৌলিক অধিকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

এতে ভারতের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হলেও অসহিষ্ণুতার নৃশংস প্রদর্শন বন্ধের নামগন্ধ নেই। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার ফরিদাবাদে সম্প্রতি গোরক্ষকদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ১৯ বছরের পড়ুয়া আরিয়ান মিশ্রের। অভিযুক্ত পাঁচ গোরক্ষক ধরাও পড়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, গাড়িতে বন্ধুদের সঙ্গে নুডলস খেতে বেরিয়েছিলেন আরিয়ান। তখন গোরু পাচারকারী সন্দেহে তাঁকে ধাওয়া করে গোরক্ষকরা। ভয় পেয়ে পালানোর সময় আরিয়ানের ওপর চড়াও হয় গোরক্ষকরা।

দিন কয়েক আগে হরিয়ানারই চরকি দাদরিতে সাবির মল্লিক নামে এক বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে মারে গোরক্ষকরা। তার আগে মহারাষ্ট্রে চলন্ত ট্রেনে এক মুসলিম প্রবীণের টিফিনকৌটোয় গোমাংস আছে অভিযোগে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছিল কয়েকজন। গোরক্ষকদের দৌরাত্ম্য বন্ধে পুলিশ, প্রশাসন এবং সরকার সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ।

কারও খাদ্য বা খাদ্যাভ্যাসে কারও নাক গলানোর অধিকার থাকতে পারে না। সংবিধানে এমন সুযোগ নেই। গোরক্ষার নামে যে দাপাদাপি চলছে, তার পিছনে আছে আসলে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার পরিকল্পনা। অথচ সংবিধান অনুযায়ী ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, বহুত্ববাদী দেশ। সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। ফলে দেশের সংবিধান এবং আইনকানুন লঙ্ঘন ঠেকানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পুলিশ ও প্রশাসনের তাই গোরক্ষকদের হিংসা বন্ধে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেখানেই ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে এই অন্যায় কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। গোরক্ষকদের দৌরাত্ম্যের এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধে কাঙ্ক্ষিত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বরং হিন্দু-মুসলিম, শ্মশান-কবরস্থান বিতর্কে ক্রমশ বাড়ছে সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর রাজনীতি।

সরকারের কোনও দলীয় বা ধর্মীয় রং থাকার কথা নয়। রং দেখে পদক্ষেপ করাও সংবিধান বিরুদ্ধ। কার্যক্ষেত্রে সবসময় এই বিষয়টি রক্ষিত হচ্ছে না। দেশে আজও মূল সমস্যাগুলি কিন্তু বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের নানা সংকট। এই সমস্যাগুলির সমাধানের চেয়ে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে গোমাংস ভক্ষণ ইত্যাদিতে, যা একটি বিশেষ ধর্মের কট্টরপন্থার সঙ্গে খাপ খায়। যাতে ক্রমশ বিস্তৃত হয় অসহিষ্ণুতার পরিবেশ।

একটি ধর্ম ও সেই ধর্মাবলম্বীদের দিকে বাঁকা চোখে তাকানোর অভ্যাস পুরোপুরি সংবিধান বিরোধী। কিছুদিন আগে কাঁওয়ার যাত্রাকে ঘিরে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যের পদক্ষেপ ঘিরে প্রবল বিতর্ক কিন্তু সেই একপাক্ষিক প্রবণতার পরিচয়বাহী। রাস্তার ধারের খাবারের দোকান ও রেস্তোরাঁ মালিকদের নাম সাইনবোর্ডে লিখে রাখতে বলার নির্দেশের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, দোকান মালিকের ধর্মীয় পরিচয় যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

অথচ সংবিধান অনুযায়ী এই দেশটা কোনও একটি ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য নয়। বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এ দেশের বড় শক্তি। সেই শক্তিকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে গোরক্ষকদের তাণ্ডবের মাধ্যমে। আবার কখনও বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে আস্ফালন দেশের বহুত্ববাদী চরিত্রের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কি বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার, চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কি বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্টস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

- শ্রীমা

এত আসন ফাঁকা, পড়ুয়ারা গেল কোথায়?

শিক্ষক দিবসে শিক্ষকদের যন্ত্রণার শেষ নেই। বাংলায় দিন-দিন পালটে যাচ্ছে উচ্চশিক্ষার ছবি। সমস্যা সমাধান করবেন কে?

শুভঙ্কর ঘোষ

সম্প্রতি রাজ্যের উচ্চশিক্ষা বিভাগের তথ্য প্রকাশে গভীর উদ্বেগের কথা জানা গিয়েছে- স্নাতক স্তরে অনেক আসন ফাঁকা। পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ ৪৬১টি মহাবিদ্যালয়ে ৭২৩০ বিষয়ভিত্তিক কোর্সে পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত আছে প্রায় সাড়ে নয় লক্ষ আসন। প্রথম পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডে পাঁচ লক্ষ আটাশ হাজারের মতো আবেদনপত্রের উপর ভিত্তি করে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়। পছন্দের কলেজ ও বিষয়ের জন্য নাম নথিভুক্ত হলে দেখা গেল ২৭ শতাংশ আসন ফাঁকা রয়েছে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে প্রায় ৭৩ হাজার ছাত্রছাত্রী নাম নথিভুক্ত করলেও ৫৬ হাজারের উপর আসন ফাঁকা থেকে গিয়েছে। এখন চলছে আপগ্রেড করার পালা- পরের সপ্তাহে সশরীরে উপস্থিত থেকে যাচাই পর্ব। অগত্যা আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে- মপ আপ শুরু হবে পরের সপ্তাহ থেকে। যেভাবেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হোক, এটি নির্মম সত্য যে, আমাদের রাজ্যে স্নাতক স্তরে পড়ুয়াদের থেকে আসনসংখ্যা অনেক বেশি। প্রশ্ন উঠবেই, এটি কি এখানে হঠাৎ করে প্রকট হল, নাকি অনেক রাজ্যেও এমন? এটি নিয়ে কি যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করা হয়নি, নাকি আমাদের শিক্ষা জগতের ম্রিয়মাণ আলোর পাশে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারের আরও একটি দিক এই ঘটনা?

ভর্তি সমস্যা বিশ্বজনীন

আসন ভর্তি নিয়ে সমস্যা উচ্চশিক্ষায় নতুন কিছু নয়। শুধু ভারতবর্ষে কেন, বিশ্বের উন্নত দেশ যেমন আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, জাপান, কোরিয়া থেকে পড়শি চিনেও সমস্যাটি কমবেশি অনুভূত হচ্ছে। উন্মুক্ত অর্থনৈতিক পরিবেশে কোনও শিক্ষাকোর্সের বাজার দর এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত করছে পড়ুয়াদের সংখ্যাতত্ত্ব। তাই টাইমস বা অন্যান্য উচ্চশিক্ষা র‍্যাংকিং-এ প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ুয়া পাওয়ার পদ্ধতি নিয়ে শুধু সর্বদা সচেতন নয়, পর্যালোচনা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবনী সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে নিয়মিত।

আমাদের দেশে বিগত বছরগুলোতে (করোনার সময় উহ্য রেখেই) বলা যায়, কারিগরি শিক্ষা বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলিতে কয়েকটি উচ্চ র‍্যাংকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ বাদে অনেক আসন ফাঁকা থাকছে। এই ট্রেন্ড এখন সাধারণ বিষয়ে স্নাতক স্তরে এসে পড়েছে। শুধু আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষায় আসন ভর্তিতে এই ক্রমবর্ধমান অনীহা লক্ষ করা যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতার বেশ কয়েকটি নামী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয়ভিত্তিক পড়ুয়াদের ভর্তি ও তাঁদের বহমানতা বেশ উদ্বেগের। পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, গণিত এমন সব বিষয়ে আসন তো পূর্ণ হচ্ছে না, তার উপর ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেড়ে গিয়েছে। মেদিনীপুরের একটি নামী কলেজে দেখা গেল, একটি বিভাগে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়াদের থেকে অধ্যাপকদের সংখ্যা বেশি।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এমন হচ্ছে কেন? কলা বিভাগ যেমন ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই সব বিষয়ে ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলেও বিজ্ঞানের বিভাগগুলিতে এত সমস্যা হচ্ছে কেন? গেল গেল রব উঠছে- পিসিএমবি (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথম্যাটিক্স ও বায়োলজি)-র দিন কি শেষ? সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে যেগুলি উঠে আসছে তা হল, শিক্ষা-জীবিকার সম্পর্কে উদ্ভূত নতুন রসায়ন, পড়ুয়া-অভিভাবকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার আবহে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ বিমুখতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি

২০২০ সালে গৃহীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বহুবছর ধরে অনুসৃত তিন বছরের স্নাতক পাঠক্রমের জায়গায় চার বছরের পাঠক্রম চালু হয়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক বছরের স্নাতকোত্তর কোর্স- এমনকি স্নাতকোত্তর না করেও সরাসরি ডক্টরেট করার সুযোগ। কোভিডের দুটি বছর বাদ দিয়ে ২০২৩ থেকে দেশজুড়ে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়। ইন্টার্নশিপ নিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জটিলতা ও ধোঁয়াশা অব্যাহত।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, নতুন শিক্ষানীতিতে উচ্চমার্গীয় চিন্তাভাবনার মূল উৎস হল উন্নত বিশ্বের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠনের পদ্ধতি ও সাফল্য। আমাদের দেশের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার মাঝে সেগুলি যথাযথভাবে রূপায়িত করা এক ধরনের হারকিউলিস তুল্য কর্মকাণ্ড। সুতরাং আশানিরাশার দোলাচলে পড়ুয়ারা যে বিদ্ধ হবে তা আগেই অনুমিত ছিল। যেমন কিছুদিন আগেও ভাবা যেতে না, অঙ্কের সঙ্গে ইংরেজি বা ইতিহাস নিয়ে উচ্চশিক্ষায় এগিয়ে যাওয়া। এই আন্তর্বিষয় নিয়ে শিক্ষার অভিঘাত এমনকি স্নাতকোত্তর স্তরেও লক্ষণীয়। আবার পড়ুয়ারা বর্ষ মধ্যে ছেদ নিতে পারেন। সব মিলিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়ুয়া-অভিভাবকরাও চিন্তিত তিন অথবা চার বছরের অপশন নেওয়ার ব্যাপারে- চাকরির দুনিয়ায় কোনটি বেশি উপযোগী এসব মাথায় রেখে।

আসন সংখ্যা কি অতিরিক্ত?

ভারত সরকারের ২০২১-'২২-এ আইএসএইচই রিপোর্ট অনুযায়ী ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১৮-২৩ বছরের মধ্যে আছেন প্রায় এক কোটি তিন লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছেলেমেয়ে। ছেলেরা সংখায় সামান্য বেশি- তিপ্পান্ন লক্ষ। সেদিক দিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মেয়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা বেশ আশাব্যঞ্জক। স্নাতক স্তরে পড়তে আসার গড় বয়স ১৮ ধরলে মোটামুটি ২০ লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে পঞ্চাশ ভাগের কম উচ্চমাধ্যমিক পেরোন। এটির অনুকূলে আরও একটি পরিসংখ্যানের দিকে তাকানো যাক। এবছর মাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার- তার মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ পাশ করেছেন। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেই সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের সামান্য একটু বেশি। এখানে পাশের হার প্রায় ৯০ শতাংশ। মজার ব্যাপার, বিষয় নির্বাচনে এখন নতুন ট্রেন্ড- কলা বিভাগে তুলনামূলকভাবে সাফল্য বেশি। মেধাতালিকায় প্রথম দশে কিংবা বিশে বিজ্ঞানের একছত্র আধিপত্য শেষ। যদিও পাশের হার এখনও বিজ্ঞানে বেশি (৯৭ শতাংশ) কলা বিভাগের তুলনায় (৮৮ শতাংশ)। কারণ খুব সহজেই অনুমেয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কথা ভেবে অনেকেই বিজ্ঞান বিষয় নেয়- ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ইত্যাদি মাথায় রেখে। এমনটা অন্যান্য বোর্ড যেমন সিবিএসই, আইএসসি প্রভৃতির ফলাফলেও লক্ষ করা যায়। সুতরাং উপরের সংখ্যাতত্ত্ব বলে দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের স্নাতক স্তরে নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা অতিরঞ্জিত।

পিসিএমবি

উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক স্তরে আসা পড়ুয়াদের মধ্যে একটি প্রামাণ্য অংশ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন জয়েন্ট এনট্রান্স, নিট প্রভৃতিতে অসফল থাকে (কিছু ব্যতিক্রম সর্বকালে আছে)। স্নাতকে বিষয় নির্বাচন এক্ষেত্রে কেরিয়ার তৈরির তুলনামূলক পরিবেশ, স্কোপ এবং প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে। বায়োলজির ক্ষেত্রে প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যায় এবং রসায়নে পড়ুয়ারা আসছেন কারণ এগুলোর থেকে কেরিয়ার সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান নিজেদের আরও সময়োপযোগী ও কেরিয়ারমুখী করে তুলতে না পারলে একটা সময় আসবে যখন বিজ্ঞানভিত্তিক মানব সম্পদে টান পড়বে। এই অসাম্য দেশের বিকাশের অন্তরায়।

মূলত দশটি জরুরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, পরিচালক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খেয়াল রাখতে হবে। এগুলো পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত। ১. কোর্সে ভর্তির জন্য আধুনিক ম্যানেজমেন্টের সঠিক প্রয়োগ। ২. প্রতিযোগিতা সর্বত্র- প্রতিষ্ঠান বনাম প্রতিষ্ঠান। এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়লে চলবে না। ৩. ডিগ্রি ছাপিয়ে অভিজ্ঞতা- এটি চান আধুনিক ছাত্রছাত্রীরা। ৪. পড়ুয়াদের মান এখন অনেক উন্নত। তাই, চাওয়া-পাওয়া চিত্র অনেক পরিণত। ৫. উন্নত প্রযুক্তি ও ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া। ৬. পড়ুয়া ও শিক্ষকদের নিবিড় সম্পর্ক একান্তভাবে দরকার। ৭. সকলকে নিয়ে ঐক্যের পরিবেশ তৈরি। ৮. ক্রমহ্রাসমান সরকারি সহায়তার বাস্তবতা। ৯. ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ফি বারবার পর্যালোচনা করা। ১০. পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের কার্যভার লাঘব। এইসব সামনে রেখে লড়তে হবে যাতে ভর্তি প্রক্রিয়া আরও সুসংহত থেকে পড়ুয়াদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ে। সেক্ষেত্রে আসন সংখ্যা কম ফাঁকা হবে, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

(লেখক কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক)

আজ

১৯৯৭

মাদার টেরেজা আজকের দিনে প্রয়াত হয়েছিলেন।

১৯৯৫

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট সুরকার সলিল চৌধুরী।

আলোচিত

এতদিন অনেক কিছু আউটসোর্স করা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাতেও আউটসোর্সিং হয়েছে। তবে এই প্রথম আমাদের রাজ্যে আইন আউটসোর্স করা হল। ধর্ষণ নিয়ে বিলটি তৈরি করল ভাড়াটে সংস্থা।

- মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

হঠাৎই বিশ্বজুড়ে প্রচারের আলোয় পোল্যান্ডের এক অখ্যাত সমুদ্রসৈকত। বলা হচ্ছে, জাস্তারনিয়া নামে এই শহরের থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক কম। তুলনায় সৈকতটি অসাধারণ। ছবি ভাইরাল হওয়ায় ইউরোপের প্রচুর পর্যটক ছুটছেন এখন পোল্যান্ডে। লক্ষ্য জাস্তারনিয়া।

ভাইরাল/২

চেন্নাই থেকে ইন্ডিগোর বিমান যাচ্ছিল মুম্বইয়ে। এক যাত্রী পাইলটকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছোড়েন হিন্দিতে ঘোষণা করার জন্য। পাইলট প্রদীপ কৃষ্ণন তামিলনাড়ুর লোক। হিন্দি ভালো জানেন না। তবু চমৎকার ঘোষণা করেন। তাঁর ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

বুদ্ধদেব বসু যখন শিক্ষক

নয়ের দশকে আমরা যখন ফালাকাটা হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, তখন আমাদের ইংরেজি পড়াতেন বিশিষ্ট শিক্ষক হৃষীকেশ চক্রবর্তী। আমার দাদা শিক্ষক হরচন্দ্র চক্রবর্তীর পরামর্শমতো মাঝে মাঝে হৃষীকেশবাবুর বাড়িতে গিয়ে ইংরেজি পড়তাম। তারপর একদিন স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে কলকাতার একটি নামকরা কলেজে ভর্তি হলাম। সেই সময়ে একদিন আমাদের কলেজে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কবি বুদ্ধদেব বসু পড়ালেন টমাস গ্রে'র কবিতা 'এলেগি রিটেন ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড'। পরে তিনি আমাদের অনুরোধ করলেন সেই কবিতার দুটি লাইনের ব্যাখ্যা লিখে গরমের ছুটির পর কলেজের অধ্যাপককে দেখিয়ে নিতে। বুদ্ধদেববাবুর সেই কবিতার বিশ্লেষণ ভোলার নয়।

গরমের ছুটিতে ফালাকাটায় ফিরে এসে চলে গেলাম হৃষীকেশবাবুর বাড়িতে এবং মাস্টারমশাইকে অনুরোধ করলাম ওই লাইন দুটির ব্যাখ্যা লিখে দিতে। মাস্টারমশাই ব্যাখ্যাটি লিখে দিলে আমি সেটা নিজের হাতে লিখে ফেললাম। ছুটির পর কলকাতায় এসে বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতে গিয়ে ওই লেখাটি তাঁকে দিলাম। পরে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন, "পরিতোষ, 'এলেগি' কবিতার ওই লাইনের এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি এর আগে পড়িনি। যিনি লিখেছেন তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। তবে তোমার হাতের লেখাও সুন্দর- বুদ্ধদেব বসু।"

পুজোর ছুটিতে ফালাকাটায় এসে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি যাই এবং বুদ্ধদেব বসুর লেখাটি তাঁকে দিই। লেখাটি পড়ে তাঁর মুখটি গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়তে লাগল। মাস্টারমশাই লেখাটি স্কুলে নিয়ে গেলে সব মাস্টারমশাই সেটা পড়ে দারুণ খুশি হলেন এবং নতুন চৌপথির গোপালদা'র দোকানের চা-রসগোল্লা সহযোগে উৎসবের মেজাজে ওই শুভক্ষণটি পালন করলেন। আমিও পাশেই ছিলাম- হৃষীকেশবাবুর গৌরবে আমার সে কী অহংকার। সেই স্মৃতি আমার কাছে আজও অমলিন। এখনও অনেক আশা, শিক্ষকরাই ছাত্রদের দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করেন যাঁরা আগামীদিনে গড়ে তুলবে উজ্জ্বল এবং শ্রেষ্ঠ এক নতুন ভারত।

পরিতোষ চক্রবর্তী, লেকটাউন, শিলিগুড়ি।

বার্ধক্যে মনে পড়ে শিক্ষকদের কথা

বর্তমানে বার্ধক্যের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আজও আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহের পরশ অনুভব করি আর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। রাস্তাঘাটে যখন যেখানেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হত, তখন শ্রদ্ধায় আপনাআপনিই মাথা নত হয়ে তাঁদের পা দুটোতে হাত চলে যেত, শুধুমাত্র আশীর্বাদ পাওয়ার লোভে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশীর্বাদ পেয়ে জীবন ভালোই কাটিয়েছি।

আশা করব, বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্পর্ক আমাদের সময়কার মতোই পবিত্র ও আন্তরিক থাকুক। শিক্ষক দিবসে মানুষ গড়ার প্রতিটি কারিগরকে জানাই শ্রদ্ধা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য রইল প্রকৃত মানুষ হওয়ার শুভকামনা।

অঞ্জলি চন্দ (দত্ত), পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

শিক্ষক সংগঠন ও দলের আমি দলের তুমি

শিক্ষকদের কাজ এখন অনেক বেড়েছে। তাঁদের এতরকম সমস্যা। শিক্ষক সংগঠনগুলো এসব নিয়ে কথা বলে না।

পরাগ মিত্র

তুম মানো ইয়া না মানো, জমানা বদলে গিয়েছে। ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের, স্লিম ট্রিম জীবনের ঠমকেও শিক্ষক দিবসও আজ ইভেন্ট। সংবর্ধনা, উত্তরীয়, প্রশস্তি, শপথের ভিড়ে মাস্টারের মনের কথার পরিসর কতটুকু?

কোন বোর্ড ভালো? তর্কের তুফানে যে বাস্তবতা হারিয়ে যায়, সারা দেশে সব শিশুর জন্য অভিন্ন পাঠক্রম ঢক্কানিনাদে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পার করা দেশেও চালু করা যায়নি। মাতৃভাষা, স্থানীয় ইতিহাস বাদ দিয়ে সকলের জন্য এক পাঠক্রম কি খুব কঠিন? রাজ্য-কেন্দ্রের অধিকারের প্রেক্ষিতে বলতেই হবে মানুষের জন্য আইন না আইনের জন্য মানুষ? শিক্ষায় জাতীয় বাজেটের ৬ শতাংশ বরাদ্দর কথা বলা হয়েছে ১৯৬৬-তে, নতুন শিক্ষানীতিতেও। ছয় শতাংশের বরাদ্দের ঘণ্টা আজও সুদূরপরাহত।

উনুনে হাঁড়ি বসালেই সুস্বাদু রান্না হয় না। আঁচ রাখতে চোঙায় ফুঁ দিয়ে যেতে হয়। শিক্ষক সেই চোঙাওয়ালা।

শিক্ষকের অপ্রতুলতা তাই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রাচীনতমর অন্যতম সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। কম্পিউটার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নেই। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ অবধি বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, জীবনবিজ্ঞানে শিক্ষক একজন। সরকারি স্কুলে এই হাল হলে ডুয়ার্সের মেটেলি হাইস্কুল হোক বা টোটোপাড়ার ধনপতি টোটো মেমোরিয়াল হাইস্কুল- সংকটের কথা বোঝাই যায়।

সরকারি দপ্তরের এক্সটেনশনের ঠেলায় শিক্ষক নোডাল অফিসারও। ক্লাসের ফাঁকে মাথা গোঁজা প্রকল্পের ডেটা এন্ট্রিতে। কারও আধার নেই বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সাইকেল কে নিল না ...। এমনকি রাতে বাড়ি ফিরেও। বিএলও'র ডিউটির সঙ্গে ক্লাস। প্রাইমারিতে ক্লার্ক নেই। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ দুই। বহু প্রতিষ্ঠানে নেই। দিনরাত রিপোর্ট পাঠানোর ঠেলায় বিদ্যালয় প্রধানের ওষ্ঠাগতপ্রাণ, লেসন প্ল্যান যাচাই পরের কথা।

আগে শুনেছেন 'আমরা বেতন বাড়িয়েছি'। এখন শোনেন মাসপয়লা বেতনের কৃতিত্বের বড়াই। অতএব থাকো সাষ্টাঙ্গ বশে। শিক্ষক সংগঠনের চরিত্র হওয়া উচিত যখন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজকে নিয়ে সমন্বয়ের, তখন প্রকাশ দলের আমি দলের তুমি দল দিয়ে যায় চেনার মোড়কে। অথচ মাধ্যমিকের খাতার ঘাড়ে উচ্চমাধ্যমিকের খাতা, সিলেবাসের সুবিধা-অসুবিধা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসার, কোথাও ঠাঁই নেই, কোথাও ছাত্র বা শিক্ষকের হাহাকার, বিদ্যালয়ের ভাঁড়ে মা ভবানী- শিক্ষকদের সংগঠন বলবে না?

ফাঁকিবাজ, মিড-ডে-মিল নিয়ে অনিঃশেষ তির, সরকারি দপ্তরের চেয়ে কম ছুটি সত্ত্বেও 'ছুটি'র বদনাম...। ত্রুটি অবশ্যই আছে। তবুও প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রীর লোকশিল্পে রাজ্য স্তরে পুরস্কার, ইটের উপর ইট রেখে স্বপ্না বর্মন, ঝুঁকি নিয়ে বিয়ে রোধ, ন্যুব্জতার কানে 'ফাইট... ফাইট', প্রান্তিক পরিবার মেধাতালিকায় ... অনেক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্ষিদ্দাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাতেই বিদ্যালয়গুলো সপ্রাণ।

অবসরের সময় পেনশন নিয়ে উৎকণ্ঠায় আপস যেন কারও মাথা নীচু না করে, তৃণমূল স্তরের শিক্ষকের চিন্তনের সঙ্গে সদরের যান্ত্রিকতাহীন যোগাযোগ, বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরেও যাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করছেন আবেদন ব্যতিরেকে তাঁদের সম্মাননা জ্ঞাপন- বেত নয়, হৃদয় দিয়েই শিক্ষক সমাজ জবাকুসুম সংকাশ সকাল এনে দেবেন।

শিক্ষক দিবস সে নিশ্চয়তার অঙ্গীকার হোক।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩০

পাশাপাশি : ১। হৃদয় সম্পর্কিত, আন্তরিক ৩। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মতবিশেষ ৪। দুর্গার রূপবিশেষ, কোপন স্বভাবা নারী ৫। তীব্র আলোর ছটা, প্রখর দীপ্তির স্ফুরণ ৭। ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১০। জেল, জেলখানা ১২। চিরকাল, অনন্তকাল ১৪। দুষ্ট ও বদমাশ, পাজি ১৫। বংশ, উঁচু সম্ভ্রান্ত অভিজাত বংশ ১৬। ধারালো অস্ত্র দিয়ে নরম জিনিস কেটে ফেলার ধ্বনি।

উপর-নীচ : ১। বৃত্তিমূলক কাজে সুখ্যাতি, দক্ষতার খ্যাতি ২। মোটা দড়ি, কাছি, মহুয়া ফল ৩। তিরস্কার ৬। চণ্ডীদেবীর এক রূপ ৮। চুল, অলক ৯। খুব জোরে ঘোরার ভাব, কৃমি দমনকারী মিঠাইবিশেষ ১১। রামানন্দ প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ ১৩। পাপ।

সমাধান ■ ৩৯২৯

পাশাপাশি : ২। হালচাল ৫। মধ্যমা ৬। হাড়কৃপণ ৮। ছল ৯। ধাম ১১। কনকচাঁপা ১৩। গরিমা ১৪। মায়াবাদ।

উপর-নীচ : ১। ধুমধাম ২। হামা ৩। চাঙড় ৪। মরণ ৬। হাল ৭। কৃত্রিম ৮। ছত্রক ৯। ধাপা ১০। ধুন্ধুমার ১১। কনক ১২। চাঁদোয়া ১৩। গদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিবরাজ ও রিজিজুর নিশানায় মমতা

‘অপরাজিতা’ মহারাষ্ট্রে চান পাওয়ার

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।

শারদ পাওয়ার

মঙ্গলবারের বিল পাশ ইতিহাস তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই বিল আনার চিন্তাভাবনা চলছে। শারদ পাওয়ারের মতো নেতাও মহারাষ্ট্রে ধর্ষণবিরোধী বিলের দাবিতে সরব হয়েছেন।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য

আরজি করের ঘটনা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। কেন অতীতে নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতি দেখাননি? দিদিকে এর উত্তর দিতে হবে।

শিবরাজ সিং চৌহান

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ঘটনার রেশ ধরে মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ‘দ্য অপরাজিতা উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৪’ পেশ হয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে সেই বিল পাশ হয়েছে। এবার এরাজ্যের ধাঁচে ধর্ষণবিরোধী বিল আনার দাবি উঠল মহারাষ্ট্রে। এক সাক্ষাৎকারে এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ার বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাশ হওয়া বিলে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্রেও ওইরকম বিল আনা উচিত।’

পাওয়ারের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে প্রচারে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা এক্স পোস্টে লিখেছেন, বাংলা পথ দেখায়। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘মঙ্গলবারের বিল পাশ ইতিহাস তৈরি করেছে। বিভিন্ন রাজ্যে এই ধরনের বিল আনার চিন্তাভাবনা চলছে। শারদ পাওয়ারের মতো নেতাও মহারাষ্ট্রে ধর্ষণবিরোধী বিলের দাবিতে সরব হয়েছেন।’ মঙ্গলবার বিধানসভায় তৃণমূলের সঙ্গে টানাপোড়েনে জড়ালেও অপরাজিতা বিল পাশে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তড়িঘড়ি বিল পাশকে আরজি কর কাণ্ড থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা বলে মনে করছে গেরুয়াশিবির। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা শিবরাজ সিং চৌহানের মতে, চাপে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ধর্ষণবিরোধী বিল পাশ করেছে। এই বিলের আওয়ায় শেখ শাহজাহানের মতো নেতাদের শাস্তি হবে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। শিবরাজ সিংয়ের কথায়, ‘দিদি চাপে পড়ে এই বিল এনেছেন। আরজি করের ঘটনা থেকে মানুষের নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘আগে এই বিল কেন আনেননি? কেন অতীতে নির্যাতিতার প্রতি সহানুভূতি দেখাননি? দিদিকে এর উত্তর দিতে হবে। নতুন আইনের আওতায় কি শেখ শাহজাহানের মতো লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে? এটা নজর ঘোরানোর চেষ্টা।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরজি করে মহিলা চিকিৎসক খুনের ঘটনায় রাজনীতি করার অভিযোগ করেছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বুধবার এক্স পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, অপরাধ ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। রিজিজু জানান, ২০১৮-য় সংসদে ধর্ষণবিরোধী কঠোর আইন পাশ করেছিল কেন্দ্র। যার লক্ষ্য ছিল দ্রুত বিচার এবং বিচারাধীন ধর্ষণ এবং পকসো আইনের আওতায় দায়ের মামলাগুলির জন্য ফাস্ট ট্র্যাক বিশেষ আদালত (এফটিএসসি) প্রতিষ্ঠা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের এফটিএসসি স্থাপনের উদ্যোগে শামিল হয়নি। রিজিজুর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে ২০টি পকসো আদালত সহ মোট ১২৩টি এফটিএসসি স্থাপনের কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের অনুমতি না মেলায় তা সম্ভব হয়নি।

চিকিৎসকদের সুরক্ষার হিসাব চাইল কেন্দ্র

সব রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক খুনের পর দেশজুড়ে নিরাপত্তার দাবিতে সরব হয়েছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন কী কী পদক্ষেপ করেছে সেই ব্যাপারে জানতে চাইল কেন্দ্র। বুধবার এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব অপূর্ব চন্দ্র। রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিদের কাছে পাঠানো ওই চিঠিতে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব রাজ্যের সরকারকে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

২২ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছিল, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে হবে কেন্দ্রকে। ২৮ অগাস্ট সেই বৈঠক হয়েছে। সেখানে কেন্দ্রের তরফে নিরাপত্তা ইস্যুতে বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রের পরামর্শ মেনে পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকারগুলি। একাধিক রাজ্য নিজস্ব উদ্যোগে বাড়তি পদক্ষেপ করেছে। যাবতীয় পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ ‘অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট’ হিসাবে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছে পাঠাতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রের পরামর্শে যেসব হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি সেগুলিকে চিহ্নিত করে নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সিসিটিভি লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। হাসপাতালে নিরাপত্তা কমিটি গঠন এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিকে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে ফেরার অনুরোধ জানিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, আরজি করের ঘটনা ভারতকে আলোড়িত করেছে। গোটা দেশ ওই নিহত চিকিৎসককে কন্যা সন্তানের স্বীকৃতি দিয়েছে। ঘটনাটি সমস্ত চিকিৎসককে নাড়া দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলাটির শুনানি করছে। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন বিচারের বিষয়টি শীর্ষ আদালতের হাতে ছেড়ে দেন। তাঁদের কাছে কাজে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীর জিততে আবেগই অস্ত্র রাহুলের

‘পরিবারের সঙ্গে রক্তের বন্ধন রাজ্যের’

আমি জানি, মোদির আগের আত্মবিশ্বাস আর নেই। ৫৬ ইঞ্চির ছাতিও আর নেই। কিছুদিন পরেই আমরা মোদি এবং বিজেপিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেব।

রাহুল গান্ধি

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের মন জিততে গোড়া থেকেই আমজনতার আবেগে শান দেওয়া শুরু করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। একদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনরুদ্ধার অন্যদিকে এই অঞ্চলের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের বিষয়টি সামনে রেখে প্রচারের সুর চড়িয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে মেহবুবা মুফতি, গুলাম নবি আজাদদের নাম না করে বিরোধী দলনেতা এও জানিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন বিধানসভা ভোটে একদিকে বিজেপি-আরএসএস রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস, এনসি, ইন্ডিয়া জোট রয়েছে। মাঝে আর কেউ নেই। ভোট যেন ভাগ না হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম দফার ভোট ১৮ সেপ্টেম্বর। রাহুলের সঙ্গে এদিন ছিলেন এনসি সভাপতি ফারুক আবদুল্লা, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মির প্রমুখ।

জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা নিয়ে রাহুল বলেন, ‘ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে রাজ্যে পরিণত করা হত। একটি রাজ্য ভেঙে নতুন রাজ্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমবার ভারতের কোনও রাজ্যের মর্যাদা রদ করে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এমন কাজ আগে কখনও হয়নি। তাই সবার আগে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।’ তাঁর সাফ কথা, ‘আমরা চেয়েছিলাম নির্বাচনের আগে আপনাদের যেন রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য হওয়ার পর যেন নির্বাচন হয়। বিজেপি এটা চায়নি। আমরা বলছি, বিজেপি চাক বা না চাক, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষকে আমরা রাজ্যের মর্যাদা দেব।’

মোদিকে বিরোধী দলনেতার তোপ, ‘কেন্দ্রীয় সরকার এখন বিরোধীদের কথায় চলে। আমরা যা বলব তাই করা হবে। আমরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মোদিকে শেষ করে দিয়েছি। আমি সংসদে ওঁর সামনে বসি। আমি জানি, ওঁর আগের আত্মবিশ্বাস আর নেই। ৫৬ ইঞ্চির ছাতিও আর নেই। কিছুদিন পরেই আমরা মোদি এবং বিজেপিকে সরকার থেকে সরিয়ে দেব।’ ল্যাটারাল এন্ট্রি স্কিম, জাতিভিত্তিক জনগণনা নিয়ে সরকারের পিছু হটা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি। অনন্তনাগের সভায় রাহুল বলেন, ‘আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, হয় বিজেপি আপনাদের রাজ্যের মর্যাদা দেবে, নয়তো ইন্ডিয়া জোটের সরকার ক্ষমতায় এসে আপনাদের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেবে।’

এলজি মনোজ সিনহাকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির তোপ, ‘১৯৪৭ সালে আমরা রাজাদের সরিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি করেছিলাম এবং দেশকে সংবিধান দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ জম্মু ও কাশ্মীরে এলজি নামের এক রাজা বসে রয়েছেন। যিনি আপনাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে বাইরের লোকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন।’ কাশ্মীরের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের রক্তের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে রাহুল এদিন বলেন, ‘আপনাদের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। এটা রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়। রাজীব গান্ধি, ইন্দিরা গান্ধি কিংবা জওহরলাল নেহরু, যিনিই হোন না কেন, আপনাদের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক রয়েছে। আপনারা আমার থেকে যা চান, আমার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে। আমি সংসদে আপনাদের সেবা করতে চাই। আপনাদের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে কথা বলব।’ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিজেপি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ তোলেন রাহুল।

হরিয়ানার ভোট দঙ্গলে এবার ভিনেশ-পুনিয়া

বজরং পুনিয়া ও ভিনেশ ফোগটের সঙ্গে রাহুল গান্ধি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : জল্পনা এবার সত্যি হতে চলেছে। হরিয়ানার আসন্ন বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন দুই খ্যাতনামা কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন দুজন। সূত্রের খবর, ভিনেশ ফোগটকে জুলানা বিধানসভা আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। ওই আসনটি বর্তমানে জেজেপির হাতে রয়েছে।

অপরদিকে বাদলি আসনে হাত প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বজরং পুনিয়া। গতবার ওই আসনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। শীঘ্রই ভিনেশ এবং বজরং আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। সোমবার হরিয়ানায় প্রার্থীতালিকা নিয়ে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিটি-র (সিইসি) বৈঠক বসে। সেখানে প্রাথমিকভাবে ৩৪ জনের প্রার্থীতালিকা তৈরি হয়েছে। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট।

জাঠ-ভূমে কংগ্রেসের সঙ্গে আপের আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে ভিনেশ ফোগট-বজরং পুনিয়াদের কংগ্রেসে যোগদান এবং বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার ইঙ্গিত হাত শিবিরে খানিকটা অক্সিজেন দিয়েছে।

রাজনীতিতে ভিনেশের যোগদান ঘিরে জল্পনা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। গত সপ্তাহে শাম্ভু সীমানায় অবস্থানরত কৃষক আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। কৃষকদের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন ভিনেশ। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রভাবশালী বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধেও ভিনেশ, বজরং পুনিয়ারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেস।

কংগ্রেসের প্রার্থী হতে পারেন

১০০ গ্রাম ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য সদ্য অনুষ্ঠিত প্যারিস অলিম্পিক থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন ভিনেশ। তখনও কংগ্রেস তাঁর প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়েছিল। তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা। কিন্তু বয়সের কারণে রাজ্যসভার ভোটে দাঁড়ানো সম্ভব নয় বলে তখন থেকেই ভিনেশকে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। ভূপিন্দর-পুত্র দীপেন্দর সিং হুডার সঙ্গেও ভিনেশ-বজরংদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো।

কঙ্গনার সিনেমা ঘিরে বাড়ছে জট

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর : বিজেপি সাংসদ তথা বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ‘এমার্জেন্সি’ সিনেমাটির মুক্তি ঘিরে ক্রমশ জট বাড়ছে। ছবিটি যাতে দ্রুত মুক্তি পায় সেই আর্জি জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নির্মাতারা। সেইজন্য সিবিএফসিকে ছবিটির মুক্তির শংসাপত্র দেওয়ার নির্দেশ দিতেও অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বুধবার হাইকোর্ট সেই নির্দেশ দেয়নি। উলটে বিচারপতিরা জানিয়ে দেন, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট ছবি নিয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে তার বাইরে তাঁরা কিছু বলতে পারবেন না। তবে সিবিএফসিকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে বলা হয়েছে। সিবিএফসি ছাড়পত্র দিতে বিলম্ব করায় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের টিম সরব হয়েছে। ‘এমার্জেন্সি’র ছাড়পত্র বেআইনিভাবে আটকে রাখার জন্য আদালত তিরস্কার করেছে। বম্বে হাইকোর্ট বলেছে, ছবিটি তৈরি করতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে তা যেন মাথায় রাখে সিবিএফসি। সিনেমাটি ৬ তারিখ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধির চরিত্রে অভিনয় করেছেন কঙ্গনা।

সিবালের প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : গোরক্ষকদের হাতে হরিয়ানায় এক দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ার খুন হওয়ার ঘটনায় উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কৈফিয়ত দাবি করলেন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিবাল। সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী এক্স হ্যান্ডেলে বলেন, আমাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আরিয়ানকে গুলি করে খুন করেছে হরিয়ানার গোরক্ষকরা। হিংসার অ্যাজেন্ডাকে তারা উসকানি দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এ ব্যাপারে কথা বলবেন। আরজি কর কাণ্ডে সিবালের বয়ান নিয়ে সম্প্রতি সমালোচনা করেছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর।

রাহুলের দান

তিরুবনন্তপুরম, ৪ সেপ্টেম্বর : বিধ্বস্ত ওয়েনাডের জন্য বেতনের পুরো টাকাটাই দিলেন রাহুল গান্ধি। এই বিষয়ে অন্যদেরও এগিয়ে আসার ডাক দেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘ওয়েনাডবাসীর ত্রাণ ও পুনর্বাসনের সহায়তায় আমি পুরো মাসের বেতন দিচ্ছি। দেশবাসীকেও এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। ওয়েনাড আমাদের দেশের এক সুন্দর জায়গা।’ কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ‘স্ট্যান্ড উইথ ওয়েনাড’ বলে একটি অ্যাপ চালু করেছে।

ধসের বলি ৬

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর : অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে ভূমিধসে বিপর্যস্ত নাগাল্যান্ড। মঙ্গলবার রাতে ধসের ছয় ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। রাজধানী কোহিমার সঙ্গে রাজ্যের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ডিমাপুরের সঙ্গে সংযোগকারী রাস্তায় ধসের জেরে সড়কপথ সহ বহু ঘরবাড়ি ক্ষতি হয়েছে ও খাবারের রেস্তোরাঁর। ফেরিমায় নেমেছে কাদা-স্রোত। সেইপামায় ধস।

সেবি-তে ডামাডোল চলছে, অর্থমন্ত্রককে চিঠি কর্মচারীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রবল মানসিক চাপ আর নেতৃত্বের অপেশাদার মনোভাব বাড়ছে সেবিতে, অভিযোগ কর্মচারীদের। স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ ওঠায় ইতিমধ্যেই প্রবল চাপে সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরিবিচ। সেবি কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, সেখানকার কর্মসংস্কৃতি খুবই খারাপ এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে, কর্মদক্ষতাও ধাক্কা খেয়েছ। আর এই সবকিছুই মাধবী পুরিবিচের সময়ে হয়েছে বলে চিঠিতে অভিযোগ করেছেন সেবির কর্মচারীরা।

তাঁদের অভিযোগ, ‘গত ২-৩ বছরে সেবিতে ভীতির পরিবেশ। পাশাপাশি চিৎকার, চেঁচামেচি, ঝগড়া এবং জনসমক্ষে হেনস্থা প্রতিটি বৈঠকে নিয়মিত হয়ে উঠেছে।’ চিঠিতে আরও উল্লেখ, উচ্চ পদে থাকা কিছু ব্যক্তি কর্মচারীদের ডাক নাম উল্লেখ করে তাঁদের ওপর চিৎকার করছেন, এবং উচ্চপদস্থ ম্যানেজমেন্টের তরফে এই ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে, ‘নেতৃত্বের চিৎকার, গালাগালির সামনে কর্মচারীরা ঝুঁকে পড়ছেন এবং নেতৃত্ব অপেশাদার ভাষার ব্যবহার করছেন, এগুলি বন্ধ করতে হবে।’ সেখানকার কর্মচারীদের সমস্ত পদক্ষেপ এবং চলাফেরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন কর্মচারীরা। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, কর্মীদের সামনে অবাস্তব মাত্রায় লক্ষ্যমাত্রা রাখা হচ্ছে।

‘কর্মচারীরা রোবট নন, যে সুইচ ঘুরিয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যাবে।’ অভিযোগ চিঠিতে। কর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা বিশেষজ্ঞের ওপরেও মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়েছে বলে অভিযোগ কর্মচারীদের।

নেপাল নোটেও ভারতের এলাকা

কাঠমান্ডু, ৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের ৩টি এলাকাকে নিজেদের মানচিত্রে যুক্ত করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের সূত্রপাত করেছিল নেপাল। এবার সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে প্রতিবেশী দেশ। মঙ্গলবার সে দেশের সরকারি সূত্র জানিয়েছে, আগামী একবছরের মধ্যে নেপালে নতুন নোট চালু হতে চলেছে। সেখানেও থাকবে নতুন মানচিত্র। যেখানে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলি ভারতের অংশ। ৩টি এলাকার ওপর নেপালের দাবি আগেই খারিজ করে দিয়েছে ভারত। তারপরেও ভারতীয় এলাকাকে যুক্ত করে নেপালের মানচিত্র তৈরি এবং সেই মাত্রচিত্রকে নতুন নোটে ঠাঁই দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। গত ৩ মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড নেপালের মানচিত্র সংবলিত নতুন নোট ছাপানোর প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সূত্রটি জানিয়েছে, সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক আগামী ৬-১২ মাসের মধ্যে নোট

ছাপার প্রক্রিয়া শেষ করবে। তারপর সেই নোট বাজারে ছাড়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০২০-র মে-তে ভারতের কালাপানি, লিপুলেখ ও লিম্পিয়াধুরার ওপর দাবি জানিয়ে নতুন মানচিত্র প্রকাশ করেছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নেতৃত্বাধীন সরকার।

ত্রিপুরায় দুই গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : ত্রিপুরায় শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র উপস্থিতিতে ত্রিপুরার দুটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন এনএলএফটি, এটিটিএফ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে ত্রিপুরায় ওই দুই সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের অবসান ঘটল। অমিত শা এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনাকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘৩৫ বছর ধরে চলা লড়াই শেষে ওই সংগঠনগুলি অস্ত্র ছেড়ে মূলস্রোতে যোগ দিয়েছে। এটা আমাদের সবার কাছে একটি আনন্দের বিষয়।’ ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার দায়বদ্ধ বলেও জানান শা। তিনি দাবি করেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্ব এবং দিল্লির মধ্যে দূরত্ব কমেছে। এদিন চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহাও।

৩০ জনের মৃত্যুদণ্ড কিমের নির্দেশে

সিওল, ৪ সেপ্টেম্বর : কাজে গাফিলতি বরদাস্ত করবেন না উত্তর কোরিয়ার কর্ণধার কিম জং উন। কর্তব্যে গাফিলতির কারণে ৩০ জন আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। চলতি জুলাইয়ে তা কার্যকর হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সূত্র উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে

দক্ষিণ কোরিয়ার এক সংবাদমাধ্যম।

চলতি জুলাইয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত হয়েছিল উত্তর কোরিয়া। ব্যাপক বৃষ্টির সঙ্গে বন্যা, ভূমিধসে চার হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুচ্যুত হন ১৫ হাজার মানুষ। বন্যা ও ভূমিধস রোধে ব্যর্থ হন সরকারি আধিকারিকরা। দুর্যোগের বলি হন প্রায় এক হাজার মানুষ। সরকারি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কিমের মতে, আধিকারিকরা তেমনভাবে চেষ্টা করলে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি রুখতে পারতেন। তাঁদের চেষ্টা না থাকাতেই এমন ঘটনা। তারপরেই কাজে অবহেলার কারণে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেন। যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

টেক্সাসে গাড়ি দুর্ঘটনা, মৃত্যু ৪ ভারতীয়ের

ওয়াশিংটন, ৪ সেপ্টেম্বর : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের আন্নায় এক ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় চার ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের একজন মহিলা। তাঁর বাড়ি তামিলনাড়ুতে। মৃতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা।

টেক্সাস পুলিশ জানিয়েছে, একটি ট্রাক বেপরোয়াভাবে এসে এসইউভির পিছনে ধাক্কা মারলে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ির চার আরোহী ঝলসে পুড়ে মারা যান। তাঁরা বাইরে আসার সুযোগ পাননি। দেহগুলি ভীষণভাবে পুড়ে যাওয়ায় চেনা যাচ্ছে না। দেহ শনাক্তের জন্য ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে।

রয়টার্স জানিয়েছে, আরোহীরা সকলেই আরকানসর বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। তাঁরা একটি কারপুলিং অ্যাপের মাধ্যমে এসইউভি গাড়িটি ভাড়া করেছিলেন। হতভাগ্য চার যাত্রীর মধ্যে আরিয়ান রঘুনাথ ওরামপতি ও তাঁর বন্ধু ফারুক শেখ হায়দরাবাদের বাসিন্দা। তাঁরা আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন। দর্শিনী বাসুদেবনের বাড়ি তামিলনাড়ুতে। তিনি টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরি করছিলেন। তিনি মামার সঙ্গে দেখা করার জন্য বেন্টনভিলে যাচ্ছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন লোকেশ পালাচারলা।

ভোপাল জাদুঘরে চুরির চেষ্টা ব্যর্থ

ভোপাল, ৪ সেপ্টেম্বর : জাদুঘরে চুরির চেষ্টা ভেস্তে দিল পুলিশ। বিপুল পরিমাণ প্রত্নসামগ্রী সহ ধরা পড়েছে চোর। ঘটনাস্থল মধ্যপ্রদেশের ভোপাল। সোমবার বন্ধ থাকে ভোপাল স্টেট মিউজিয়াম। বিনোদ নামে চোরটি রবিবার টিকিট কেটে জাদুঘরে ঢুকেছিল। তারপর সিঁড়ির তলায় ঘাপটি মেরে বসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, চুরির পর গোটা রাত জাদুঘরে কাটিয়ে পরদিন পালাবে। বন্ধ জাদুঘরে গুপ্ত, মোগল ও নবাবি আমলের বহু সামগ্রী চুরি করে বিনোদ।

কিন্তু রাতেই চুরির বিষয়টি বুঝতে পারেন জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। খবর যায় পুলিশে। বিরাট পুলিশ বাহিনী জাদুঘর ঘিরে ফেলে। পরদিন ভোটে জাদুঘরের ২৫ ফুট পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করে চোর। কিন্তু নিরাপত্তার কড়াকড়ি দেখে পাঁচিল টপকানোর ঝুঁকি নেয়নি। একটি ঝোপে লুকিয়ে পড়ে সে। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশকর্মীরা তাকে ঝোপ থেকে বের করে আনেন। তার কাছ থেকে ১০০টি মুদ্রা ও মেডেল উদ্ধার করা হয়েছে। যার মোট বাজারদর ১৫ কোটি টাকা।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত তিন

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল কালিম্পং থানার পুলিশ। ধৃতরা রূপাশ তামাং, অ্যান্ড্রিউ লেপচা ও নিকল লেপচা। অভিযোগ, শিলিগুড়ি থেকে একটি চারচাকার গাড়িতে সিকিমের মল্লিতে ওই নেশার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে।

গ্রেপ্তার পাঁচ

কিশনগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জের যৌনকর্মীদের পল্লি প্রেমনগরে বুধবার দুপুরে পুলিশি হানায় চার মহিলা সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে একজন পেশায় দালাল। পুলিশ সুপার সাগর কুমারের নির্দেশে তৈরি সিট এদিন দুপুরে সেখানে হানা দিয়েছিল। পুলিশ সুপার জানান, ওখানে নারী কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। অভিযানে সিটের সঙ্গে বাহাদুরগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ ও পাথামারি থানার পুলিশ অংশ নিয়েছিল। হানার খবর পেয়ে বেশকিছু মহিলা ও দালাল পালিয়ে যায়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ আদালতে হাজির করা হবে বলে বাহাদুরগঞ্জ থানার আইসি অভিনব পরাশর জানান।

জেলার খেলা

সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা পরিষদের কর্মকর্তারা।

অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার, কল্যাণ সেনগুপ্ত, ডাঃ পিআর সেন ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবল বৃহস্পতিবার শুরু হবে। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী এই কথা ঘোষণা করেন। ফুটবল সহ সচিব অমরদীপ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস ঘোষ, ট্রফি ডোনার শ্যামল তরফদার, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্তদের সঙ্গে নিয়ে ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠেয় ১৬ দলের প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিং ও সরোজিনী সংঘ। পরে বিকাল ৪টায় মুখোমুখি হবে শালুগাড়া নেত্রবিন্দু সংঘ ও নকশালবাড়ি এফসি। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল নেতাজি এফসিসি, হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমি, জ্যোতিনগর প্রগ্রেসিভ ইউনিট, উইনার্স এফসিসি, তরুণ তীর্থ ফুটবল কোচিং সেন্টার, ভিএনসি মর্নিং সকার, শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি, রায় ফুটবল কোচিং ক্যাম্প, তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমি, ড্রিম ফুটবল কোচিং ক্যাম্প, ঘোগোমালি ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ও জিওয়াইএসডি অধিকারী। প্রতিটি ম্যাচের সেরাকে স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ট্রফি দেওয়া হবে। ফাইনাল ১৬ সেপ্টেম্বর।

জোড়া গোল পূজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে বুধবার সালেসিয়ান কলেজ ২-০ গোলে বীরপাড়া কলেজকে হারায়। ফালাকাটা কলেজের মাঠে জোড়া গোল করেন পূজন সুব্বা। ফালাকাটা কলেজ ২-১ গোলে কার্সিয়াং কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। ফালাকাটার সায়ন রায় ও বিবেক কার্জি গোল করেন। কার্সিয়াংয়ের গোলটি রাহুল বর্মনের। ময়নাগুড়ি কলেজ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাজগঞ্জ কলেজকে হারায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

তোদের জন্যই তো...

'স্যর' ডাকটা একবার শুরু হলে তা চলতে থাকে সারাজীবন। কেউ অবসরের পরও নিয়ম করে পড়াতে ভোলেন না, কেউ আবার ছাত্রছাত্রীদের সুবিধের জন্য শিখে ফেলেন নতুন ভাষা। শিক্ষক দিবসে দুই জেলার বিশেষ 'স্যর'দের নিয়ে প্রতিবেদন।

নর্থবেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিষ্ণেন্দু বাগ।

অবসরের পরেও 'ছুটি' নেই বিষ্ণেন্দুর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : নর্থবেঙ্গল ইনস্টিটিউট অফ হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিষ্ণেন্দু বাগ অবসর নিয়েছেন প্রায় চার মাস আগে। কিন্তু শিক্ষকতা থেকে ছুটি নেননি। প্রতিদিন রুটিন মেনে স্কুলে আসেন। ক্লাস করান। তার জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেন না। এভাবেই একা হাতে টিকিয়ে রেখেছেন স্কুল।

বহু বছর ধরে মাস এডুকেশন দপ্তরের তরফে বন্ধ রয়েছে শিক্ষক নিয়োগ। যার ফলে একের পর এক শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর ২০২১ সাল থেকে তিনি একা হাতেই সামলেছেন এই স্কুল। তিনি যখন অবসর নেন, তখন স্কুলটি শিক্ষকহীন হয়ে পড়ে। তাই পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এখনও একা হাতেই সামলাচ্ছেন পঠনপাঠন। ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে রোজ স্কুলে আসেন তিনি। এখনও পর্যন্ত স্কুলটি তালাবন্ধ হতে দেননি।

ডাবগ্রাম এলাকায় ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই স্কুল। সেই সময় উত্তরবঙ্গের মধ্যে এটিই ছিল বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য একমাত্র সরকারপোষিত স্কুল। চাহিদা এতটাই ছিল যে আসন সংখ্যার থেকেও বেশি পড়ুয়া ভর্তি নিতে হয়েছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে কমতে থাকে পড়ুয়া সংখ্যা। বর্তমানে এখানে পড়ুয়া রয়েছে ৩৫ জন।

এই স্কুলে প্রায় ৩৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছেন বিষ্ণেন্দু। শিক্ষকের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে, এটা মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না তিনি। তাই অবসরের পরেও কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে প্রত্যেকদিন ক্লাস করাতে চলে আসেন। একা হাতেই সামলান প্রাকপ্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের।

এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের কারণ? বিষ্ণেন্দু বলছেন, 'আমি অবসর নিলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা হবে না। মাঝপথে এত পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে, তা কিছুতেই মানতে পারিনি। তাই শরীর খারাপ থাকলেও স্কুলে আসি। সরকারিভাবে এই স্কুল এখন শিক্ষকশূন্য।' আক্ষেপের সঙ্গে তিনি আরও জানান, শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্দিষ্ট দপ্তরে প্যানেল থেকে নাম পাঠানোর পরেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি।

এদিকে বিষ্ণেন্দুর এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার শিক্ষক দিবস। ওই স্কুলের পড়ুয়া রিয়া মণ্ডল, শর্মিলা মণ্ডল, মুসকান মাহাতো, সুমিত মণ্ডলরা নিজেদের একমাত্র এবং প্রিয় শিক্ষকের জন্য এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে।

বাংলা স্কুলে সাদরি ভাষায় পড়ান জয়ন্ত

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৪ সেপ্টেম্বর : চাকরি জীবনের শুরুটা হয়েছিল ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগানের এক প্রাইমারি স্কুলে। তারপর টানা তিন দশক ধরে বাড়ির পাশে বংশীধরপুর নিউ প্রাইমারি স্কুলে পড়াচ্ছেন জয়ন্ত সরকার। এই স্কুলে আগের শিক্ষকরা অবসর নিয়েছেন। এখন বাকি শিক্ষকরা দূর থেকে আসেন। স্কুল থেকে পাশের গ্রাম কালীপুরের দূরত্ব এক কিলোমিটার। সেখানেই বাড়ি জয়ন্তবাবুর। আর স্কুলের চারপাশে আদিবাসী ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের বসবাস। আদিবাসীর সংখ্যাই বেশি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আদিবাসী ভাষাও শিখেছেন ওই শিক্ষক। তাই ক্লাসে বাংলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের মাতৃভাষাতেও পড়াতে হয় তাঁকে।

বুধবার স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, ক্লাস নিচ্ছেন জয়ন্ত সরকার। একটি ছড়ার লাইন, 'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল'- প্রথমে বাংলায় বললেন। তারপরেই তিনি বললেন, 'আকাশ মোকে শিক্ষা দিলাক।' আবার দ্বিতীয় ছড়ায় শিক্ষক বলেন, 'আমি পাঠশালা যাই।' অনুবাদ করে বলেন, 'ময় স্কুলমে যান।' এই ভাষায় অনুবাদ শুনেই ওই সম্প্রদায়ের পড়ুয়ারা ছড়ার লাইনগুলি প্রথমে জোর গলায় বলে ওঠে। এভাবে কয়েক ধাপে বাংলা ও সাদরি ভাষায় বলতে বলতে পড়ুয়াদের ছড়া পড়া হয়ে যায়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মণিকা ওরাওঁয়ের কথায়, 'স্যর আমাদের ভাষায় বলাতেই তাড়াতাড়ি পড়া শিখতে পারি। নিজের ভাষায় বুঝে বাংলা ভাষাও শেখা হয়।' রোশন ওরাওঁ, নিকিতা ওরাওঁদের মতো বাকি পড়ুয়ারাও একই কথা জানাল।

ক্লাসের ফাঁকে পড়ুয়াদের সঙ্গে জয়ন্ত সরকার।

প্রায় ৩০ বছর ধরে বংশীধরপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করছেন তিনি। অনেক অভিভাবক তাঁর প্রাক্তন ছাত্র। তাই বাড়ি বাড়ি গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার খবর নেন। কোনওদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর পড়ুয়াদের সঙ্গে মাঠে খেলাধুলোও করেন। স্কুলের আরেকটি দৃশ্য উল্লেখ করার মতো। অনেক সময় ক্লাসের ফাঁকে পড়ুয়ারা ঘিরে ধরেন জয়ন্তবাবুকে। তখন পড়ুয়াদের গল্প শোনান তিনি।

রামু ওরাওঁ নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কাছেই। তাই সবসময় বাচ্চাদের পড়াশোনার খোঁজ নেন। মাস্টার আমাদের মাতৃভাষাতেও কথা বলেন। তাই তাঁকে নিজের লোক বলেই মনে হয়।'

পরীক্ষা কেলেঙ্কারিতেই

প্রথম পাতার পর

এরপরই হোয়াটসঅ্যাপ এবং ই-মেল করে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবাদ জানান মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন পড়ুয়ারা পরীক্ষায় টুকলির বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই দায় এড়িয়ে যান অধ্যক্ষ। পড়ুয়াদের অভিযোগ, কলেজের পরীক্ষায় কোনও নকল হয়নি বলে অধ্যক্ষ দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাছে নকল করার প্রমাণ রয়েছে, দাবি করতেই বেঁকে বসেন অধ্যক্ষ। তিনি এরকম কোনও কথা বলেননি বলে পালটা দাবি করেন। তখন পড়ুয়ারা একটি প্রতিবাদপত্র দেখান অধ্যক্ষকে, যেটি অধ্যক্ষ নিজে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবাদপত্রটি চিকিৎসক বিরূপাক্ষ মিত্র নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছিলেন বলেও জানান চিকিৎসক পড়ুয়ারা। এরপরই অধ্যক্ষ বলে ওঠেন, 'কে কী নিজের ফেসবুকে পোস্ট করল সেটার দায় আমি নেব না। তবে এরকম স্বাক্ষর অনেকেই জাল করতে পারেন।' পালটা পড়ুয়ারা জানতে চান, সই জাল করলে অধ্যক্ষ কেন থানায় অভিযোগ করলেন না? তারপরই মুখে কুলুপ আঁটেন অধ্যক্ষ।

এদিন পড়ুয়াদের আন্দোলনের মাঝে একে একে অধ্যাপকরাও এসে সরব হন। সবার প্রথম আসেন সার্জারির বিভাগীয় প্রধান নিশীথরঞ্জন মল্লিক এবং তাঁরই বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শিবশংকর। সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডলরা পড়ুয়াদের পাশাপাশি অধ্যাপকদেরও ভয় দেখান বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। ডিন এবং অধ্যক্ষকে সবটা জানানোর পরও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে দাবি তাঁদের। এরপর গাইনিকলজি, নেফ্রোলজির বিভাগীয় প্রধান সহ বেশ কয়েকজন অধ্যাপক এসেও অধ্যক্ষ এবং ডিনের বিরুদ্ধে সরব হন।

ছাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, সাহিন এবং সোহমের কথা না শুনে চললে তাঁদের হস্টেল বদল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরীক্ষায় কম নম্বর পাইয়ে দেওয়া হবে বলে ভয় দেখানো হত। এমনকি ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ। পেডিয়াট্রিক্সের পিজিটি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী হিমাঙ্গি ভার্সনে লিখিত অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নিউরো মেডিসিনের আরএমও নীলাব্জ ঘোষ সাহিন সরকার এবং শেখর রায়ের হয়ে আমাকে হুমকি দিয়েছেন। ওরা কোনও কাজ করে না, ঠিকমতো রোগী দেখে না। তার প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। তাই আমাকে হুমকি দেওয়া হয়।'

মেডিকেলে এত অভিযোগ উঠতেই কার্যত দায় এড়াচ্ছেন টিএমসিপি'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি তনয় তালুকদার। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নির্ণয় রায় ও তনয়ের সঙ্গে অভীকের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভাইরাল হয় এদিন। তনয় বলছেন, 'আমরা পড়ুয়াদের পাশে রয়েছি। তবে এই ইউনিট আমরা দেখি না। এটা রাজ্য স্তরে পৃথক কমিটি আছে। তারাই দেখে।'

রাজীবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

কমিটিও তৈরি হয়। কিন্তু সেখানে তিনি কোনও সহযোগিতা করেননি।'

অভিযোগ অবশ্য অস্বীকার করেছেন রাজীব প্রসাদ। তিনি বলেন, 'আমি বরাবরই হাসপাতালের স্বার্থে কাজ করে এসেছি। আমার বদলির প্রাকমুহূর্তেও ৬৪ জন সাফাইকর্মী ও সিকিউরিটি নিয়োগের অনুমোদনপত্র স্বাস্থ্য ভবন থেকে এনেছি। সেটিও হাসপাতালের স্বার্থেই করা।' সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মুখ হওয়ার কারণেই বারবার রেহাই পেয়ে গিয়েছেন তিনি। পরিষেবায় প্রভাব বিস্তারে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালেই তাঁর সঙ্গে তিক্ততা গড়ে উঠত।

কয়েকমাস আগে অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন পড়ুয়াদের একাংশ। সেই ঘটনায় নাম না করে রাজীব প্রসাদের দিকেই মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন অধ্যক্ষ।

হাসপাতালে কেউ রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুললে তাঁকে অযথাই হেনস্তা করা হত বলে অভিযোগ উঠত। প্রাক্তন এমএসভিপি'র বিরুদ্ধে মুখ খোলায় ডেপুটি সুপার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর কার্যালয়ের জায়গা বদল করে দেওয়া হয়েছিল।

রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে প্রথম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল ২০২৩ সালে। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে স্বাস্থ্য ভবনের একটি প্রতিনিধিদল এসে তদন্তও করে যায়। তাঁকে শোকজ করা হয়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বদলে দেওয়া, ডাক্তারি পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে। তবে যখন যা অভিযোগই উঠুক না কেন, তিনি থাকতেন বহালতবিয়তেই।

আরজি করে চাপা পড়ে

প্রথম পাতার পর

শ্লীলতাহানি, যৌন নির্যাতন ঘটে গিয়েছে উত্তরবঙ্গে। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। চর্চায়ও আসেনি কোনওটা। কী অদ্ভুত, না!

সাধারণ মানুষ, সেলেব্রিটি, ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়াররা যখন এক 'তিলোত্তমা'র জন্য সুবিচার চাইছেন পথে পথে, তখন অঝোরে কেঁদে চলেছেন কত 'তিলোত্তমা'। শীতলকুচির সেই গৃহবধূর কথা ধরা যাক। তাঁকে অপহরণ করে নেপালে নিয়ে গিয়ে লাগাতার ১৫ দিন ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। ক'জন শুনেছেন সেই ঘটনা? কিংবা রায়গঞ্জে নোট দেওয়ার অছিলায় সহপাঠীকে ধর্ষণের কথা? শোনেননি বা শুনলেও তাঁদের হয়ে বিচার চেয়ে পথে নামেননি কেউ। কারণ যাঁরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছেন, তাঁরা বেশ বুঝে গিয়েছেন কোনটায় প্রচার পাবেন। তাই উত্তরের নির্যাতিতাদের নিয়ে গলা ফাটাতে দেখছি না কাউকে। নিদেনপক্ষে, মহিলা কমিশনকেও নয়।

বিজেপি একটা ছলচাতুরীর চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সেটা কলকাতাকেন্দ্রিক নয় বলে ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। রাজনীতির রং মাখতে চায়নি অনেক নির্যাতিতার পরিবার। তাই শিলিগুড়ির ধর্না মঞ্চে শামিল হয়েছিল মাত্র দুটি এমন পরিবার। ধোপে টেকেনি বিজেপির রাজনীতির অপপ্রয়াস।

ছোটবেলায় মা, মাসিরা সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প শোনাতেন। বাংলার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখলে এখন সেই গল্পটা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। তাই হয়তো বারবার দাবি ওঠে আলাদা রাজ্যের। আলাদা রাজ্য কখনও শেষ সমাধান নয় ঠিকই, কিন্তু উত্তরে যাঁদের হাতে রাজ্যপাট আছে, তাঁদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সন্দেহ আছে বলেই হয়তো দাবিটা বরাবর চর্চায় থাকে।

উত্তরবঙ্গে একাধিক মন্ত্রী রয়েছেন রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রেরও একজন হাফ মন্ত্রী রয়েছেন। কিন্তু কারও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা চোখে পড়ছে না কোনও ঘটনায়। রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসার পর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন নামে আলাদা দপ্তর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহারের 'সবেধন নীলমণি' উদয়ন গুহ এখন সেই দপ্তরের দায়িত্বে। দু'বছর দায়িত্বে থাকলেও মনে রাখার মতো কাজ করেছেন বলে মনে করতে পারছি না। বরং মনে গেঁথে রয়েছে শুধু তাঁর কুকথা। তাঁর দোসর সাবিনা ইয়াসমিন মন্ত্রী থাকাকালীন কী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। বাকি গোলাম রব্বানি, বিপ্লব মিত্রদের কথা ছেড়েই দিলাম। তাঁদের আদৌ মন্ত্রিত্ব আছে কি না, জানতে খোদ গুগল বাবার শরণাপন্ন হতে হয়। সুতরাং তাঁরা থাকা আর না থাকা সমান।

তাই তো ভূতনির চরের মানুষের দুর্দশা হোক বা উত্তরের নির্যাতিতাদের কাহিনী, কোনওটাই তাঁরা তুলে ধরতে পারেন না কলকাত্তাইয়া বড় কর্তাদের কানে। হয়তো বা ধমক খাওয়ার ভয়ে, কিংবা 'যা হচ্ছে হোক, আমার কী'- এই ভাবনায়। তা ভাবুন। কিন্তু মানুষ যেদিন ভাবতে শুরু করবে, সেদিন কিন্তু আপনাদের চেয়ার বলে কিছু থাকবে না। তাই সাবধান!

নৌকার অভাবে অন্তঃসত্ত্বার মৃত্যু

মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর : গর্ভবতী মহিলার রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত নৌকার ব্যবস্থা নেই। তাই বন্যার জল পেরিয়ে ব্রিজে পৌঁছোতে নৌকার জন্য চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ততক্ষণে গর্ভবতীর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে যায়। অবশেষে গভীর রাতে রক্তশূন্যতায় গর্ভস্থ সন্তান সহ মৃত্যু হয় ওই তরুণীর। মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চণ্ডীপুরের। মৃত গর্ভবতী মহিলার নাম বিউটি মণ্ডল (২৫)। বাড়ি ভূতনির হিরানন্দপুরে। গতকাল বিকেল চারটেয় রক্তক্ষরণ শুরু হয় বিউটির। পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকার খোঁজ শুরু করেন। অভিযোগ, অনেক জায়গায় খোঁজ চালানোর পরও নৌকা মেলেনি। যাঁদের নৌকা ছিল তাঁরা বন্যার সুযোগ নিয়ে মোটা টাকা দাবি করছিলেন। এই কারণেই দেরি হয়।

ওষুধে অসুস্থ ৫০

কিশনগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব কৃমি দিবসে কাটিহার জেলার কোরা ব্লকে বিভিন্ন স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে পড়ুয়াদের কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পর বিষহরিয়া গ্রামের মিডল স্কুলের প্রায় ৫০ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি দল স্কুলে পৌঁছে অসুস্থ পড়ুয়াদের চিকিৎসা করে। ওই স্কুলের ৪৫০ জন পড়ুয়াকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো হয়। পড়ুয়াদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

প্রথম পাতার পর

৩৬৬ ও ৩৭৬ (এ) ধারায় মামলা রুজু করা হয়। গত বছরের শেষদিকে তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। এবছরের ৩ জানুয়ারি থেকে ট্রায়াল শুরু হয়। শুনানি চলাকালীন ২২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়, যার মধ্যে এক পুলিশকর্মী ও ১৩ বছরের এক নাবালিকা রয়েছে। পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দোষীর সাইকেল চালিয়ে যাতায়াতের ছবি ধরা পড়েছিল। পরবর্তীতে তদন্তকারীরা দোষীর সাইকেল চালানোর পদ্ধতি কেমন তার নমুনা সংগ্রহ করেন। যা ফরেন্সিক ডিপার্টমেন্টের কর্তারা সিসিটিভিতে ধরা ভিডিওর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন।

সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'দোষীর বিরুদ্ধে যে ধারায় মামলা করা হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটিতে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড। ছাত্রীর মৃত্যু যে ধর্ষণের জন্য হয়েছে, তা প্রমাণিত। প্রতিটি মানুষের সাইকেল চালানোর ধরন আলাদা হয়। আব্বাসের সাইকেল চালানোর প্যাটার্ন থেকে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল সে-ই আসল দোষী।'

তিনি জানিয়েছেন, তথ্যপ্রমাণে উঠে এসেছে মেয়েটি বয়সের তুলনায় পরিণত ছিল না। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আব্বাস। সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটনাস্থল থেকে ২০০ মিটার আগে এক পুলিশকর্মী দুজনকে দেখেছিলেন। পাশাপাশি ১৩ বছরের এক ছাত্রী ঘরের মধ্যে থেকে ঘটনাস্থলের পাশ দিয়ে যাওয়ার 'ধুপধাপ' আওয়াজ শুনেছিল। যখন আব্বাস খুন করে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে পালাতে উদ্যত হয়, সেই সময়ও ওই ছাত্রী তাকে দেখে ফেলে।

নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারের দাবিতে জাস্টিস ফর অভয়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন হয়েছিল। সংগঠনের সদস্যরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে ছিলেন। এদিন প্ল্যাকার্ড হাতে তাঁরা আদালত চত্বরে বসে অপেক্ষা করতে থাকেন।

মাটিগাড়া থানা এলাকার এই ঘটনার জেরে গত বছর রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দোষীর শাস্তির দাবিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পথে নেমে আন্দোলন শুরু করে। নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পুলিশ প্রশাসন চাপে পড়ে যায়। এদিন মহম্মদ আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তিনি বলছেন, 'আমাদের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মামলা ছিল। গোটা ঘটনার প্রয়োজনীয় সমস্ত ডিজিটাল, ফরেন্সিক, সাক্ষ্যপ্রমাণ সমস্তটা আমরা জমা দিয়েছিলাম। পুলিশের টিম ওয়ার্কের জন্য মামলায় সাফল্য এসেছে।'

ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে তৃণমূল নেতারা। ইসলামপুরে। বুধবার।

অন্যের নামে রেকর্ড জমি

ভূমি দপ্তরে দালালরাজ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ সেপ্টেম্বর : ভূমি দপ্তরে দুর্নীতি ও দালালের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠেছে ইসলামপুরে। একজনের জমি রাতারাতি অন্যের নামে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। এসব রুখতে পদক্ষেপ করল পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি স্থায়ী কমিটি এবং ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল। বুধবার পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ওমর ফারুক, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস সহ অন্যরা ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। দালালরাজের বিরুদ্ধে সরব হন তাঁরা। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। কোনও নেতা অন্যায় কাজ করতে চাপ দিলে বিষয়টি তাঁদের জানানোর জন্য আধিকারিকদের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে তাঁরা দলীয়ভাবে পদক্ষেপ করবেন। এ প্রসঙ্গে বিএলএলআরও ভূপেন্দ্র সুব্বা বলেছেন, 'দপ্তরের ভিতর ও বাইরে দালালচক্র বরদাস্ত করা হবে না।'

ইসলামপুর ব্লক ভূমি দপ্তরে '১০ হাজার টাকার নীচে ফাইল নড়ে না', কথাটি একসময় ওপেন সিক্রেট হয়ে উঠেছিল। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এনিয়ে একাধিক খবর প্রকাশ হওয়ার পর পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। সম্প্রতি অভিযোগ উঠেছে দালালের দৌরাত্ম্য নিয়ে। দপ্তর চত্বরে দাঁড়িয়ে শহরের নেতাজিপল্লির এক বাসিন্দা বললেন, 'পরিস্থিতি কতটা মারাত্মক আকার নিয়েছে, তা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে। কর্মাধ্যক্ষ, শাসকদলের নেতাদের আসতে হয়েছে।'

তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জাকিরকে কাছে পেয়ে নান্দই গ্রামের ৭৫ বছরের বৃদ্ধ জইনুদ্দিন হাতে নথি নিয়ে বিচারের আর্জি জানাতে থাকেন। বৃদ্ধের বক্তব্য, '৪০ বছর ধরে যে জমির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি, ওরা (দালাল) বলছে, আমার নামে রেকর্ড থাকলেও ওই জমি নাকি আমার নয়। আমি গরিব মানুষ। এখন কোথায় যাব?' বিষয়টি দপ্তরে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে জাকির বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিযোগ, ইসলামপুর ব্লকে একশ্রেণির জমি মাফিয়া, দালাল ও ভূমি দপ্তরের একাংশ অসাধু আধিকারিকের যোগসাজশে জমির রেকর্ড রাতারাতি বদলে অন্যজনের নামে করা হচ্ছে। এবিষয়ে ভূমি কর্মাধ্যক্ষের বক্তব্য, 'দপ্তরে দালালচক্র ও অনিয়ম যাতে বন্ধ হয়, তা নিয়ে কথা বলতেই এদিন এসেছিলাম। আশা করি, সমস্যা মিটবে।' জাকিরের প্রতিক্রিয়া, 'আমাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে। দালালরাজ রুখতে এদিন দপ্তরের কর্তাদের কাছে আর্জি জানানো হয়েছে।' অন্যদিকে, বিএলএলআরও'র সাফাই, 'আমি কাজে নতুন যোগ দিয়েছি। নজরদারি বাড়ানো হবে।'

বিপুল মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ৪ সেপ্টেম্বর : সোমবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে মস্তান চকে নাকা চেকিং চলাকালীন কিশনগঞ্জ পুলিশ চার চাকার একটি গাড়ি থেকে ৬১৫ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। অভিযানের সময় রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে গাড়ি ফেলে চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ ওই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার বলেন, 'সোমবার রাতে পুলিশ মস্তান চকে নাকা চেকিং চালাচ্ছিল। সেই সময় কিশনগঞ্জ শহরের দিক থেকে আসা একটি কালো রঙের গাড়ির চালক সেটি ফেলে পালায়।' মদ পাচারের অভিযোগে পুলিশ কোচাধামন থানায় গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

উমার আবাহনেও

প্রথম পাতার পর

এবছরের বিশেষ থিম 'মন গড়া হাতের কাজ'। হোগলা পাতা, পাটকাঠি সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ হবে ও পুজোমণ্ডপের ভেতরে যামিনী রায়ের বিভিন্ন ছবি থাকবে।

মানুষের জীবনের যে বিরাট বিবর্তন হয়েছে সেই বিষয়টিকেই এবছর মণ্ডপসজ্জার মধ্যে ফুটিয়ে তুলবে স্বস্তিকা যুবক সংঘ। থিম 'দৌড়'। আদিম যুগ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তনে মানুষ বর্তমানে আধুনিক হয়ে উঠেছে- এই বিষয়টিকেই মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরা হবে বলে জানান গৌরব ঘোষ।

হাতের কাজ অর্থাৎ হস্তশিল্পকে এবছর মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে অগ্রণী সংঘ। জোরকদমে কাজ চলছে। বাঁশ, কাঠ, বেত সহ আরও বিভিন্ন জিনিস দিয়ে হস্তশিল্পের নানা কারুকার্য মণ্ডপে তুলে ধরা হবে।

পরিবেশে গাছপালার অবদান বোঝাতে 'মোদের প্রাণ, গাছের দান' থিমে এবছর পুজোর আয়োজন করছে রথখোলা। মণ্ডপে নানান হাতের কাজের পাশাপাশি গাছ রাখা হবে। এবং গাছ লাগানোর জন্য সাধারণ মানুষকে সচেতন করার নানান বার্তা দেওয়া হবে। 'কহনের কথা' বিশেষ এই থিম মণ্ডপসজ্জায় ফুটিয়ে তুলবে উজ্জ্বল সংঘ। প্রায় ১৫ লক্ষের বাজেটে তাঁরা এবছর বিশেষ পুজো আয়োজন করছে। যে যার মতো করে মায়ের কাছে নিজের মনের কথা জানায়- সেই বিষয়টিকেই মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য, মেলবন্ধনকে নিজেদের থিমের মাধ্যমে তুলে ধরবে নবাঙ্কুর। থিমের নাম 'বাঁধন'। সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্য, মিত্রতা, মেলবন্ধনকে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।

'মাটির রূপে নারী শক্তির আগমন' বিশেষ এই থিমকে মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলবে উইনার্স ক্লাব। পরিবেশবান্ধব জিনিস দিয়ে মণ্ডপ তৈরির কাজ চলছে, মণ্ডপে বিশেষ থ্রি-ডি শো থাকবে। নারীজাতি মায়ের রূপ- সেই ভাবনাকেই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হবে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অথাৎ থ্রি-জি, ফোর-জি ও ফাইভ-জি'র ব্যবহার পাখিদের জীবনে যে অভিশাপ বয়ে নিয়ে এসেছে সেই বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তুলবে অরবিন্দ ইন্টার ইউনিয়ন 'বিপন্ন জীবন' থিমে।

ছাত্রদের দাবি মেনে

প্রথম পাতার পর

'মেধাবী পড়ুয়ারা যখন অভিযোগ করছে তখন নিশ্চয়ই এর সত্যতা রয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ আশা করি আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে।'

অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা চাপে পড়ে বলছেন, 'ছাত্রছাত্রীরা যা অভিযোগ করছে, সেগুলির সব তদন্ত হবে। দ্রুত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।'

পড়ুয়া এবং জুনিয়ার চিকিৎসকদের অভিযোগ, সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডল সহ কয়েকজন জুনিয়ার চিকিৎসক নিজেদের টিএমসিপি ইউনিটের সদস্য পরিচয় দিয়ে হস্টেলে পড়ুয়াদের হুমকি দেন। অভিযুক্তরা ক্যাম্পাসে তোলাবাজিও করেন। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে কেউ মিছিলে গেলে তাঁদের দেখে নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন। মঙ্গলবারও পিজিটি দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সাহিন, সোহমদের বিরুদ্ধে। তাই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, হস্টেল মেরামত, টিএমসিপি ইউনিট ভেঙে দেওয়া সহ একাধিক দাবি রাখা হয় অধ্যক্ষের কাছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পড়ুয়ারা অধ্যক্ষের ঘর থেকে বের হবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন। এরপরেই ঘটনাস্থলে ডিন এবং সহকারী ডিনকে ডাকার দাবি তোলা হয়। সেইমতো তাঁরা অধ্যক্ষের ঘরে আসতেই দুজনকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। অধ্যক্ষ, ডিন, সহকারী ডিনের পদত্যাগ দাবি করতে থাকেন পড়ুয়ারা। ঘেরাও করে রাখা হয় অধ্যক্ষ, ডিনকে।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র সোহম আহমেদ, শুভজিৎ মণ্ডলরা বলছেন, আমরা বিভিন্ন সময়ে ডিনের কাছে অভিযোগ করেছি। কিন্তু সুরাহা করার বদলে আমাদের সমস্যা আরও বাড়ত। টিএমসিপি ইউনিটের সদস্যরা আমাদের হুমকি দিত। তাই ভয়ে অনেকসময় চুপ থাকতে হয়েছে।

এদিকে, এদিন অন্দোলনের জেরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভর্তি প্রক্রিয়াও আটকে যায়। যাঁরা ভর্তি হতে এসেছিলেন, তাঁরাও রাত পর্যন্ত আটকে মেডিকেলে। এই অচলাবস্থা কখন কাটবে, তা কার্যত অনিশ্চিত।

* আজকের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
শিলিগুড়ি ২৯°
বাগডোগরা ২৯°
ইসলামপুর ৩১°

মনে গাঁথা মাস্টারমশাই

একজন পড়ুয়ার জীবনে একেকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা নানা কারণে মনে গেঁথে যান। কেউবা মনে রাখেন স্যারের হাতে লাঠি দিয়ে মার খাওয়ার কারণে, কেউবা মনে রাখেন অন্তর্লীন ভালোবাসার স্পর্শের জন্য। এখন তো স্কুলে শাস্তি উঠেই গিয়েছে। কিন্তু একদিন এই শাস্তি ছিল মানুষ গড়ার কারিগরদের পড়ুয়াদের ভয় দেখানোর প্রধান অস্ত্র। প্রতি স্কুলেই এমন এক-দুজন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকতেন যাঁরা স্টাফরুমের বাইরে এসে দাঁড়ালেই মুহূর্তে চুপ হয়ে যেত গোটা স্কুল। তাঁদের কথাও বলতে হত না। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, গাম্ভীর্য এমন ছিল যে তাকালেই মুহূর্তে উবে যেত সমস্ত সাহস। আজ শিক্ষক দিবসে সেইসব শিক্ষকের কথা শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

বাঘা স্যর

স্বপনেন্দু নন্দী, শিক্ষক, শিলিগুড়ি

আমার স্কুলজীবনের শিক্ষকদের মধ্যে যাঁর নাম আগে মনে পড়ে তিনি হলেন অঙ্কের শিক্ষক বাঘা স্যর। নাম অমল সরকার হলেও তাঁর রাগের জন্যই এই নামেই পরিচিত ছিলেন। স্যর খুব রাগী হলেও মাঝে মাঝে তাঁর কিছু কথাই বোঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। যেমন একবার আমরা খুব লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি করছিলাম, সেই সময় বাঘা স্যর চলে আসেন। আমরা সবাই তো থরহরিকম্পমান। তিনি শুধু বললেন, 'তোদের দেখে আমার নিজেকে কেমন যেন রাখাল রাখাল মনে হয়।' এরপর একদিন বলেছিলেন, 'তোদের চালচলন দেখলে পূর্বপুরুষের কথা মনে পড়ে।' যে বিষয়ের জন্য তিনি বকা দিতেন সেগুলি আর আমরা পুনরাবৃত্তি করতাম না।

দোষ স্বীকার

স্নেহা দাস, কলেজ পড়ুয়া, শিলিগুড়ি

আমার প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষক যাঁকে আমি এখনও ভুলতে পারিনি তিনি হলেন অনিরুদ্ধ দাস। তিনি খানিকটা রাগি ছিলেন। তাই কোনও দোষ করে যখন আমরা স্বীকার করতে চাইতাম না তখন তিনি বলতেন, 'দোষ করে তা মেনে নিলে হয়তো কিছু ক্ষেত্রে শাস্তি কমবে আবার নাও কমতে পারে তবে স্বীকার না করলে তোমার সম্মান, তোমার ওপর মানুষের বিশ্বাস নষ্ট হবে।' কথাটির অর্থ আজ বুঝতে পারি।

জীবনের দিশা

সঞ্জীব বাগচী, প্রাক্তন শিক্ষক, ইসলামপুর মিলনপল্লি হাইস্কুল

আমি যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তাম তখন আমাদের শিক্ষক মাইতি স্যর আমার এক সহপাঠীকে বেত দিয়ে হাতে মেরেছিলেন। সেই দেখে আমি আর কোনওদিন ভুল করার সাহস করিনি। এরপর আমি যখন শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দিই সেই সময় আমি আমার অনেক ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন কারণে শাস্তি দিয়েছি। তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল। সে এখন বিএসএফে যোগ দিয়ে পঞ্জাবে কর্মরত। আমার সেই প্রাক্তন ছাত্র বলছিল, তার নাকি প্রতিদিন আমার কথা মনে পড়ে। কারণ জানতে চাইলে সে জানায়, একদিন সে স্কুলে শার্ট না গুঁজে পরার জন্য তাকে আমি শাস্তি দিয়েছিলাম। এখন প্রতিদিন বিএসএফের ইউনিফর্ম পরার সময় শার্ট গুঁজতে গিয়ে তার সেদিনের কথা মনে পড়ে যায়। আগে শিক্ষকরা মারের মধ্যে দিয়ে অভিভাবকদের মতো শাসন করতেন। শুধু স্কুল বা টিউশন ছাড়াও রাস্তাঘাটে ছাত্রছাত্রীদের কোনও ভুল দেখলে সেখানেও তাঁরা শাসন করতেন। আর সেই শাসনের জন্য অনেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের জীবনের দিশা খুঁজে পেয়েছে।

রানা স্যর

সোনালি ভৌমিক, ছাত্রী, ইসলামপুর কলেজ

আমার প্রাইমারি স্কুলের রানা স্যরের কথা আজও মনে আছে। কারণ তিনি আমাদের বেশিরভাগ পড়াশোনা খেলার ছলে বোঝাতেন। সেই কারণে আমাদের সেই পড়াগুলি বুঝতে এবং মনে রাখতে খুবই সুবিধা হত। পাশাপাশি ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের কোনও অমনোযোগী ছাত্রও যদি কোনওদিন ভালো পড়াশোনা করে আসত তাহলে রানা স্যর তাকে চকোলেট উপহার দিতেন। কিন্তু পড়াশোনা না করে এলে বা কোনও দুষ্টমি করলে তিনি আমাদের অনেক সময় শাস্তিও দিতেন। পড়াশোনা ছাড়াও পরিচ্ছন্নতা, মানবিকতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করতেন।

লাঠি দিয়ে মার

রতন দত্ত, শিক্ষক, বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল, বাগডোগরা

আমি তখন ইসলামপুর স্টেট ফার্ম কলোনি হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়তাম, সালটা ছিল ১৯৯৩। স্কুলে টিফিন পিরিয়ড চলছে। আমি ফিফথ পিরিয়ডের পড়া করছিলাম। টিফিনের সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের ইংরেজির শিক্ষক হিমাংশু সরকার লাঠি হাতে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের শ্রেণিকক্ষে ঢোকাচ্ছেন। আমি শৌচাগার থেকে বের হয়ে শ্রেণিকক্ষের দিকে যাচ্ছি তখনই লাঠি দিয়ে আমাকে পেটান। আমার অপরাধ বলতে আমি টিফিনের সময় কেন শৌচাগারে যাইনি। এখন কেন গিয়েছি। তখন এমনই শাসন করা হত। তবে আমাকে বেশি মার খেতে হয়নি। আমি ছাত্র হিসাবে ভালো ছিলাম। আমি এখন শিক্ষক হয়েও পড়ুয়াদের মারতে পারি না। এখন মনে হয়, স্কুলে যে অনুশাসন ছিল সেটা ঠিকই ছিল। এর জন্য শিক্ষকের হাতে মার খেতে হবে এই ভয়ে সকলে মন দিয়ে পড়ত। বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুশাসনের দরকার আছে।

স্মরণীয় শিক্ষা

রোহিত কর, পড়ুয়া, বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়

ছোটবেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের ভয় দেখাতে শিক্ষকরা শাসন করতেন। এখন বুঝতে পারি। শাসনের দরকার ছিল। গোঁসাইপুর মুলাইজোতের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ প্রতীপকুমার বসুর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। শিক্ষক হিসাবে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি সমাজে চলার জন্য কী করণীয়, সে বিষয়ে যে শিক্ষা পেয়েছি তাঁর কাছে তা সারাজীবন মনে রাখার মতো।

তথ্য : পারমিতা রায়, শুভজিৎ চৌধুরী ও খোকন সাহা

অর্ধেক আকাশজুড়ে আঁধার ঘোচাতে আলো হাতে প্রতিবাদ। বুধবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

অন্য শিক্ষক দিবস চায় শহর

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক দিবস ছাত্র-শিক্ষক সকলের কাছেই একটি অন্যরকম আবেগের দিন। বছরভর এই দিনটির জন্য সকলেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া আরজি করের ঘটনা সেই আবেগ থেকে সকলকে অনেকটা সরিয়ে দিয়েছে। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে দিকে দিকে পথে নামছে ছাত্রসমাজ, শিক্ষক-শিক্ষিকারা। হাতে হাত মিলিয়ে সকলে দাবি তুলছেন দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির। সেই দাবিকে আরও দৃঢ় করতে শিক্ষক দিবসটিকেই বেছে নিতে চাইছেন অনেকে। তাই আনন্দ উৎসবে না মেতে, এই দিনে প্রতিবাদে রাজপথে নামতে চলেছেন তাঁরা।

শ্রী নরসিংহ বিদ্যাপীঠের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক পার্থপ্রতিম মিত্র এবছরের শিক্ষক দিবস অন্যভাবে কাটাবেন। কালো পাঞ্জাবি পরে এক ছাত্রীর ধর্ষণ-খুনের ন্যায়বিচারের জন্য পথে নামবেন তিনি। তাঁর কথায়, 'একজন পড়ুয়া তাঁর শিক্ষাঙ্গনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে খুন হয়েছেন। এই বেদনা মেনে নেওয়া যায় না। দোষীদের শাস্তির দাবিতে শিক্ষক দিবসে পথে নামব।' তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত যাঁরা শিক্ষারত্ন পেয়েছেন, তাঁদেরও প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে পুরস্কার ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

কবি সুকান্ত হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মনীষা রায়ের কথায়, 'দেশজুড়ে প্রতিবাদ দেখছি। এই পরিস্থিতিতে আনন্দ উৎসবে শামিল হতে চাইছি না। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।'

নীলনলিনী বিদ্যামন্দিরের শিক্ষিকা অপরাজিতা ভট্টাচার্য জানালেন, শিক্ষক দিবস মানেই আনন্দের একটি দিন। তবে এবছর মনের মধ্যে সেই আনন্দটা নেই। তিনি বললেন, 'এই বিশেষ দিনটিকেই বেছে নিয়েছি প্রতিবাদ জানানোর জন্যে। শহরের সমস্ত শিক্ষিক-শিক্ষিকা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে শামিল হোক।'

৫ সেপ্টেম্বর সন্ধে সাতটায় শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্কে জমায়েত ও মিছিলের ডাক দিয়েছে শহরের শিক্ষক মহল। শিক্ষক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে পথে নামব।'

দেশের পাশপাশি শিলিগুড়ি শহরের শিক্ষক মহলও যে আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের পরিবারের পাশে রয়েছে, সেই বার্তাই পৌঁছে দিতে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শহরের রাজপথে থাকবেন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মধুমিতা ঘোষ সহ আরও অনেকেই। মধুমিতার কথায়, 'এই নিন্দনীয় ঘটনায় মর্মাহত। শিলিগুড়ির সমস্ত স্কুল, কলেজে যাঁরা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, আশা করব প্রত্যেকেই পাশে থাকবেন।'

শিলিগুড়ি কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী দীপাঞ্জলি সাহা বলেন, 'তিলোত্তমা ধর্ষণ-খুনে যতদিন না দোষীরা শাস্তি পাচ্ছে, ততদিন কোনওরকম অনুষ্ঠানে নিজেকে শামিল করতে পারব না। এবার শিক্ষক দিবস পালন না করে তিলোত্তমার খুনে অভিযুক্তরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায়, সেজন্য সকলের একসঙ্গে প্রতিবাদ জানানো উচিত।'

শিলিগুড়ি কলেজের একই বর্ষের ছাত্রী তিতিশা সাহার কথায়, 'অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেব না। তাই আনন্দ উৎসব করে শিক্ষক দিবস পালন করা থেকে বিরত থাকছি।'

শিক্ষক-পড়ুয়া একসুর

এবার শিক্ষক দিবস পালন না করে তিলোত্তমার খুনে অভিযুক্তরা যাতে দ্রুত শাস্তি পায়, সেজন্য সকলের একসঙ্গে প্রতিবাদ জানানো উচিত।
– **দীপাঞ্জলি সাহা**, *ছাত্রী*

একজন পড়ুয়া তাঁর শিক্ষাঙ্গনে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে খুন হয়েছেন। এই বেদনা মেনে নেওয়া যায় না।
-**পার্থপ্রতিম মিত্র**, *শিক্ষক*

এই পরিস্থিতিতে আনন্দ উৎসবে শামিল হতে চাইছি না। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি হোক।
– **মনীষা রায়**, *ছাত্রী*

শিক্ষক দিবস মানেই আনন্দের একটি দিন। তবে এবছর মনের মধ্যে সেই আনন্দটা নেই।
– **অপরাজিতা ভট্টাচার্য**, *শিক্ষিকা*

শিলিগুড়ির সমস্ত স্কুল, কলেজে যাঁরা শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, আশা করব প্রত্যেকেই পাশে থাকবেন।
– **মধুমিতা ঘোষ**, *শিক্ষিকা*

অভিযুক্তদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেব না। তাই শিক্ষক দিবস পালন করা থেকে বিরত থাকছি।
– **তিতিশা সাহা**, *ছাত্রী*

ছবি : তপন দাস

প্রতিবাদ চলছেই

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে শহর শিলিগুড়িতে সারাদিনব্যাপী দেখা গেল একাধিক কর্মসূচি। একদিকে রাত জাগলেন সিপিএমের ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠনের নেতা-নেত্রীরা। অন্যদিকে, পুরনিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হল বাগডোগরাও।

বুধবার রাত ৯টা থেকে হাসমি চকে রাত জাগল এসএফআই, ডিওয়াইএফআই ও পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটি। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সিপিএম নেতা-কর্মীরা হাসমি চকে এসে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন। এরপর গান, কবিতা ও ছবি আঁকায় অংশ নেন ছাত্র, যুব, মহিলারা। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। এদিন সিপিএমের মহিলা নেত্রী স্নিগ্ধা হাজরা, মৌসুমি হাজরারা রাত জাগা কর্মসূচিতে অংশ নেন।

অন্যদিকে, বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে বসেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বিধায়ক শংকর ঘোষ, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, নান্টু পালদের উপস্থিতিতে এদিনের কর্মসূচিতে প্রচুর বিজেপি কর্মী শামিল হন। বুধবার রাতে শিবমন্দিরে একটি মিছিল করা হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা, নৃত্য শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, সাধারণ মানুষ এই মিছিলে শামিল হন। কালো পোশাক পরে অরিজিৎ সিংয়ের গানে প্রতিবাদ নৃত্য করেন নৃত্যশিল্পীরা। মিছিলটি সাবিত্রী মোড় থেকে শুরু হয়ে লেনিনপুর, মেডিকেল মোড়, শিবমন্দির বাজার, বিএড কলেজ হয়ে সর্বজনীন খেলার মাঠে শেষ হয়।

পুজো কার্নিভাল

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : এবছরের পুজো কার্নিভাল ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার একথা জানালেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'গতবার ১০টি ক্লাব কার্নিভালে অংশগ্রহণ করেছিল। এবছরের কার্নিভাল নিয়ে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে কথা বলব।' তিনি জানান, শহরের পাশাপাশি পাহাড়ের সাংস্কৃতিক টিমও যাতে এই কার্নিভালে অংশ নেয়, সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে ষষ্ঠ বর্ষ আমন্ত্রণমূলক বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দীনবন্ধু মঞ্চে সকাল সাড়ে ১১টায়। প্রথম দিন নাটক পরিবেশন করবে রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুল, আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় ও শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুল ফর গার্লস। পরিবেশিত হবে নাটক 'অবাক জলপান', 'মায়া স্বর', 'আমরা কন্যারত্ন' ও 'সদ্গতি'।

মোমবাতি হাতে চিকিৎসকরা

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে তিন কিলোমিটার পথজুড়ে মোমবাতি হাতে মানববন্ধন করলেন সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। সঙ্গ দিলেন নার্স, মেডিকেল স্টাফ থেকে সাধারণ মানুষ। অভয়ার বিচারের দাবিতে আইএমএ-এর ডাকে বুধবার রাত নয়টায় হাসমি চক থেকে মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির পর্যন্ত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এই মানববন্ধন কর্মসূচি করা হয়। 'দ্রুত এই ঘটনার যাতে বিচার পায় সেই দাবি জানাচ্ছি' বলে জানান আইএমএ শিলিগুড়ি শাখার সদস্য ডাঃ শান্তনু দে। মোমবাতি হাতে এদিন মানববন্ধনে অংশ নেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান। 'দোষীরা শাস্তি না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রতিবাদ চলবে' বলেন ডাঃ সৌমিশ সেনগুপ্ত। চিকিৎসকদের নজিরবিহীন এই মানবশৃঙ্খলে প্রচুর পথচলতি মানুষ অংশ নেন।

মিছিল

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : ছয় দফা দাবিতে বুধবার মিছিল করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি। বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। এদিন আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে সমিতি। মিছিলে ছিলেন সমিতির জেলা সভানেত্রী শুভ্রা দাস।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। একটি অনুষ্ঠানও হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক শুভজিৎ পাল।

স্লোগানে রাজনীতি

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে দোষীর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার'-এর সদস্যরা। বুধবার দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় এয়ারভিউ মোড়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। স্লোগান, রাস্তায় অঙ্কন ও গানের মাধ্যমে ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এদিন রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান ওঠে, যে সমস্ত স্লোগান সাধারণত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে শোনা যায়। তা হলে কি কর্মসূচিতে রাজনৈতিক রং লাগল? তা যদিও মানতে নারাজ উদ্যোক্তারা। অন্যদিকে, একই দাবিতে এদিন পথে নামেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীরাও।

এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার'-এর সদস্যরা এয়ারভিউ মোড়ে রাস্তার মাঝখানে জড়ো হতে শুরু করেন। এর জেরে ভেনাস মোড় ও জংশনগামী সড়ক পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যায়। যানজট বাড়তে থাকলে গাড়িগুলোকে ঘুরপথে চালিত করে পুলিশ।

এদিকে, বিক্ষোভকারীরা এয়ারভিউ মোড়ে ছবি এঁকে আরজি কর কাণ্ডে দোষীর শাস্তি দাবি করেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, নির্যাতিতার কাল্পনিক ছবি। 'আর কবে?', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'-এর মতো কথা লেখেন প্রতিবাদীরা। স্কুল পড়ুয়া, পথচলতি মানুষকেও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় এদিন। প্রতিবাদ চলাকালীন রাজ্য সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রতিবাদ মঞ্চে রাজনৈতিক কর্মীদের উপস্থিতি ঘিরে বিতর্ক

পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদেরও দেখা গিয়েছে। এর পেছনে রাজনৈতিক রং রয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

যদিও 'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার'-এর তরফে সুগন্ধা বিশ্বাস বলছেন, 'আমাদের কর্মসূচি পুরোপুরি অরাজনৈতিক। আমরা সকলকে এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। সেখানে দলীয় ঝান্ডা ছেড়ে কেউ যদি আসেন, তাহলে আমাদের কোনও সমস্যা নেই।' তাঁর সংযোজন, 'শুধু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নয়, এদিন এসএফআই, তৃণমূল করা তরুণরাও অংশগ্রহণ নিয়েছিলেন। তাঁরা ঝান্ডা ছেড়ে শুধু আরজি করের ঘটনায় দোষীর শাস্তির দাবিতেই এসেছেন।' তাঁদের তরফে এদিন রাতে বাঘা যতীন পার্কের সামনেও অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়।

পাশাপাশি দোষীর শাস্তির দাবিতে বুধবার সন্ধ্যায় পথে নামেন শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তনীরা। কলেজের দ্বিতীয় গেটের সামনে থেকে শুরু হওয়া মিছিলে হাজারের বেশি প্রাক্তনী পা মেলান। গানে গানে তাঁরা প্রতিবাদ জানান।

কলেজের সামনে থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি পরে কলেজের সামনে এসে শেষ হয়। মিছিলে পা মেলান ১৯৯১ ব্যাচের ছাত্র অতনু ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ ব্যাচের ছাত্রী অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনেকেই। তাঁদের কথায়, 'নজিরবিহীন শাস্তি না হলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। তাই সকলে একজোট হয়ে বিচারের দাবিতে পথে নেমেছি। বিচার প্রক্রিয়া যত পিছাবে আন্দোলনের ঝাঁঝ ততই বাড়বে।'

সাউন্ড বক্স সহ গ্রেপ্তার দম্পতি

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : সাউন্ড বক্স চুরি করে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক দম্পতি। ওই দম্পতির নাম অমরেশ সরকার ও শ্যামলী রায় সরকার। ধৃতরা ভবেশ মোড় এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকেলে রবীন্দ্রনগর মেইন রোডে এক ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে কথা বলার ফাঁকে ওই দম্পতি একটি সাউন্ড বক্স চুরি করে বলে অভিযোগ।

এ নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। এরপর এদিন সকালে ওই দম্পতিকে ভবেশ মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হয় সাউন্ড বক্সও।

সেরা দুই স্কুল

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : রাজ্য স্তরে কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল শিলিগুড়ি নেতাজি হাইস্কুল ও বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাংক আয়োজিত জেলা স্তরের কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কুইজে প্রথম হয় নেতাজি হাইস্কুলের ছাত্র দেবর্ষি ঘটক।

'সমবায় পারে ভারতীয় অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার কমাতে' এই বক্তব্যের পক্ষে বলে প্রথম স্থান অধিকার করে বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্রী সংযুক্তা নাগ এবং বিপক্ষে বলে প্রথম হয় নেতাজি হাইস্কুলের ছাত্রী সুস্মিতা সরকার।

প্রতিযোগিতায় ঘোগোমালি হাইস্কুল, বিবেকানন্দ হাইস্কুল, মাদাতি হাইস্কুল, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল সহ মোট ১০টি স্কুলের পড়ুয়ারা অংশ নেয়। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়।

সুবর্ণ জয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ৪ সেপ্টেম্বর : সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পা দিল সূর্য সেন কলোনি সারদা শিশুতীর্থ। ৫ সেপ্টেম্বর স্কুলের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রভাতফেরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রাক্তন বিদ্যার্থী সম্মেলন, অভিভাবক সম্মেলন সহ আরও অনেক কিছু। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এছাড়াও সারাবছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানিয়েছেন সারদা শিশুতীর্থের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান

পিরাজ কিরণ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা হাইস্কুল
আলিপুরদুয়ার

ছাত্রছাত্রীরা তোমরা সকলেই জানো, এ বছর থেকে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। এবার থেকে নতুন সিমেস্টার (সিমেস্টার-১ ও সিমেস্টার-২) পদ্ধতিতে তোমাদের মূল্যায়ন হবে, যার প্রথম সিমেস্টারটি সম্পূর্ণ রূপে বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের ওপর হবে। ফলে এতদিন যে প্রথাগত পদ্ধতিতে তোমরা একাদশ শ্রেণির জীববিদ্যার পড়াশোনা করে এসেছ, তার কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন তোমাদের করতে হবে। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রত্যেকটি অধ্যায়ের তথ্যভিত্তিক ছোট ছোট বিষয়য়ের তালিকা তৈরি করা, প্রত্যেকটি চিত্র (Diagram) ভালো করে মনে রাখা, বিভিন্ন জৈবনিক বা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে ধাপে ধাপে রেখাচিত্রের মাধ্যমে মনে রাখা এবং সর্বোপরি প্রশ্ন-উত্তর এর সেট নিরন্তর অভ্যাস করা। প্রশ্নগুলি সাধারণত সরাসরি জ্ঞানমূলক, বিশ্লেষণধর্মী, স্তম্ভ মেলানো, শূন্যস্থান পূরণ, বিবৃতি-ব্যাখ্যামূলক, চিত্রনির্ভর বা প্রয়োগমূলক হতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত মান ১ হবে এবং মোট প্রশ্নসংখ্যা হবে ৩৫টি। আজ আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান অধ্যায় থেকে এইরূপ কিছু সম্ভাব্য ধরনের/ প্রকৃতির প্রশ্নোত্তর এখানে আলোচনা করব।

১. নীচের যে ফলটি 'ড্রুপ' জাতীয় তা হল- ক) শসা খ) আম গ) কমলালেবু ঘ) কলা উঃ- খ) আম ।

২. চালতা ফলের যে অংশটি আমরা খাদ্য হিসেবে খাই, সেটি হল-
ক) বীজপত্র খ) রসালো পুষ্পাক্ষ গ) বৃতি ঘ) ফল মধ্যত্বক
উঃ- গ) বৃতি ।

৩. ভৌম পুষ্পদণ্ড দেখা যায়-
ক) আদা খ) পেঁয়াজ গ) লংকা ঘ) কচুতে
উঃ- খ) পেঁয়াজ ।

একাদশ শ্রেণি
জীববিদ্যা

৪. শিক্ষক মহাশয় ভুট্টার ভোজ্য অংশগুলি দেখিয়ে বললেন, এর প্রত্যেকটি এককে বীজ বলব না দানা বলব? তার উত্তরে আকাশ বলল এককগুলিকে দানা বলব; অপরদিকে প্রদীপ বলল এককগুলিকে বীজ বলব। দুজনের উত্তর শুনে শিক্ষক মহাশয় বললেন আকাশ সঠিক উত্তর দিয়েছে। শিক্ষক মহাশয়ের এইরূপ বলার কারণ হল-
ক) ভুট্টা একবীজপত্রী খ) ভুট্টা অসস্যল গ) ভুট্টার ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্য ঘ) ভুট্টা সস্যল বীজ
উঃ- গ) ভুট্টার ফলত্বক ও বীজত্বক অবিচ্ছেদ্য

৫. সাইমোজ পুষ্প বিন্যাস দেখা যায় যে ফুলে, তা হল-
ক) বট খ) গাঁদা গ) রক্তদ্রোণ ঘ) জবা
উঃ- ঘ) জবা

৬. মালাকৃতি মূল দেখা যায়-
ক) রাস্না খ) গাঁজর গ) চুপড়ি আলু ঘ) সাইকাসতে
উঃ- গ) চুপড়ি আলু

৭. স্তম্ভ মিলিয়ে সঠিক জোড়টি লেখ-
স্তম্ভ-I স্তম্ভ-II
A. আকর্ষ রোহিণী i. বাগানবিলাস
B.কণ্টক রোহিণী ii. পান
C.অঙ্কুশ রোহিণী iii. ঝুমকোলতা
D. মূল রোহিণী iv. কাঁঠালিচাঁপা
ক) A-ii, B-i, C-iv, D-iii খ) A-iii, B-i, C-iv, D-ii গ) A-iv, B-i, C-ii, D-iii ঘ) A-iii, B-iv, C-ii, D-i
উঃ- খ) A-iii, B-i, C-iv, D-ii

৮. _____ এ বান্ডিল টুপি দেখা যায়-
ক) দ্বি-বীজপত্রী কাণ্ডে খ) একবীজপত্রী কাণ্ডে গ) দ্বি- বীজপত্রী মূলে ঘ) একবীজপত্রী মূলে
উঃ- ক) দ্বি-বীজপত্রী কাণ্ডে

৯. বিবৃতি (A): গুচ্ছ মূল বীজপত্রাব কাণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়।
ব্যাখ্যা (R): সেমিনাল মূল গুচ্ছ মূল সৃষ্টির জন্য আবশ্যক
ক) A ও R সঠিক, এবং R হল A-এর সঠিক ব্যাখ্যা
খ) A ভুল কিন্তু R সঠিক, R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা
গ) R ভুল A-সঠিক
ঘ) A ও R সঠিক এবং R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা
উঃ- ঘ) A ও R সঠিক এবং R হল A-এর ভুল ব্যাখ্যা

১০. নীচের যে বক্তব্যটি সত্য তা হল-
ক) টিউলিপ ফুল হল পরিবর্তিত বিটপ
খ) টমেটো একটি বেরি ফলের উদাহরণ
গ) অর্কিডের বীজ একটি অতিরিক্ত তৈলযুক্ত শস্য
ঘ) আম একটি ক্যাপসুল ফলের উদাহরণ
উঃ- ক) টিউলিপ ফুল হল পরিবর্তিত বিটপ

১১. নিম্নে প্রদত্ত উদ্ভিদগুলির (i-iv) ক্ষেত্রে অক্ষীয় বা অ্যাক্সাইল অমরা বিন্যাস দেখা যায় না যাদের ক্ষেত্রে তাদের এক বা একাধিক জোড়গুলি নির্বাচন কর : i) লেবু ii) শিয়ালকাঁটা iii) মটর iv) সূর্যমুখী
ক) ii), iii), iv) খ) i), iii)
গ) i), iv) ঘ) i), ii), iii)
উঃ- ক) ii), iii), iv)

ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা

ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে ইংরেজি বিষয়ের নতুন সিলেবাস সম্বন্ধে সচেতন হয়েছ। ক্লাস ইলেভেনের ইংলিশ সিলেবাসের প্রথম সিমেস্টারকে পাঁচটি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি ইউনিট থেকে থাকবে বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর। এই প্রতিবেদনের আলোচ্য বিষয় ইউনিট-২ -এর অন্তর্গত একটি কবিতা- The Bangle Sellers।

সঞ্চিতা কর্মকার
শিক্ষক, মিল্কি হাইস্কুল
ইংরেজবাজার, মালদা

The Bangle Sellers

The Nightingale of India নামে পরিচিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ও কবি Sarojini Naidu. তার লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা 'The Bangle Sellers'. Sarojini Naidu-এর কাব্য সংকলন 'The Bird of Time'-এ ১৯১২ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে ভারতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, ভারতীয় নারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রথা এবং ভারতীয় নারীদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চুড়িগুলি শুধুমাত্র গয়না নয় সেগুলি ভারতীয় সংস্কৃতিতে মহিলাদের জীবনযাত্রার নিদর্শন। ভারতবর্ষ রং ও বৈচিত্র্যময় দেশ। রামধনু রঙের বিচিত্র বর্ণের সূক্ষ্ম কাচের চুড়িগুলি ভারতীয় মহিলাদের জন্য তৈরি হয় এবং চুরি বিক্রেতারা তাঁদের সুন্দর রঙিন চুরিগুলি বিক্রি করার জন্য ভারতের বিভিন্ন গ্রামের মেলায়, বিভিন্ন মন্দিরে তাদের পসরা নিয়ে যায়। সেখানে তাদের রঙিন চুড়িগুলি বিক্রি করবে বলে ঘুরে বেড়ায়। ভারতের সব বয়সের মহিলাদের রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা বিভিন্ন রংয়ের চুরি, কয়েক প্রজন্ম ধরে বিক্রি করে আসছে এবং এইভাবে সমাজে নিজেদের গোষ্ঠী তৈরি করে সমাজ ও সংস্কৃতির সেবা করছে। কবিতাটিতে চারটি স্তবকের মাধ্যমে যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙের চুরি প্রতীকী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। চুরিকে একটি সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ভারতে মহিলাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়গুলি অন্বেষণ ও উদযাপন করা যায়।

নিম্নে এই কবিতা থেকে কিছু MCQ প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা করা হল—

1. 'The Bangle Sellers' has been taken from the third section of her book 'The Bird of Time' which is –
A) Songs of my City
B) Songs of Love and Death
C) Indian Folk Songs (To Indian Tunes)
D) Songs of the Spring Time
Ans- (C)

2. The main symbol in 'The Bangle Sellers' is-
A) Temples
B) Bangles
C) Women
D) Fair
Ans- (B)

3. The words used to depict the bangles are-
A) expensive and exclusive
B) heavy and dull
C) rough and smooth
D) delicate, bright and rainbow-tinted
Ans- (D)

4. The girls are compared with buds to highlight-
A) The young girls who are not fully grown up
B) The pink cheeks of the girl
C) The beautiful smell of flowers
D) The pink bangles of the girls
Ans- (A)

5. The main purpose of the bangle sellers at the temple fair is –
A) To decorate the temple with colourful objects
B) To entertain the crowd with stories
C) To sell bangles to women of different ages
D) To participate in a religious ceremony
Ans- (C)

6. With which natural objects has the poetess compared the silver and blue bangles?
A) with the freshness of the new-born tender leaves
B) with the mountain mist

একাদশ শ্রেণি
ইংরেজি

C) with heavy rains
D) with red flowers
Ans- (B)

7. The colour 'silver and blue' evoke a sense of----------, aligning with a young, unmarried woman-
A) experience
B) innocence
c) maturity
D) innocence and youth
Ans- (D)

8. Match the column :
Column A Column B
i) Rainbow-tinted a) These bangles symbolize desire and passion
ii) Blood-red jewels b) These bangles symbolize royalty and grandeur
iii) Purple and gold flecked grey c) These bangles symbolize joy and celebration
Select the right combination :
A) i-a, ii-b, iii-c
B) i-b, ii-a, iii-c
C) i-c, ii-b, iii-a
D) i-c, ii-a, iii-b
Ans- (D)

9. Who is the speaker in the poem 'The Bangle Sellers'? -
A) The women
B) The Bangle Sellers
C) The readers
D) the players
Ans- (B)

10. The 'tinkling' sound associated with the bangles is an example of –
A) Simile
B) Imagery
C) Onomatopoeia
D)Alliteration
Ans- (C)

'রূপনারানের কূলে' কবিতার পর্যালোচনা

ড. পতিতপাবন চৌধুরী,
শিক্ষক, পুরাতন মালদহ
কালাচাঁদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়

'রূপনারানের কূলে' কবিতাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'শেষ লেখা'র ১১ সংখ্যক কবিতা। এই কবিতাটিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ 'রূপনারানের কূলে' নামকরণ করে পাঠ্য করেছেন।

রূপনারায়ণ পশ্চিমবঙ্গের একটা নদীর নাম। 'নারায়ণ' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে 'নারান'।

নদী চিরকাল প্রবহমান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের সবাইকে প্রবহমান নদীর মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বাস্তব জগতে কোনও স্বপ্ন, কল্পনা, রোমান্টিকতার স্থান নেই। ভুয়োদর্শী কবি আজীবন বিভিন্ন রূঢ় বেদনাদায়ক বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি বা সম্মুখীন হয়েছেন, বহু প্রিয়জনের মৃত্যু দেখেছেন, নানা ঘটনায় মর্মাহত হয়েছেন, মানসিক আঘাতে-বেদনায় জর্জরিত হয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আত্মোপলব্ধির কথা শুনিয়েছেন—'রূপনারানের কূলে/ জেগে উঠিলাম,/জানিলাম এ জগৎ /স্বপ্ন নয়।'

আমাদের সবার জীবনের মূলমন্ত্র 'চরৈবেতি'। এই এগিয়ে যাওয়ার পথেই দুঃখ-যন্ত্রণা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনা, নিরন্তর রোগভোগ ইত্যাদি ঘটনাবলিতে কবির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তিনি মানসিক আঘাতে বেদনায় জর্জরিত হয়ে উপলব্ধি করেছেন--

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম/আপনার রূপ' এবং কবি নিজেকে সম্যক রূপে চিনতেও পেরেছেন।

জীবনে আনন্দ, সুখ, দুঃখ, কষ্ট ইত্যাদি ঘটনাক্রমে আসবে যাবে। 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক/ সত্যেরে লও সহজে।' আর এই সত্যকে মেনে নিলে কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয় থাকে না। তাই কবি বলেছেন—'সত্য যে কঠিন,

উচ্চমাধ্যমিক
বাংলা

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।'

কবি জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। নিজস্ব জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় স্বরূপ চিনেছেন।

জন্ম থেকে একেবারে আসন্ন মৃত্যু পর্যন্ত শুধুই দুঃখের তপস্যা। অনন্ত দুঃখের মধ্যে তাঁর জীবনের বহু কাল কাটলেও কবি কখনও কোনও বেদনাহত আকুতি প্রকাশ করেননি বরং এই বাস্তবতার কথা সাবলীলভাবে মেনে নিয়েছেন -

'আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।'

এই মানব জীবনে কবি আবার অনেক কিছু পেয়েছেন। নির্মল এক প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল কবির হৃদয়। মর্ত্যজীবনের প্রতি প্রণাম জানিয়ে মৃত্যুতে জীবনের সব দেনা তিনি শোধ করে দিতে চেয়েছেন। এই মনোভাব প্রকাশের মাধ্যমে মৃত্যুঞ্জয় কবি যেমন মৃত্যুকে গুরুত্বহীন করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনই ভাবে জীবনের প্রতি সুগভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাস্তবের কঠিন রূঢ় জীবনকে আরও মহনীয় করে তুলেছেন।

আলোচ্য কবিতায় 'রূপনারান' নদী একটা প্রতীকী মাত্র। কবিতাটির ভাব বা ব্যঞ্জনা শুধুমাত্র একটি নদীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রবহমান জগতের রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি সরাসরি বাস্তব জগতের এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধির কথা বলেছেন। কবির অভিজ্ঞতালব্ধ এই কবিতায় তাই '...মিল নাই, উপমা নাই, ঝংকার নাই, সজ্জাবিন্যাস কিছুই নাই। শুধু দু'-একটি কথা যে কথা ক'টি না বললে নয়--স্পষ্ট, সরল, সংহত, কঠিন কয়েকটি কথা, যেন মন্ত্র, যেন চরমতম অভিজ্ঞতার পরমতম বাণী' হয়ে ফুটে উঠেছে।

নাইট্রোজেন চক্রের খুঁটিনাটি

ড. সুপ্রতিম পাল, *শিক্ষক*
আদর্শ হাইস্কুল
দেওয়ানহাট, কোচবিহার

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

নাইট্রোজেন চক্র থেকে কিছু সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হল –

1. নাইট্রোজেন চক্র কাকে বলে?
উঃ- যে সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিক চক্রাকার পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক উপায়ে বা জীবাণু দ্বারা আবদ্ধ হয়ে মাটিতে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে উদ্ভিদদেহে ও পরে খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে অন্যান্য জীবদেহে প্রবেশ করে এবং জীবদেহ ও মাটি থেকে পুনরায় পর্যায়ক্রমে বা সরাসরি বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে এবং পরিবেশে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে, তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

2. নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বলতে কী বোঝ?
উঃ- যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক উপায়ে বা জীবজ উপায়ে বা শিল্পজাত উপায়ে বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগরূপে মাটিতে আবদ্ধ হয় এবং মাটির নাইট্রোজেন ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে, তাকে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ বা নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ বলে।

3. লেগ হিমোগ্লোবিন বলতে কী বোঝো?
উঃ- লেগ হিমোগ্লোবিন হল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে তুলনীয় এক বিশেষ প্রকারের লৌহঘটিত লাল বর্ণের রঞ্জক বা ফাইটোগ্লোবিন। ইহা শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে অবস্থিত

4. স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা কীভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঘটে?
উঃ- মাটিতে বসবাসকারী সবাত শ্বসনে সক্ষম অ্যাজোটোব্যাক্টর (Azotobacter sp.) ও অবাত শ্বসনে সক্ষম ক্লসট্রিডিয়াম (Clostridium sp.) বায়ু থেকে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন গ্রহণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেনকে আবদ্ধ করে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ গঠন করে। এদের মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায় এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

5. মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী দুটি স্বাধীনজীবী নীলাভ-সবুজ শৈবালের নাম লেখো।
উঃ- মাটিতে নাইট্রোজেন স্থিতিকারী দুটি স্বাধীনজীবী নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটিরিয়া হল – i) অ্যানাবিনা (Anabaena sp.) ও ii) নস্টক (Nostoc sp.) ।

6. মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা কীভাবে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ঘটে?
উঃ- ছোলা, মশুর, মটর, শিম, বিনস প্রভৃতি লেগুমিনেসি এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

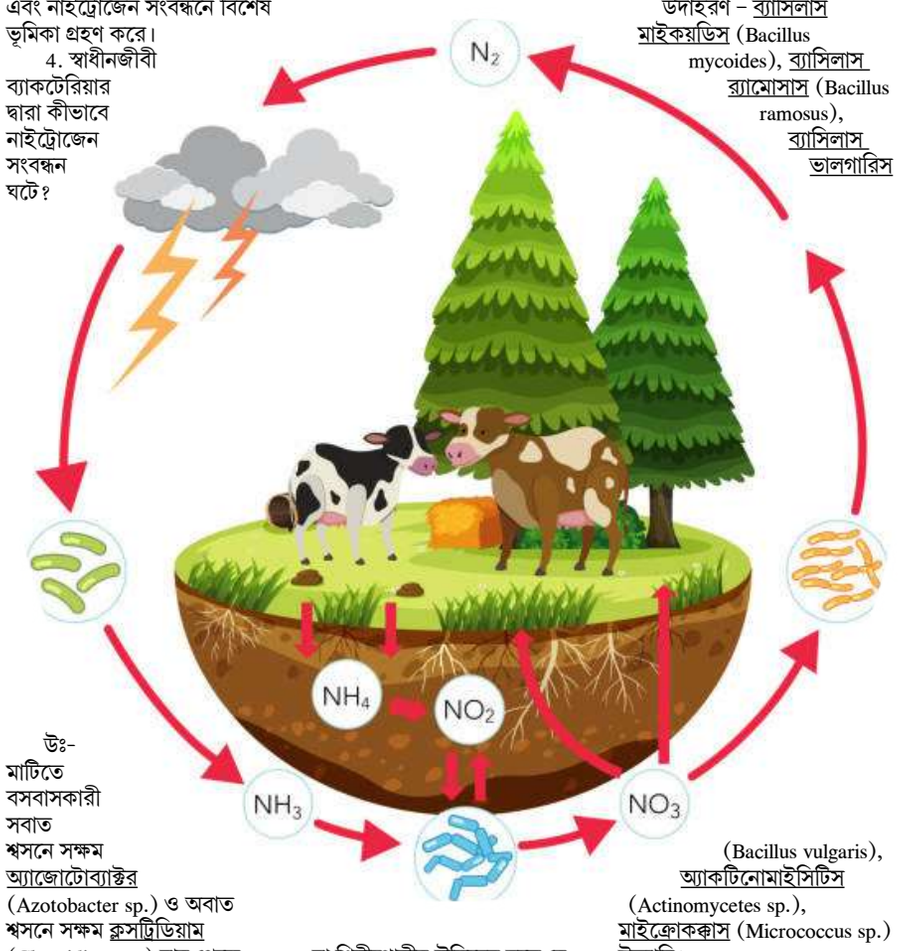

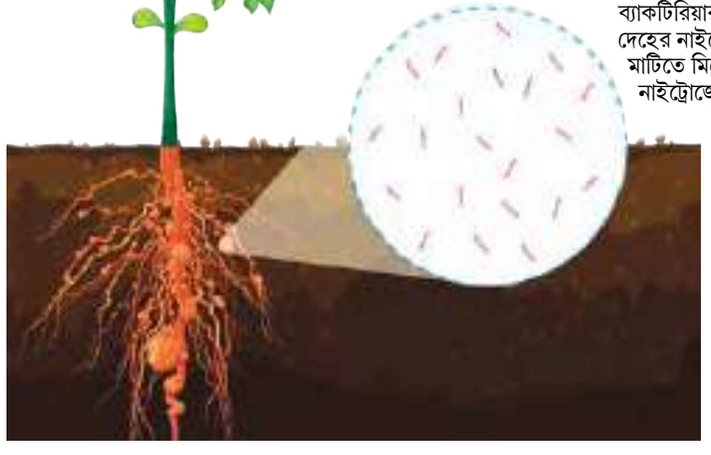

বা শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে যে গুটি বা অর্বুদ (nodule) তৈরি হয়, তাতে রাইজোবিয়াম (Rhizobium sp.) নামক এক প্রকার মিথোজীবী ব্যাকটিরিয়া বসবাস করে। এই ব্যাকটিরিয়া বায়ু থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন শোষণ করে নানা প্রকার নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ গঠন করে। ওই সব নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের কিছুটা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে এবং বাকিটা নিজের দেহে ধরে রাখে। উদ্ভিদের ও সেই ব্যাকটিরিয়ার মৃত্যুর পর তাদের দেহের নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি মাটিতে মিশে যায় এবং মাটির নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

7. অ্যামোনিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃতদেহ এবং প্রাণীদের রেচন ও বর্জ্য পদার্থে উপস্থিত নাইট্রোজেনঘটিত যৌগগুলি যে পদ্ধতিতে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন বিয়োজক যেমন ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাকের ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়, তাকে অ্যামোনিফিকেশন বলে।

8. অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া কাদের বলা হয়? উদাহরণ দাও।
উঃ- নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগ থেকে অ্যামোনিয়া উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী অর্থাৎ অ্যামোনিফিকেশনে সাহায্যকারী ব্যাকটিরিয়াদের অ্যামোনিফাইং ব্যাকটিরিয়া বলে।
উদাহরণ – ব্যাসিলাস মাইকয়ডিস (Bacillus mycoides), ব্যাসিলাস ব্যামোসাস (Bacillus ramosus), ব্যাসিলাস ভালগারিস (Bacillus vulgaris), অ্যাকটিনোমাইসিটিস (Actinomycetes sp.), মাইক্রোকক্কাস (Micrococcus sp.) ইত্যাদি।

9. নাইট্রিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- যে প্রক্রিয়ায় মৃত্তিকাস্থিত অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম আয়নগুলি মাটিতে উপস্থিত নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas sp.) নামক ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় প্রথমে নাইট্রাইট যৌগে (NO_2) পরিণত হয় এবং পরে মাটিতে বসবাসকারী নাইট্রোব্যাক্টর (Nitrobacter sp.) নামক ব্যাকটিরিয়ার ক্রিয়ায় নাইট্রাইট যৌগ নাইট্রেট যৌগে (NO_3) পরিণত হয়, তাকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

10. ডিনাইট্রিফিকেশন কাকে বলে?
উঃ- যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে উপস্থিত কিছু ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া যেমন- সিউডোমোনাস ডিনাইট্রিফিক্যানস (Pseudomonas denitrificans), থায়োব্যাসিলাস ডিনাইট্রিফিক্যানস (Thiobacillus denitrificans) ইত্যাদির ক্রিয়ায় মাটির নাইট্রেট বা অন্যান্য নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে, তাকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

জেনে রেখো

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা

- নিউরোলজি-স্নায়ুতন্ত্র ও তার কাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- লিথোলজি-শিলা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- হিস্টোলজি-কলা সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- গ্লেসিওলজি-তুষার ও হিমবাহ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- জিওমর্ফোলজি-ভূমিরূপের গঠন, বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টি সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- ইথোলজি-প্রাণীদের আচরণ অধ্যয়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- এন্টোমোলজি -পতঙ্গ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- এমব্রায়োলজি-ভ্রূণের বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- ডার্মাটোলজি -চর্ম ও চর্মরোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান।
- মাইকোলজি-ছত্রাক ও ছত্রাক ঘটিত রোগ সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

খেলায় আজ

১৯৯০ : ইভান লেন্ডলের টানা নবমবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ করেছিলেন পিট সাম্প্রাস। কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি লেন্ডলকে হারান ৬-৪, ৭-৬, ৩-৬, ৪-৬, ৬-২ গেমে।

সেরা অফবিট খবর

সামির ডাকনাম

জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার পরে বেশ কিছু দিন কোনও ডাকনাম ছিল না মহম্মদ সামির। সামিকে ডাকনাম দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেই কাহিনি সামনে আনলেন সামি। মঙ্গলবার ৩৪তম জন্মদিনে নিজের অজানা কাহিনি জানান সামি। ডাকনাম নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে ভারতীয় পেসার বলেছেন, 'সকলেই জানে যে দলে আমার ডাকনাম লালা। এই নামটা বিরাট দিয়েছিল। প্রথমে আমার কোনও নাম ছিল না। কিন্তু বাকি সকলের ছিল। তাই বিরাট আমাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করে।'

উত্তরের মুখ

পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের জয়চাঁদলাল লাহোটি ও অঞ্জলি রায় বসুনিয়া ট্রফি মহিলা ফুটবলের ফাইনালে জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হলেন বিনা রায়। ম্যাচে তাঁর দল জনি কোচিং সেন্টার হলদিবাড়ি ৩-০ গোলে দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ২০১৭ সালের অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে ভারত একটিমাত্র গোল করেছিল। গোলদাতা কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থিব দত্ত, মিঠু সিনহা, রাজেশ, অভিনব ভট্টাচার্য, নিবেদিতা হালদার, অসীম হালদার, বি বসাক, নীলরতন হালদার, নির্মল সরকার, নীলেশ হালদার, সবুজ উপাধ্যায়, পৌলমী সাহা, সুজন মহন্ত, সমীর কুমার বাগচি, শ্রীতমা কুণ্ডু, সুখেন স্বর্ণকার, তন্ময় দে, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুকুমার মিশ্র, তয়ন পাল, দেবব্রত সাহা রায়, জীবন রায়, অভিদীপ্ত বসু, কৌশভ দে, ত্রিজয় সেন, কৌস্তভ।

প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে ওঠার পর টেলর ফ্রিৎজ।

১৯ বছর পর সেমিতে আমেরিকান দ্বৈরথ

গ্রিগর দিমিত্রভের সার্ভিস ফেরাচ্ছেন ফ্রান্সিস টিয়াফো।

নিউ ইয়র্ক, ৪ সেপ্টেম্বর : সুইস কিংবদন্তি রজার ফেডেরার ২০০৫ সালে কেরিয়ারের দ্বিতীয় ইউএস ওপেন জিতেছিলেন। সেবারই শেষবার টুর্নামেন্টে অল আমেরিকা সেমিফাইনাল হয়েছিল। যেখানে স্বদেশীয় রবি গিনেপ্রিকে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিলেন মার্কিন কিংবদন্তি আন্দ্রে আগাসি। ১৯ বছর পর আবার সেমিফাইনালে আমেরিকান দ্বৈরথ দেখতে চলেছে ইউএস ওপেন। শুক্রবার যেখানে টক্কর নেবেন ফ্রান্সিস টিয়াফো ও টেলর ফ্রিৎজ। ২০০৬ সালে আমেরিকার শেষ খেলোয়াড় হিসেবে ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন অ্যান্ডি রডিক। টিয়াফো ও ফ্রিৎজের মধ্যে একজন নিশ্চিতভাবেই রডিকের পাশে বসতে চলেছেন।

গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসরে বড় তারকারা তাড়াতাড়ি বিদায় নিলে আনকোরাদের সামনে সেমিফাইনাল, ফাইনালে ওঠার সুযোগ এসে যায়। নোভাক জকোভিচ, কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া শুরুতেই ছিটকে গিয়েছেন চলতি ইউএস ওপেন থেকে। ফাঁকা মাঠে রং ছড়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করেননি ফ্রিৎজ ও টিয়াফো। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রিৎজ ৭-৬ (৭/২), ৩-৬, ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারান জার্মানির আলেকজান্ডার ভেরেভকে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য গ্রিগর দিমিত্রভ মাঝপথে ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ায় শেষ চারে পৌঁছে যান টিয়াফো।

নোভাক, আলকারাজদের অনুপস্থিতিতে ভেরেভকে খেতাবের অন্যতম দাবিদার ধরা হচ্ছিল। কিন্তু

শেষ চারে সাবালেঙ্কা, বিদায় বোপান্নার

আক্রমণাত্মক টেনিসে ৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিটের লড়াইয়ে ভেরেভকে বাড়ি ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেন ফ্রিৎজ। যেমনটা চলতি বছরের উইম্বলডনে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে করেছিলেন তিনি। কিন্তু ফ্রিৎজের কাছে বুধবারের জয়ের মাহাত্ম্য অনেক বেশি। কারণ এই জয় ফ্রিৎজকে কেরিয়ারে প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম সেমিফাইনালের টিকিট এনে দিয়েছে। মজার বিষয় হল, অতীতে গ্র্যান্ড স্ল্যামে চারবারই কোয়ার্টার্র ফাইনালে হারতে হয়েছিল ২৬ বছরের ফ্রিৎজকে।

এদিন তাই ম্যাচ পয়েন্ট পাওয়ার পরই আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে বন্য উচ্ছ্বাসে মাতেন ফ্রিৎজ। পরে নিজেকে সামলে অন-কোর্ট সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। অতীতে বেশ কয়েকবার গ্র্যান্ড স্ল্যামে কোয়ার্টার্র ফাইনালে খেলেছি। এবার ঘরের দর্শকদের সামনে একধাপ বেশি এগোলাম।' টিয়াফোর বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল প্রসঙ্গে ফ্রিৎজের বক্তব্য, 'ফো-এর বিরুদ্ধে লড়াই মজাদার হবে। বিদ্যুৎগতির একটা ম্যাচ হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ঘরের দর্শকদের সামনে আমাদের মধ্যে কেউ একজন ফাইনালে যাবে।'

টিয়াফোকে অবশ্য খুব বেশি লড়াইয়ের সামনা করতে হয়নি। জোড়া সেটে এগিয়ে যাওয়ার পর চতুর্থ সেটে ৪-১ গেমে টিয়াফো এগিয়ে থাকার সময় দিমিত্রভ ম্যাচ ছেড়ে দেন। যদিও এভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছানোয় হতাশ টিয়াফো। বলেছেন, 'ম্যাচ এভাবে শেষ হোক চাইনি। তবে আরও একটা সেমিফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু শুক্রবারের রাত আমার ও ফ্রিৎজের জন্য কঠিন হতে চলেছে। দুইজনের জন্যই কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে।'

মহিলাদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠতে একেবারেই ঘাম ছড়াতে হয়নি বিশ্বের দুই নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে। কোয়ার্টার্র ফাইনালে তিনি ৬-১, ৬-২ গেমে চিনের কুইনয়েন ঝেংকে উড়িয়ে দিয়েছেন। সেমিফাইনালে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ কোকো গফ-ঘাতক এম্মা নাভারো। শেষ চারে পৌঁছে সাবালেঙ্কা দর্শকদের মজার সুরে বলেছেন, 'সেমিফাইনালে নাভারোর বিরুদ্ধে যদি আপনারা আমাকে সমর্থন করেন, তাহলে আমার তরফ থেকে আপনাদের জন্য ড্রিঙ্কস ফ্রি।'

চলতি ইউএস ওপেনে অভিযান শেষ হয়ে গেল ভারতের রোহন বোপান্নার। বুধবার মিক্সড ডাবলসে সেমিফাইনালে বোপান্না-আলদিলা সুতজিয়াদি ৩-৬, ৪-৬ গেমে টেলর টাউনসেন্ড-ডোনাল্ড ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

> ম্যাচ এভাবে শেষ হোক চাইনি। তবে আরও একটা সেমিফাইনালে উঠতে পেরে ভালো লাগছে। কিন্তু শুক্রবারের রাত আমার ও ফ্রিৎজের জন্য কঠিন হতে চলেছে। দুইজনের জন্যই কেরিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ হবে।
> -ফ্রান্সিস টিয়াফো

১২ সেপ্টেম্বর রোহিতদের শিবির শুরু

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : পরিকল্পনা কোচ গৌতম গম্ভীরের। আর সেই পরিকল্পনায় সম্মতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের।

নিট ফল, আগামী ১২ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়ের চিপকে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের নিয়ে বিশেষ শিবির করতে চলেছেন কোচ গম্ভীর। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে চেন্নাইয়েই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলবে টিম ইন্ডিয়া। ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতে পৌঁছানোর কথা পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা বাংলাদেশ দলের। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে চিপকে বাংলাদেশ দলও অনুশীলন করবে।

বার্বাডোজের মাটিতে গত ২৯ জুন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ায় কোচ রাহুল দ্রাবিড় জমানা শেষ হয়েছে। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন গম্ভীর। কোচ গম্ভীর ইতিমধ্যেই শ্রীলঙ্কায় একটি সিরিজে দায়িত্বও সামলেছেন। তবে সেই সিরিজে ছিল টি২০ ও একদিনের ম্যাচ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন সিরিজে টেস্ট দলের কোচ হিসেবে অভিষেক হতে চলেছে গম্ভীরেরও। তার আগে দলকে গুছিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির প্রথম পর্বের ম্যাচের শেষেই পুরো দল নিয়ে শিবির শুরু করতে চাইছেন গম্ভীর।

ঘরের মাঠে প্রথমে বাংলাদেশ, পরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলেই প্রায় দুই মাসের সফরে অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবে টিম ইন্ডিয়া। প্যাট কামিন্সদের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সেই সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার চেয়েও বেশি করে কোচ গম্ভীরের জন্য অগ্নিপরীক্ষা হতে চলেছে। এমন অবস্থায় লাল বলের ক্রিকেটের স্কিলে শান দেওয়ার লক্ষ্যে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে চিপকে শিবিরের পরিকল্পনা গম্ভীরের। যেখানে দীর্ঘসময় পর লাল বলের ক্রিকেটে ফিরতে চলা ঋষভ পন্থ থেকে শুরু করে টিম ইন্ডিয়ার সকলেই থাকবেন। হাজির থাকার কথা বিরাট কোহলিরও। গত মার্চ মাসে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। ব্যক্তিগত কারণে সেই সিরিজে ছিলেন না বিরাট। ফলে তাঁর জন্যও আসন্ন বাংলাদেশ সিরিজ লাল বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের। ভারতীয় দলের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীর আসন্ন দীর্ঘ ক্রিকেট মরশুমের আগে পুরো দলকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছেন।

১২ সেপ্টেম্বর চিপকে যার পথ চলার শুরু হতে চলেছে।

খোশমেজাজে সময় কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা। বুধবার।

রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : পরিবারের সঙ্গে বেশি করে সময় কাটানোর জন্য টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদ ছেড়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট থেকে বেশিদিন দূরে থাকতে পারলেন না রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর কোচিং কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২০২৫ সালের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালস দলের দায়িত্ব নিলেন তিনি। রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে ইতিমধ্যেই দ্রাবিড় চুক্তিও সেরে ফেলেছেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, আগামী ডিসেম্বরের নিলামে রাজস্থানের দলটা কেমন হতে পারে, তা নিয়েও ফ্র্যাঞ্চাইজি শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে তাঁর। অতীতে রাজস্থান রয়্যালস দলের হয়ে আইপিএলে খেলেছেন রাহুল। দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও সামলেছেন। পরবর্তী সময়ে রাজস্থানের মেন্টরের দায়িত্ব পালন করতেও দেখা গিয়েছে রাহুলকে। এবার তিনি কুমার সাঙ্গাকারার বদলি হিসেবে রাজস্থানের কোচের দায়িত্বে এলেন। যদিও রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এই ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

গত ২৯ জুনের রাতটা ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা হয়তো কোনওদিনও

> আমরা সবাই প্রবলভাবে বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিলাম। আর সেই সময়টা যখন এসেছিল, তখন তাই একটু বেশিই আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। কিছু সময় জীবনে আসে, যখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব এমন কাণ্ড আর কখনও না করতে। আমার পরিবার, স্ত্রী-পুত্ররা আমায় এমন করতে দেখলে পাগল ভাববে।
> **রাহুল দ্রাবিড়**

ভুলতে পারবে না। কারণ, সেই রাতে বার্বাডোজের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল রোহিত শর্মার ভারত। কোচ দ্রাবিড়কে নতুন রূপে দেখেছিল দুনিয়া। তাঁর আবেগের স্ফুরণ চমকে দিয়েছিল দুনিয়াকে। আগামীদিনে রাজস্থান আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হলে ফের শিশুর মতো দ্রাবিড় লাফিয়ে উঠে উৎসবে মাতবেন কি না, সময় বলবে। তবে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বার্বাডোজের সেই রাতের মতো আর কখনও আবেগে ভাসতে চান না। রাজস্থানের কোচ হিসেবে তাঁর নাম সামনে আসার পর এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দ্রাবিড় বলেছেন, 'আমরা সবাই প্রবলভাবে বিশ্বকাপ জিততে চেয়েছিলাম। আর সেই সময়টা যখন এসেছিল, তখন তাই একটু বেশিই আবেগে ভেসে গিয়েছিলাম। কিছু সময় জীবনে আসে, যখন আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব এমন কাণ্ড আর কখনও না করতে। আমার পরিবার, স্ত্রী-পুত্ররা আমায় এমন করতে দেখলে পাগল ভাববে।'

রাহুলের পুত্র সমিত সম্প্রতি অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় স্কোয়াডে সুযোগ পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজ খেলবে জুনিয়ার ভারতীয় দল। পুত্রের জাতীয় জুনিয়ার দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে অবশ্য এখনও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন বিশ্বজয়ী ভারতীয় কোচ। গর্বিত পিতার মতো তিনি এখন তাঁর পুত্রকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চাইছেন বাইশ গজে নিজেকে মেলে ধরার জন্য।

'টেস্টে আমার পারফরমেন্স প্রত্যাশিত নয়'

স্পিন সামলাতে রক্ষণে জোর দিচ্ছেন শুভমান

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর : টেস্ট আঙিনায় চতুর্থ মরশুম।

করোনাকালে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিষেক। দুই ইনিংসে ওপেন করে ৮০ রান। টিম ইন্ডিয়ার দুরন্ত জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন। যদিও শুভমান গিল নিজেই মানছেন তাঁর টেস্ট কেরিয়ার প্রত্যাশিত মানে পৌঁছোয়নি। আগামী দিনে সেই প্রত্যাশা পূরণই পয়লা নম্বর টার্গেট।

আসন্ন বাংলাদেশ টেস্ট (১৭ সেপ্টেম্বর শুরু) সিরিজকেই পাখির চোখ করছেন। যেখানে মূল গাঁট প্রতিপক্ষের দুই স্পিন-তারকা মেহেদি হাসান মিরাজ ও সাকিব আল হাসান। চ্যালেঞ্জ সামলাতে স্পিনের বিরুদ্ধে রক্ষণ নিয়ে বাড়তি ঘাম ঝরানোর কথা শুভমানের মুখে। আগামীকাল শুরু দলীপ ট্রফিতে প্রস্তুতির সুযোগ পাচ্ছেন। সঙ্গে 'এ' দলের নেতৃত্বের গুরুভার।

দলীপ ট্রফির শুরুর প্রাক্কালে এক সাক্ষাৎকারে শুভমান বলেছেন, 'স্পিনারদের বিরুদ্ধে নিজের রক্ষণ নিয়ে কাজ করছি। ঘূর্ণি পিচে স্পিনারদের সামলাতে শক্তিশালী রক্ষণ প্রয়োজন। তারপর শট খেলার প্রশ্ন।' স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটিং চিন্তার জায়গা। শ্রীলঙ্কা সফরে যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। গৌতম গম্ভীরের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে দায়িত্ব নেওয়ার পর স্পিন-দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার কথা বলেছিলেন।

আর এই দুর্বলতার জন্য টি২০ ক্রিকেটকে আংশিক দায়ী করছেন শুভমান। যুক্তি, ব্যাটিং সহায়ক পিচে অতিরিক্ত টি২০ ক্রিকেট খেলার প্রভাব পড়ছে ব্যাটিংয়ে। রক্ষণে কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব, ফাঁকফোকর তৈরি হয়েছে। মিরাজ-সাকিবদের মোকাবিলার আগে যে ভুলত্রুটি শুধরে নিতে চান।

এখনও পর্যন্ত ২৫টি টেস্ট খেলেছেন। ৪টি শতরান সহ সংগ্রহ ১৪৯২। ব্যাটিং গড় ৩৫.৯২, যা শুভমানসুলভ নয়। নিজেও যা মানছেন শুভমান। বলেছেন, 'টেস্টে আমার পারফরমেন্স প্রত্যাশিত নয়। তবে এই মরশুমে গোটা দশেক টেস্ট পাব। তারপরই নিজেকে দেখতে চাই। আশা করি, নিজের প্রত্যাশা মেটাতে সক্ষম হব।'

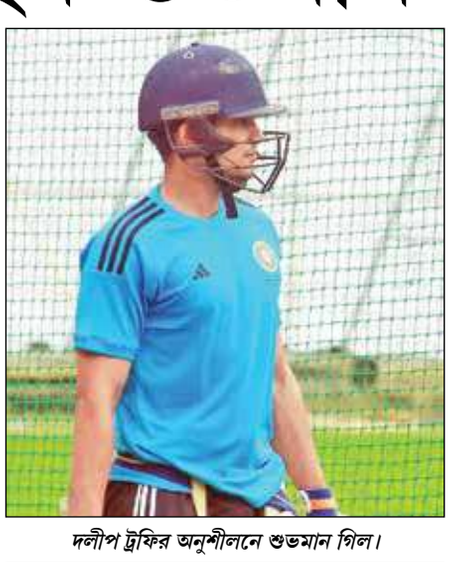

দলীপ ট্রফির অনুশীলনে শুভমান গিল।

অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন 'বি' দলের বিরুদ্ধে দলীপে নামার আগে শুভমান বলেছেন, 'দলীপ ট্রফি বড় টুর্নামেন্ট। প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় দলের অনেক সতীর্থ খেলবে। সবমিলিয়ে আকর্ষণীয় টুর্নামেন্ট হতে চলেছে। দলের ('এ' দল) প্রত্যেকেই প্রায় অভিজ্ঞ। কার কী করণীয়, সবাই বোঝে। আর বোলারদের ওয়ার্কলোডের বিষয়টি টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকরা ভালো বলতে পারবে।'

রোহিতকে দেখে শেখা 'বিদ্যে' ভরসা যশস্বীর

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর : সাড়া জাগিয়ে টেস্ট অভিষেক।

অনভিজ্ঞতা সরিয়ে ধারাবাহিক সাফল্যে এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম ভরসার জায়গা। তবে এখানেই থেমে থাকতে নারাজ যশস্বী জয়সওয়াল। আসন্ন মরশুমে কেরিয়ারকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চান। বদ্ধপরিকর গত বারো

> রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেন। উইকেট বুঝে, যেভাবে নিজের ইনিংসকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা শিক্ষণীয়। শিখেছি পিচ, ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে ব্যাটিংকে বদলে নিতে হয়।
> **যশস্বী জয়সওয়াল**

মাসে জাতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে।

আপাতত চোখ দলীপ ট্রফিতে। আগামীকাল দলীপে নামার প্রাক্কালে রোহিতের সঙ্গে ওপেনিং করার প্রসঙ্গ টেনে যশস্বী বলেছেন, 'রোহিতভাইয়ের সঙ্গে ব্যাটিং করা দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা। সবসময় নিজের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে ভাগ করে নেন। উইকেট বুঝে, যেভাবে নিজের ইনিংসকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা শিক্ষণীয়। শিখেছি পিচ, ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী কীভাবে ব্যাটিংকে বদলে নিতে হয়।'

যশস্বী জানান, সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা তাঁকে অনেক বেশি পরিণত করে তুলেছে। নিজের গেমকে আরও ভালোভাবে বুঝতে পারছেন। ভারতীয় দলের তরুণ তুর্কি আরও বলেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার সময় অনেক কিছু বুঝতাম না। কিন্তু গত একবছর জাতীয় দলের খেলা আমার ব্যাটিংয়ে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। উন্নতিও করেছি। উন্নতির ধারা বজায় রাখতে চাই।'

নেটে বাড়তি সময়ও দিচ্ছেন। যশস্বী বলেছেন, 'প্রথমে দলীপ ট্রফি। তারপর বাংলাদেশ সিরিজ। নেটে পরিশ্রম করছি। ব্যক্তিগত লক্ষ্যমাত্রা বলতে সেরকম কিছু নয়, মূল কথা, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, দক্ষতায় ধার বাড়ানো। প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দলীপ ট্রফি, ইরানি ট্রফি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে পাওয়া সাফল্য আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

আজ শুরু দলীপ ট্রফি

নেই ঈশান, বদলি স্যামসন

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই আগামীকাল থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের ঘরোয়া মরশুম। দলীপ ট্রফির মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম।

দলীপ শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগেই নতুনভাবে সংবাদ শিরোনামে ঈশান কিষান। নিজের রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডের হয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় খেলতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন ঈশান। সেই চোটের কারণেই দলীপ ট্রফির প্রথম পর্বের ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। প্রতিযোগিতার পরের দিকে ঈশানকে পাওয়া যাবে কিনা, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে, দলীপের টিম 'ডি'-তে থাকা ঈশান প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার পর তাঁর সম্ভাব্য বিকল্প নিয়ে সারাদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে চলল জল্পনা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে রাতের দিকে ঈশানের বিকল্পের হিসেবে সঞ্জু স্যামসনের নাম ঘোষণা করা হয়। দলীপের চার দলের প্রাথমিক স্কোয়াডে সঞ্জু ছিলেন না। ঈশানের চোট সঞ্জুর সামনে দরজা খুলে দিল।

> বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার মাঝেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর থেকেই ক্রিকেটের বাইরে রয়েছি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির মাধ্যমে নতুন শুরু করতে চাইছি।
> **আকাশ দীপ**

এদিকে, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতে নতুন শুরু করতে চাইছেন বাংলার জোরে বোলার আকাশ দীপ। গত জুন মাসে ইডেন গার্ডেন্সে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের খেলার সময়ই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন আকাশ। তারপর থেকেই তিনি ক্রিকেটের বাইরে। আপাতত আকাশ পুরো ফিট। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে আজ এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আকাশ। বলেছেন, 'বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলার মাঝেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলাম। তারপর থেকেই ক্রিকেটের বাইরে রয়েছি। আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির মাধ্যমে নতুন শুরু করতে চাইছি।'

কোয়াদ্রাত মনে করালেন, তাঁর আমলেই বহু বছর পর ট্রফি ■ অতীতের স্মৃতি নিয়ে ভাবছেন না বাগান কোচ

সুপার সিক্সে যেতে মরিয়া ক্লেইটনরা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : সমর্থকদের খুশি করার সঠিক রাস্তাটার খোঁজ পেয়ে গিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। ডার্বি জিতলে সমর্থকরা বেশি খুশি হন ট্রফি জয়ের থেকেও, জানা তাঁর। তবু এবার সুপার সিক্সই লক্ষ্য কোচ সহ গোটা লাল-হলুদ শিবিরের।

এদিন রাজারহাটের এক পাঁচতারা হোটেলে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত দলকে হাজির করা হল সংবাদমাধ্যমের সামনে। সবশেষ দল হিসাবে এল ইস্টবেঙ্গল। তাদের তরফে কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত ছাড়াও ফুটবলারদের মধ্যে হাজির ছিলেন অধিনায়ক ক্লেইটন সিলভা, সৌভিক চক্রবর্তী ও সদ্য মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট থেকে লাল-হলুদ শিবিরে যোগ দেওয়া হেক্টর ইউস্তে। প্রত্যেকেই খুশি কলকাতা তৃতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যোগদানে। বিশেষ করে সৌভিক বললেন, 'আমি তো বাঙালি, তাই আমার কাছে কলকাতার তিনটি ক্লাব একসঙ্গে দেশের সেরা লিগে খেলার থেকে খুশির খবর আর কী হতে পারে? এতে সবথেকে বেশি অনুপ্রাণিত হবে জুনিয়ার ফুটবলাররা। আর আমি চাই, কলকাতার তিন দলই প্রাধান্য নিয়ে আইএসএলে খেলুক। তবে তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল সবথেকে বেশি ভালো খেলবে, এটাও চাই। আর আমার কাছে ডার্বি কোনও চাপের নয়, বরং গর্বের ম্যাচ।' তাঁর কোচ কোয়াদ্রাতের মুখেও ডার্বির কথা। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর জমানায় লাল-হলুদে পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। কোয়াদ্রাতের মন্তব্য, 'গত দশ বছরে টানা ৩৫ ম্যাচ একই কোচের অধীনে খেলছে দল। আমরা গত মরশুমে ডার্বি এবং ট্রফি দুটোই জিতেছি। যে সাফল্য ট্রেভর মরগ্যানের সময়ের পর আর দেখা যায়নি। ভুলে যাবেন না, ১২ বছর পর ক্লাব ট্রফি জিতেছে। আগে ফুটবলাররা দেখে নিত অন্য দল ডাকছে কি না। কোনও দল না পেলে তবে ইস্টবেঙ্গলে আসত। এবার কিন্তু ফুটবলাররা আসছে। একটা সঠিক দল তৈরি করা গেছে। তাই আমাদের এবার প্রথম ছয়ে থাকাই হবে প্রথম লক্ষ্য। একইসঙ্গে ডার্বিও জিততে হবে।' তিনি মেনে নেন, লিগের লড়াই এবার আরও কঠিন। প্রতিটি দলই শক্তিশালী বলে জানিয়ে তিনি উদাহরণ দেন, 'দেখুন না, ডুরান্ড ফাইনালে সবাই ভেবেছিল মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবে। কারণ ওরাই ফেভারিট ছিল শক্তির বিচারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত জিতল নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। তাই কঠিন লড়াইয়ের জন্য তৈরি আছি আমরা।'

এবার ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণে ফের জুটি বাঁধতে চলেছেন হেক্টর ও আনোয়ার আলি। এই প্রসঙ্গ উঠতে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের মন্তব্য, 'লিগের সেরা ডিফেন্ডার হল আনোয়ার। আবার ওর সঙ্গে জুটি বেঁধে খেলতে পারব, এটা ভেবে ভালো লাগছে।' তাঁর দলের একাধিক ফুটবলারকে দেখা যাচ্ছে চোটের জন্য অনুশীলন করছেন না। কিন্তু কোয়াদ্রাত বলেছেন, 'আমার দলে নীশু (কুমার) ও লাকড়া (প্রভাত) ছাড়া আর কোনও চোট নেই। ভারতীয় দলে যারা যায়, তারা অনুশীলনের মধ্যেই থাকে। কিন্তু তার বাইরের ভারতীয় ফুটবলাররা অফ সিজনে ঠিকঠাক নিজেদের যত্ন নেয় না বলেই সমস্যা হয়।' ক্লেইটনের লাল-হলুদে এবার তৃতীয় মরশুম। তিনিও আশা করছেন এবার দল প্লে-অফে যাবে। ক্লেইটন মনে করিয়ে দেন, 'গত মরশুমে আমরা সুপার সিক্সে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। এবার অবশ্যই আমার সুপার সিক্সের জন্য ঝাঁপাব।' তিনি ক্লাবের হয়ে কিছু মনে রাখার মতো ম্যাচ খেলে নিজেকে কিংবদন্তির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আইএসএল ট্রফির সঙ্গে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও ইস্টবেঙ্গলের ক্লেইটন সিলভা। ছবি : ডি মণ্ডল

বর্তমানে ভালো ফল চান মোলিনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হারের ক্ষত সমর্থকদের মনে এখন দগদগে হয়ে আছে। যা শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁদের প্রিয় দল নেমে পড়তে চলেছে আইএসএলের লিগ-শিল্ড ও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে। প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসি-র মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে তাঁর দলের প্রস্তুতি সঠিক পথেই চলছে বলে জানিয়ে দিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা।

এদিনই বলতে গেলে বেজে গেল আইএসএলের দামামা। জামশেদপুর এফসি, সদ্য ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি, ওডিশা এফসি, পাঞ্জাব এফসি ও কলকাতার তিন দল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ইস্টবেঙ্গল এফসি ও মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ-ফুটবলাররা নিজেদের লিগ প্রস্তুতি এবং ভাবনাচিন্তা মেলে ধরলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। ডুরান্ড ফাইনালে হারের পরই মোলিনা জানান, তাঁর দলের অনেক ভুলত্রুটি শোধরাতে হবে। দুইদিন ছুটির পর বুধবার থেকেই তাঁর দলের প্রস্তুতি শুরু হল। এই অল্প সময়ে তাঁর দল কি তৈরি হয়ে যেতে পারবে, এই প্রশ্নের উত্তরে স্পেনের প্রাক্তন টেকনিকাল ডিরেক্টর বলেছেন, 'আইএসএলের জন্য দল সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে। গত একমাস ধরে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। এখনও বেশ কিছু বিষয়ে উন্নতির দরকার আছে। যেভাবে ট্রেনিং হচ্ছে তাতে দলের ছেলেদের খেলায় উন্নতি হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী। জাতীয় দলের ফুটবলাররা এখন শিবিরে। ওরা ফিরে আসার পর দলের সঙ্গে মাত্র দুই-তিনদিনই অনুশীলনের সুযোগ পাবে। তবে যেহেতু ওরা খেলার মধ্যে থাকবে, তাই সমস্যা হবে না।' গত মরশুমে মোহনবাগান লিগ-শিল্ড জেতে। তাঁর আগেরবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোহনবাগান সমর্থকদের এবারও একই চাহিদা থাকবে। বা বলা ভালো, ডাবল হলে তাঁরা বেশি খুশি হবেন। আর এই সাফল্যের চাপ পুরোপুরি আসছে মোলিনার উপরেই। তিনি অবশ্য বলছেন, 'আমার উপর কোনও চাপ নেই। অনেক বছর হল কোচিং করাচ্ছি। গত বছর বা তার আগে দল খুব ভালো খেলেছিল। কিন্তু শুধুই গত মরশুমের কথা ভাবলে চলবে না। আমি অতীত নিয়ে ভাবছি না। বরং বর্তমানে কী করতে পারি, সেদিকে তাকিয়ে আছি।' এবারই মোহনবাগান ছেড়েছেন আনোয়ার আলি। দুই নতুন বিদেশি ডিফেন্ডার যোগ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা এখনও পুরোপুরি দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছেন বলে মনে হয়নি। শোনা যাচ্ছে প্রীতম কোটাল বা কোনও একজন ভারতীয় ডিফেন্ডার নিতে পারে মোহনবাগান। কিন্তু এই প্রসঙ্গ উঠতেই মোলিনা এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি তো এরকম কিছু জানি না।' ডিফেন্সের খারাপ খেলা নিয়ে অবশ্য তাঁর মন্তব্য, 'ডুরান্ড ফাইনাল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা খুব খারাপ খেলেছি। তবে ডিফেন্ডাররাও নতুন। ওদের কিছুটা সময় দিতে হবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। আইএসএলে নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে। আশা করি, সব মেরামত হয়ে যাবে এর মধ্যে।' জেমি ম্যাকলারেন কী অবস্থায় আছেন, সেই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে রাজি হননি। জেসন কামিংস মনে করেন, ডুরান্ড হারের প্রভাব লিগে পড়বে না। তাঁর মন্তব্য, 'আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারব এবং আরও ভালো খেলব।'

এবার তাঁদের আইএসএলের সঙ্গেই খেলতে হবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর গ্রুপ লিগের ম্যাচ। বারবারই দেখা গেছে, এতে চাপ হয় ফুটবলারদের দিমিত্রিস পেত্রাতোস অবশ্য বলছেন, 'আমার কোনও সমস্যা হবে না। ভারসাম্য রেখে খেলতে হবে। তাছাড়া কোচ আছেন কোথায় কীভাবে খেলতে হবে, সেসব বলে দেওয়ার জন্য।'

আইএসএলের ম্যাচ বলে সই করছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ হোসে মোলিনা। পাশে ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএল ট্রফি ও বলের সঙ্গে ফুটবলার ও কোচরা। ছবি : ডি মণ্ডল

সেরাটা দেওয়াই লক্ষ্য চেরনিশভের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। গলার স্বরে বাড়তি উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই। অথচ তাঁর মগজাস্ত্রে ভর করেই চলতি মরশুমে আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সাদা-কালো শিবিরের রাশিয়ান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের লক্ষ্য আইএসএলে নিজেদের সেরা পারফরমেন্সটা তুলে ধরা। বুধবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে আইএসএলের মিডিয়া ডে-তে উপস্থিত ছিলেন মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ সহ দলের তিন খেলোয়াড় সামাদ আলি মল্লিক, জোসেফ আদজেই ও জোডিংলিয়ানা রালতে। সেখানে মহমেডান কোচ বলেছেন, 'আই লিগ জিতে আইএসএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ। সমর্থকদের প্রত্যাশা বেড়ে গিয়েছে। আমরা আইএসএলে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরব।'

আই লিগের থেকে আইএসএল কিন্তু আরও কঠিন প্রতিযোগিতা, সেটাও স্বীকার করে নিয়েছেন এই রাশিয়ান কোচ। তিনি বলেছেন, 'আইএসএলের মান অনেক উন্নত। এটা কলকাতা লিগ কিংবা আই লিগ নয়। এখানে ভারতের সেরা ফুটবলারদের পাশাপাশি উচ্চমানের বিদেশিদের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তবে আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি।' কোচের মতো আত্মবিশ্বাসের সুর পাওয়া গেল সাদা-কালো ফুটবলারদের কথাতেও। সামাদ আলি মল্লিক পরিষ্কার বলেই দিলেন, 'আই লিগ ও আইএসএলের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তবে আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি। কোচের কথামতো আমরা আইএসএলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

আইএসএলের অভিষেক ম্যাচে মহমেডানের প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি। কয়েকদিন আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে হারিয়ে ডুরান্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এই পাহাড়ি দলটি। তবে ডুরান্ড জয়কে ভুলে এবার আইএসএলে ফোকাস করতে চান নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি। তিনি বলেছেন, 'ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা গর্বের বিষয়। কিন্তু ডুরান্ড জয় এখন অতীত। এবার আইএসএলে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে চাই।' প্রথম ম্যাচেই সাদা-কালো শিবিরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে হাইল্যান্ডাররা। নতুন দল হলেও মহমেডানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বেনালি।

চলতি মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র দায়িত্ব নিয়েছেন গ্রিক কোচ পানাগিয়োটিস দিলবেরিস। তিনি বলেছেন, 'পাঞ্জাব এফসিকে ধন্যবাদ আমাকে ভারতে কোচিং করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।'

এদিকে, এই মরশুমে জামশেদপুর এফসির দায়িত্বে রয়েছেন খালিদ জামিল। আইএসএলে একমাত্র ভারতীয় হেড কোচ তিনি। ইস্পাতনগরীর হেড কোচ বলেছেন, 'আমাদের পারফর্ম করতে হবে। আইএসএলের জন্য আমরা তৈরি। নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।'

হাল্যান্ডের উত্থানের বড় সাক্ষী বাকেঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের দানবীয় পারফরমেন্সে মোহিত স্বয়ং ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। প্রিমিয়ার লিগে আপাতত তিন ম্যাচে ৭ গোল করে বসে আছেন হাল্যান্ড। তাঁর উত্থান সামনে থেকে দেখেছেন পাঞ্জাব এফসি-র স্ট্রাইকার মুশাকা বাকেঙ্গা। নরওয়ে জাতীয় দলে খেলা বাকেঙ্গা একসময় খেলতেন মোল্ডে এফকে-তে। এখান থেকেই উত্থান হাল্যান্ডের। সেই প্রসঙ্গে মুশাকা বলেছেন, 'আমি হাল্যান্ডকে ছোট থেকেই দেখেছি। তবে ওর সঙ্গে কখনও খেলা হয়নি। আমি মোল্ড এফকে ছাড়ার পরের বছর হাল্যান্ড ওখানে যোগ দেয়।' একসঙ্গে না খেললেও হাল্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। তবে এখন আর যোগাযোগ নেই। এই নিয়ে বাকেঙ্গার বক্তব্য, 'হাল্যান্ডের সঙ্গে ২০১৬ সালে দেখা হয়েছিল। তখন ও নিজেও আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। আমার খেলা ওর ভালো লাগে সেটাই বলেছিল।' নরওয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেনের সঙ্গেও পরিচয় রয়েছে মুশাকার। বাকেঙ্গা বলেছেন, 'কার্লসেন আমার ভালো বন্ধু।'

ইতিহাস অস্ট্রেলিয়ার

এডিনবার্গ, ৪ সেপ্টেম্বর : স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে বিস্ফোরক মেজাজে পাওয়া গেল অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ট্রাভিস হেডকে (২৫ বলে ৮০)। ১৭ বলে অর্ধশতরান আসে তাঁর। হেডের দাপটে পাওয়ার প্লে-তে ১১৩/১ স্কোর তুলে ইতিহাস গড়ল অজিরা। টি২০ আন্তর্জাতিকে পাওয়া প্লে-তে এটাই সর্বাধিক স্কোর। যার ফলে ম্যাচ জিততেও সমস্যা হয়নি অস্ট্রেলিয়ার। তারা ৯.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৬ রান তুলে নেয়। এর আগে ১৫৪/৯ স্কোর তুলেছিল স্কটিশরা। সিন অ্যাবট (৩৯/৩), জাভিয়ের বার্টলেট (২৩/২), অ্যাডাম জাম্পাদের (৩৩/২) দাপটে কোনও স্কটিশ ব্যাটারই সুবিধা করতে পারেননি। ব্যাট হাতে হেডকে যোগ্য সংগত করেন অধিনায়ক মিচেল মার্শ (১২ বলে ৩৯) ও জোশ ইনগ্লিস (অপরাজিত ২৭)।

তিরন্দাজিতে প্রথম সোনা হরবিন্দারের

শচীনের হাত ধরে প্যারালিম্পিকে নজির ভারতের

প্যারিস, ৪ সেপ্টেম্বর : প্যারালিম্পিকে নয়া নজির ভারতের। এখনও পর্যন্ত ভারতীয়দের ঝুলিতে ২১টি পদক যা দেশের প্যারালিম্পিকের ইতিহাসে সর্বাধিক। দেশের এই সাফল্যে সোনালী ছোঁয়া যোগ করলেন হরবিন্দার সিং। দেশের প্রথম প্যারা তিরন্দাজ হিসেবে প্যারালিম্পিকে সোনা জিতলেন তিনি। টোকিও প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল হরবিন্দারকে। বুধবার পুরুষদের তিরন্দাজিতে ব্যক্তিগত রিকার্ভ ইভেন্টের ফাইনালে পোল্যান্ডের লুকাস সিসজেককে ৬-০ পয়েন্টে হারিয়ে টোকিওর পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটালেন তিনি। এর ফলে চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের ঘরে চতুর্থ সোনা এল। সেমিফাইনালে ইরানের মহম্মদ আরব আমেরিকে ৭-৩ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন হরবিন্দার।

বুধবার পুরুষদের শট পাটে এফ-৪৬ ক্যাটিগোরিতে রুপো জিতেছেন ভারতের শচীন খিলাড়ি। মহারাষ্ট্র থেকে উঠে আসা এই অ্যাথলিট প্যারা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিলেন। গতবছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সেও সোনা ছিল তাঁর। কিন্তু প্যারালিম্পিকের মঞ্চে সোনা জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেননি তিনি। তাই রুপো জিতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সোনা জয়ের পর জাতীয় পতাকা নিয়ে হরবিন্দার সিং।

দল বিরক্তিকর খেলেছে : মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : মরিশাসের মতো দলকে হারাতে না পারার হতাশা থেকেই এখন ভারতীয় দল প্রবল সমালোচনার মুখে। খুশি নন নয়া কোচ মানোলো মার্কুয়েজও। তবু তারই মধ্যে কিছু সদর্থক দিক খুঁজে নিয়ে উন্নতির চেষ্টা করছেন তিনি।

মানোলো অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর দল বেশ খারাপ খেলেছে। ম্যাচের পর টেলিভিশন ক্যামেরা এবং পরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলে ফেলেন, 'আমার দলের একঘেয়ে বিরক্তিকর ফুটবল সমর্থকদের ভালো লাগেনি। তবু ছেলেদের মানসিকতার আমি সমালোচনা করতে পারি না। কারণ ওরা নিজেদের একশো শতাংশ দিয়েছে। আমরা মাত্র দুটি ট্রেনিং সেশন পেয়েছি। তবে এটাকে আমি অজুহাত হিসাবে খাড়া করতে চাই না। ওদের চেষ্টা আর গোল না খাওয়াটা আমার কাছে একটা সদর্থক দিক।' তবে উন্নতি যে করতে হবে, সেটা মানছেন তিনি। আগামী ৯ তারিখ ভারত শেষ ম্যাচ খেলবে সিরিয়ার বিপক্ষে। ওই ম্যাচের আগে তিনি সঠিক দল বেছে নিতে চেষ্টা করবেন জানালেন। মানোলোর মন্তব্য, 'সেন্টার ব্যাক পজিশন নিয়ে ভাবতে হবে না। রাহুল (ভেকে) ও সানা (চিঙ্গলেসানা সিং) মরিশাসের বিরুদ্ধে খুব ভালো খেলেছে। সন্দেশ ঝিঙ্ঘান, আনোয়ার আলি, মেহতাব সিংদের মতো ফুটবলাররা সাইডলাইনে অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বাকি জায়গাগুলো মেরামত দরকার।'

মঙ্গলবারের ম্যাচে ভেকে অধিনায়কত্ব করেন। তিনি পরে বলেছেন, 'আমার নিজের এবং পরিবারের কাছে এটা একটা গর্বের মুহূর্ত। তবে অধিনায়কত্ব বাড়তি দায়িত্বও তৈরি করে দিল।' নতুন কোচের অধীনে প্রথম পয়েন্ট পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বল মনে করছেন তিনি। এবার দলকে সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করতে হবে বলে মনে করেন ভেকে।

আইএসএলে নয়া নিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেটের মতো ভারতীয় ফুটবলে দেখা যাবে কনকাশন নিয়ম। খেলা চলাকালীন কোনও ফুটবলার মাথায় চোট পেলে তাঁর পরিবর্তে অন্য ফুটবলার নামাতে পারবে সংশ্লিষ্ট দলটি। সেক্ষেত্রে চলতি নিয়মমাফিক পাঁচটি পরিবর্তন হয়ে গেলেও কনকাশন নিয়মে ফুটবলার বদলের সুযোগ থাকবে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই'

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী 05.09.2024

শ্রদ্ধেয় গুনেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

তুমি শান্তিতে থাকো। তোমার সততা ও উদারতা মুগ্ধ করেছে আমাদের। তোমার প্রয়াণে অভিভাবক-এর সাথে সাথে বন্ধু হারিয়েছি আমরা।

তোমার মেয়ে, জামাই ও নাতি-নাতনিরা

কালিকাদাস রোড বাইলেন, কোচবিহার

SBI

আরবিও-II, শিলিগুড়ি (১৪৮৭৯)

হোমল্যান্ড বিল্ডিং, ২য় তল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮

এসবিআই, এম আর রোড ব্রাঞ্চে স্থানান্তরণের জন্য উপযুক্ত বাণিজ্যিক প্রেমিসেসের প্রয়োজন।

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এম আর রোড ব্রাঞ্চের আশেপাশে অবস্থিত এটিএম সহ ব্যাংক প্রেমিসেসের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অধিগ্রহণ করতে আগ্রহী। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসকে অবশ্যই প্রথম তলে হতে হবে যার ব্যবহারযোগ্য ফ্লোর এরিয়া ৩,০০০ বর্গফুট - ৩৫০০ বর্গফুট (অনুমিত হতে হবে) তৎসহ ভালো ফ্রন্টেজ এবং পর্যাপ্ত দৃশ্যমান হতে হবে। প্রেমিসেসকে আবেদনপত্রে উল্লেখিত মানদণ্ড থাকতে হবে যেটি এসবিআই এম আর রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৫ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অনুগ্রহ করে স্মরণে রাখতে হবে যে স্থানীয় পুর কর্তৃপক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্যিক লাইসেন্স সহ উপযুক্ত প্রেমিসেসের মালিকগণ সম্পত্তির পরিষ্কার শিরোনাম সহ এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে আবেদন করার জন্য যোগ্য বিবেচিত।

আবেদনপত্রগুলোকে অবশ্যই সিল করা কামে এসবিআই এম আর রোড ব্রাঞ্চ ও এটিএমের জন্য প্রস্তাব লেখা রিজিওনাল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও II, ২য় তল হোমল্যান্ড বিল্ডিং, সেবক রোড, শিলিগুড়ি পিন-৭৩৪০০৮'এতে ঠিকানা লেখা হতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে কোনও এজেন্সিকে কোনও কমিশন দেওয়া হবে না। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সকল প্রস্তাব খারিজ করার অধিকার সংরক্ষিত রাখছে।

রিজিওনাল ম্যানেজার,
আরবিও-II, শিলিগুড়ি

তিন ম্যাচের ডব্লিউটিসি ফাইনাল

রোহিতকে সমর্থন লায়োনের

সিডনি, ৪ সেপ্টেম্বর : প্রথম দুই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি। খেতাবি যুদ্ধে প্রথমবার নিউজিল্যান্ড এবং গতবার অস্ট্রেলিয়া ভারতীয় দলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দাপট দেখিয়ে ফাইনাল-ল্যাপে আটকে যাওয়া। শেষবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পর তিন ম্যাচের খেতাবি যুদ্ধের দাবি জানান রোহিত শর্মা। এদিন ভারত অধিনায়কের যে দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন নাথান লায়োন।

অস্ট্রেলিয়ার তারকা অফস্পিনারের মতে, তিন ম্যাচের ফাইনাল হলে ভালো হয়। আর তিনটি ম্যাচই যেন তিনটি পৃথক পৃথক দেশে অনুষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দুই দলের মধ্যে মাঠ, পিচ, পরিস্থিতিজনিত ভারসাম্য বজায় থাকবে। বাড়তি সুবিধা পাবে না কোনও একটা দল।

গত দুইবারই চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল হয়েছে ইংল্যান্ডে। ভারতের বিরুদ্ধে পেস সহায়ক পরিস্থিতির বাড়তি সুবিধা পেয়েছে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া। আগামীবারও ইংল্যান্ডে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। যদিও লায়োন চান, এহেন পদক্ষেপ বদল করে খেতাবি যুদ্ধে 'নিরপেক্ষতা' আনা উচিত। লায়োন বলেছেন, 'তিন ম্যাচের ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পক্ষে আমি। কারণ, একটা সেশনে ম্যাচের মোড় ঘুরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা বিফল হয়ে যায়। কিন্তু তিন ম্যাচের সিরিজ হলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকবে।'

লায়োন আরও চান ম্যাচগুলি যেন তিনটি পৃথক দেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর যুক্তি, 'ফাইনাল-সিরিজের একটা টেস্ট ইংল্যান্ডে হতে পারে। একটা ভারত এবং আরেকটা অস্ট্রেলিয়ায় হতে পারে। সেক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে বিভিন্ন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলাতে হবে। ম্যাচের সূচিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, অগাস্টের মাঝামাঝি মেলবোর্নে টেস্ট করা উচিত নয়।' লায়োনের যুক্তি, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ কোনও কয়েক সপ্তাহের টুর্নামেন্ট নয়। গ্রুপ লিগ, সেমিফাইনাল, ফাইনাল- এরকম নয়। বছর দুয়েক পরিশ্রম, প্রচেষ্টা, ধারাবাহিকতার ফসল ফাইনালের টিকিট প্রাপ্তি। তাই ফাইনালে নিজেদের দক্ষতার প্রতিফলন ঘটানোর যথাযথ সুযোগ যেন প্রতিটি দল পায়, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মিয়াঁদাদের নিশানায় বোর্ড, লজ্জিত আক্রাম

রাওয়ালপিন্ডি, ৪ সেপ্টেম্বর : লাল বলের ফরম্যাটে সাফল্যের স্বাদ ভুলতে বসেছে পাকিস্তান।

বিদেশ সফরে ব্যর্থতা তো রয়েইছে। ঘরের মাঠে একদা 'অপ্রতিরোধ্য' তকমাও ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। বাংলাদেশের হাতে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কায় ক্ষত আরও গভীরে। নিট ফল চেনা নিয়মেই গেল গেল রব পাক ক্রিকেটমহলে। একযোগে সোচ্চার প্রাক্তনরা।

জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো কিংবদন্তির নিশানায় যেমন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাক দলের দৈন্যদশা নিয়ে বোর্ডকেই কাঠগড়ায় তুলেছিলেন। মিয়াঁদাদের অভিযোগ, প্রশাসনিক স্তরে বারবার রদবদল, অনিশ্চয়তার প্রভাব পড়েছে দলের খেলায়। সাফল্য পেতে দলের পাশাপাশি ক্রিকেট প্রশাসনেও ধারাবাহিকতা দরকার। কিন্তু গত কয়েক বছরে বোর্ডের শীর্ষপদে বারবার পরিবর্তন ঘটেছে। নির্বাচক কমিটি থেকে অধিনায়ক-কাটাছেঁড়া হয়েছে। সংশয়ের বাতাবরণের নেতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়েছে দলে।

ওয়াসিম আক্রামও বাস্তবের আয়না তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'বাংলাদেশের কাছে হোয়াইটওয়াশ পাক ক্রিকেটের জন্য বিশাল ধাক্কা। প্রাক্তন প্লেয়ার, অধিনায়ক এবং ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে দলের পারফরমেন্সে আমি লজ্জিত, হতবাক। ভালো জায়গায় থেকে যেভাবে দল হেরেছে, তা মানা যায় না। ঘরের মাঠে নিয়মিত হার বুঝিয়ে দিচ্ছে, পাক ক্রিকেটের মান ঠিক কোথায়।'

> বাংলাদেশের কাছে হোয়াইটওয়াশ পাক ক্রিকেটের জন্য বিশাল ধাক্কা। প্রাক্তন প্লেয়ার, অধিনায়ক এবং ক্রিকেটপ্রেমী হিসেবে দলের পারফরমেন্সে আমি লজ্জিত, হতবাক।
>
> **ওয়াসিম আক্রাম**

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলেও তার প্রতিফলন। বাংলাদেশ ইংল্যান্ডকে পিছনে ফেলে চার নম্বরে উঠে এসেছে। গত দুটি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বৃত্তে ১৯টি টেস্ট খেলে মাত্র ১টিতে জিতেছিল টাইগাররা। এবার সেখানে হাফডজন টেস্টের তিনটিতেই জয়। এর মধ্যে পাকিস্তানের মাটিতে হোয়াইটওয়াশের ইতিহাস। টাইগার-গর্জনে পাকিস্তান নামতে নামতে আট নম্বরে। পিছনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শ্রীলঙ্কাও (৭) পাকিস্তানের আগে। তালিকায় শীর্ষ ভারত (৯টি ম্যাচে ৬টিতে জয়, ২টি হার, ৬৮.৫২ শতাংশ জয়)। ঠিক পিছনেই অস্ট্রেলিয়া (৬২.৫০ শতাংশ) ও নিউজিল্যান্ড (৫০ শতাংশ)। চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিল নিয়ে অবশ্য ভাবার অবকাশ নেই। অস্তিত্ব রক্ষাই মূল চ্যালেঞ্জ পাক ব্রিগেডের।

পাক অধিনায়ক শান মাসুদ ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে ক্ষমা চেয়েছেন দেশবাসীর কাছেও। বলেছেন, 'বড় ধাক্কা আমাদের জন্য। পাশাপাশি কৃতিত্ব বাংলাদেশের প্রাপ্য। তবে আমাদের ব্যাটিংয়ে যেভাবে ধস নেমেছে, তা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। দেশবাসীর কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এখন ব্যর্থতা সরিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই। জোর দিতে হবে ভুল শুধরে উন্নতিতে।'

ক্ষমা চাইলে ক্ষত সহজে শুকোবে না, তার আঁচ প্রাক্তনদের কথাতে। ব্যাটারদের দুষে ইনজামাম-উল-হক বলেছেন, 'হোম সিরিজ মানে অ্যাডভান্টেজ। সাফল্যের সুযোগ সবসময় বেশি। অতীতে সেটাই হয়েছে। কিন্তু এর জন্য ব্যাটারদের রান পেতে হবে। যদিও ছবিটা ঠিক উলটো। ফল যা হওয়ার তাই হচ্ছে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নাগপুর-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, নাগপুর - এর একজন বাসিন্দা বৈষ্ণব অরুণ গাদেগোনে - কে 17.06.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83E 77736 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার শরীরে নতুন শক্তির সঞ্চারণ ঘটিয়েছে, অনুভূতিগুলোকে শব্দে ব্যাখ্যা করা এই মুহূর্তে অনেক কঠিন। এমন একজন ব্যক্তির থেকে অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত যিনি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছেন। আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।